শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

প্রথম খণ্ড

নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের

অনুকম্পিত ও

তৎপ্রতিষ্ঠিত বঙ্গভাষার একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক "গৌড়ীয়"

পত্রের সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত

শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ-

সঙ্কলিত

গৌড়ীয়-মিশনের সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর

অধ্যাপকচর **শ্রীনিশিকান্ত সান্ন্যাল ভক্তিসুধাকর** এম্-এ, কর্ত্তৃক

কলিকাতা বাগবাজারস্থিত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টি-পূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথি

৭ ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৪

১৯ ফেব্রুয়ারী, খৃষ্টাব্দ ১৯৩৮

প্রথম সংস্করণ

মনোমোহন প্রেস, ঢাকা

শ্রীরেবতীমোহন সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত

ভিক্ষা—১৲ এক টাকা মাত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

উপোদ্ঘাত

আমাদের নিত্যারাধ্য গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের 'নিবেদন', 'সজ্জন-তোষণী', 'গৌড়ীয়' ও 'নদীয়াপ্রকাশ' প্রভৃতি বিভিন্ন পারমার্থিক-পত্রে যে-সব প্রফুল্ল-প্রবন্ধ-প্রসূন-নিচয় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই 'গৌড়ীয়ে'র সুযোগ্যতম সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু-কর্ত্তৃক মালাকারে সুগ্রথিত হইয়া বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত হইল। আমরা এই প্রবন্ধ-প্রসূন-মালিকার অর্ঘ্য আজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষ-পূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথি-পূজা—শ্রীব্যাস-পূজা-বাসরে তাঁহারই সংস্থাপিত শ্রীচৈতন্য-মঠে তাঁহার শ্রীকরকমলে সমর্পণ করিয়া তাঁহার সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের নগণ্যতম সমিধ্‌রূপে স্বীকৃত হইবার আশায় আপনাদিগকে ধন্যাতিধন্য—কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিতেছি।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলীতে অভিব্যক্ত অদ্বিতীয় সহজ-ভক্তি সিদ্ধান্ত-পাণ্ডিত্য; তাঁহার অননুকরণীয় গুরু-গম্ভীর পদশোভিত ভাষার অসমোর্দ্ধ বৈশিষ্ট্য কি দৈব ও অদৈব-বর্ণাশ্রম; কি প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত-নীতি; কি ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গধিক্কারী পরমার্থরূপ পরম-প্রয়োজন প্রেমের বিচার; কি অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদ্যনাবৃত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত; কি জীব-ব্রহ্মৈক্যবাদ বা র্ব্বব্রহ্মৈক্যবাদ; সপ্তোপাসনাদি

বহ্বয়ন-শাখাশ্রিত বিভিন্ন আধ্যক্ষিক মতবাদ-নিরসন-মূলক একায়ন-স্কন্ধী বিচার; তাঁহার সংশয়-নাস্তিক্য-নির্গুণ-ক্লীব-পুরুষ-মিথুন-স্বকীয়-পারকীয়-বিলাসের উত্তরোত্তর ক্রমোৎকর্ষ প্রদর্শন; তাঁহার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষাপরোক্ষ, অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত বিচার; তাঁহার দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-দর্শন-বিচার-বৈশিষ্ট্য; তাঁহার রূপানুগ-বিচার-বৈশিষ্ট্যের চমৎকারিতা; তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাত্বত-বৈষ্ণবগণের চরিতাবলীর মৌলিক আখ্যান; অধোক্ষজে অহৈতুকী, অপ্রতিহতা, আত্যন্তিকী ভক্তির মহিমা-নিরূপণ; শুদ্ধভাগবত-ধর্ম্মের অসমোর্দ্ধ-মহিমা-ব্যাখ্যা; শ্রৌত-আম্নায়-ধারায় পরিস্নানের একমাত্র প্রয়োজনীয়তা-প্রতিপাদন; ভোগ-ত্যাগবাদ-নিরসন-পূর্ব্বক যুক্তবৈরাগ্য-সংস্থাপন; নিখিল জীবের নির্ম্মল-আত্মার সহজ-স্বাভাবিক বিশুদ্ধ-ধর্ম্ম-নিরূপণ শুদ্ধতত্ত্ব-জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষাদান; লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারাদির সামঞ্জস্য-সংরক্ষণ; হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী দুর্জ্জনমুখে চপেটা-ঘাত-প্রদান; কি রহস্যচ্ছলে বা বিদ্রূপাত্মক ভাষায় প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ-নিরসন; কি তদ্রূপবৈভব শ্রীধামের প্রাকট্য-সংস্থাপন ও তদ্বিরোধি-মতবাদ উন্মূলন—অর্থাৎ শ্রুতি, সাত্বত-স্মৃতি, সাত্বত-পুরাণ, পঞ্চরাত্রাদি সকল বিষয়েই তাঁহার অদ্বিতীয়, অত্যদ্ভুত, অতিমর্ত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রতিভা কেবল যে বঙ্গভাষার অতুলনীয় সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহা নহে; পরন্তু তাহা সমগ্র পরম নিঃশ্রেয়সার্থী সমাজকে ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দরের আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিতে শ্রীরূপাদি মহাজনের

আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকল পাঠকেরই নিশ্চয়ই সর্ব্বোত্তম উপকার বিধান করিবে।

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার প্রাতিকূল্য-বিধানের তীব্রতম বাধা-বিঘ্ন-মধ্যেও যে এই গ্রন্থরাজ সঙ্কলিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন, ইহাতে আমাদের ব্যক্তিগত কোনই কৃতিত্ব নাই, ইহা শ্রীল প্রভুপাদের কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীপাদপদ্মেরই অহৈতুকী অনুকম্পা—তাঁহারই দীন, অধম, পতিত, অযোগ্যতম কাঙ্গাল-সেবকগণের প্রতি অহৈতুকী অসমোর্দ্ধা কৃপার ও প্রণত-সেবক-বাৎসল্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এখন সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ তাঁহাদের নির্ব্ব্যলিক প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তি-সহকারে এই গ্রন্থরত্ন অনুশীলন করিয়া স্ব-স্ব পারমার্থিক-জীবন শ্রীগুরু-গোস্বামিগণের প্রকটিত ভক্তিসিদ্ধান্তের অনুগমনে পরিচালন করুন, ইহাই আমাদের বিনীত আবেদন।

শ্রীল প্রভুপাদ আজ তাঁহার রচিত প্রবন্ধাবলী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ও সুবহুল প্রচারিত দর্শন করিয়া নিশ্চয়ই প্রচুর পরিতোষ লাভ করিবেন এবং কৃপাশীর্ব্বাদ বিতরণ করিবেন, এই আশা ও ভরসা লইয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের অহৈতুকী কৃপাশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা-প্রার্থনা-মূলে ভবিষ্যতে এই গ্রন্থ আরও বহু খণ্ডে প্রকাশিত করিবার আশাবন্ধ আমরা পোষণ করিতেছি।

আমাদের উচিত ছিল এবং ইহাই সনাতনী রীতি—সমগ্র সাত্বত-বৈষ্ণব-সমাজ, এমন কি, কেবলাদ্বৈতী মায়াবাদি-সম্প্রদায়েও এই রীতি প্রচলিত আছে যে, পূর্ব্বাচার্য্যবর্গের

পর-মত-নিরসনমুখে শাস্ত্রের সুসিদ্ধান্ত-স্থাপন-মূলে যে-সকল প্রবন্ধ রচিত হইয়া প্রকাশিত হয়, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য-মূলক ভাষ্য এবং টীকা ও টিপ্পনী প্রভৃতির দ্বারা আচার্য্যবর্গের প্রবন্ধাবলীর শুভ্র-বিমলালোক আরও চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরণ ও বাস্তব-সত্যানুসন্ধিৎসু অকপট সুশুশ্রূষু পাঠক-পাঠিকাগণকে তাহাতে সমালোকিত করিয়া আচার্য্যবর্গের সিদ্ধান্ত প্রকৃষ্টরূপে বোধগম্য করা; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, সময়ের অল্পতা-নিবন্ধন আমরা বর্ত্তমানে এই রীতি অনুসরণ করিতে পারিলাম না; ভগবদিচ্ছা হইলে ভবিষ্যতে ভাষ্য-টীকা-টিপ্পনী-সহিত প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করিবার আশাবন্ধ পোষণ করিতেছি।

প্রবন্ধাবলী চয়ন ও গ্রন্থ-সঙ্কলন-কার্য্যে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু ও তাঁহার সুযোগ্য সহকারী পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রীজী বিপুল পরিশ্রম স্বীকার করিয়া শ্রীশ্রীগৌর-বিনোদ-বাণীর কীর্ত্তনময়ী সেবার সর্ব্বাঙ্গিনী সুষ্ঠুতা সম্পাদন করিতেছেন, এজন্য তাঁহাদের নিকট আমরা চির-ঋণী। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দে ভক্তিবোধ মহাশয় তাঁহার স্বভাব-সুলভ গুরু-সেবা-প্রবৃত্তিক্রমে প্রবন্ধাবলীর প্রথম খণ্ড মুদ্রণ-প্রকাশ-বিষয়ে অর্থানুকূল্য ও আন্তরিক যত্ন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের আশীর্ব্বাদ-লাভ ও শুদ্ধভক্ত-সমাজের অশেষ কৃপাকৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

শ্রীমায়াপুর; গৌরাব্দ ৪৫১
শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী

শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-কৃপাবিন্দু-ভিখারী
শ্রীঅনন্তবাসুদেবদাস বিদ্যাভূষণ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রবন্ধাবলীর প্রসঙ্গে কএকটী নিবেদন

গ্রন্থাকারে প্রকাশ

নিত্যারাধ্যতম নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষ-পূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে তাঁহার স্বরচিত প্রবন্ধাবলী গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর অভীষ্টানুসারে ও অধ্যক্ষতায় গ্রন্থাকারে এই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হইল।

অতি আদিম প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত অতি আদিম প্রবন্ধাবলী ও সাহিত্যের অধিকাংশই লুপ্ত। "সরস্বতী-জয়শ্রী"র 'শ্রী'-পর্ব্বের শ্রুতলিপি লিখিবার সময় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছিলাম যে, তাঁহার বিদ্যা-অধ্যয়ন-লীলা-কালের স্বলিখিত কতিপয় প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতি যাহা এক স্থানে সংগৃহীত ছিল, শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম-মায়াপুরে স্থায়িভাবে বাসার্থ আগমন করিলে ঐ সকল অন্যত্র থাকায় বিনষ্ট বা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। শ্রীচৈতন্যমঠ-প্রতিষ্ঠার ও পূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদ যখন শতকোটি-মহামন্ত্র-ব্রতের উদ্‌যাপনে অহর্নিশ ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময়ও তাঁহার পূর্ব্ব-লিখিত অনেক সাহিত্য ও দ্রব্যাদি বিলুপ্ত হয়।

লুপ্ত ও আবিষ্কৃত সাহিত্য

শ্রীল প্রভুপাদ দ্বাদশবর্ষ-বয়স্ক বালকের লীলাকালে (১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ) বাংলা পদ্যে পাঁচ অধ্যায়ে "প্রহ্লাদ-চরিত্র" নামক একটি কাব্য লিখিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাও বোধ করি লুপ্ত হইয়াছে; তাহার কিছুই সন্ধান পাওয়া যায় না, ইহাও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতেই শুনিয়াছি। জয়শ্রীর উপকরণ অনুসন্ধান করিতে করিতে শ্রীল প্রভুপাদের স্বহস্ত-লিখিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধে একটী নাটকের কএক অধ্যায় এক সময় পাওয়া গিয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাগারের কোন কোন গ্রন্থের মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদ স্বরচিত সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ, কবিতা বা সূত্র-সমূহ সময় সময় রাখিয়া দিতেন। 'জয়শ্রী'র উপকরণগুলির অনুসন্ধানকালে শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট হইতে শ্রীল প্রভুপাদের রচিত কএকটি অসম্পূর্ণ প্রবন্ধ-নিবন্ধাদি সেইরূপ আকস্মিক-ভাবেও পাইয়াছি।

সন্ধান-প্রাপ্তি ও উদ্ধার

শ্রীল প্রভুপাদ 'জয়শ্রী'র উপকরণ-চয়নের জন্য এ অযোগ্য দাসাভাসকে তাঁহার স্বরচিত কতিপয় দুষ্প্রাপ্য প্রবন্ধের সন্ধান প্রদান করেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে বহু চেষ্টা-সত্ত্বেও ঐ সকল প্রবন্ধ সম্পূর্ণভাবে উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই, শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় বর্ত্তমানে কতকগুলির মাত্র উদ্ধার হইয়াছে।

চয়নের প্রকার

শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'বৃহস্পতি' ও 'জ্যোতির্ব্বিদ' নামক মাসিক পত্রে (১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রকাশিত) ও 'নিবেদন' নামক সাপ্তাহিক পত্রে (১৮৯৯ হইতে লিখিত) শ্রীল প্রভুপাদের কতিপয় প্রবন্ধ পাওয়া যায়; তন্মধ্যে যে-সকল প্রবন্ধ কেবল জ্যোতিষের

অলোচনা-বিষয়ক, সেই সকল প্রবন্ধ শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে আমরা শ্রীল প্রভুপাদের পারমার্থিক প্রবন্ধাবলীর মধ্যে চয়ন করি নাই। 'নিবেদন' পত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে ও বিভিন্ন অনুচ্ছেদে পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত অনেক সাময়িক ব্যাপারের সমালোচনা আছে, সেই সকলও আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধাবলীর অন্তর্গত করিলাম না। সময়ান্তরে তাহা অন্যরূপ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইতেও পারে। 'নিবেদন' হইতে কেবলমাত্র তিনটী প্রবন্ধ বর্ত্তমান গ্রন্থের পূর্ব্বার্দ্ধে প্রকাশিত হইল। এতদ্ব্যতীত 'নিবেদনে' (১৯০৫ খৃষ্টাব্দের) শ্রীল প্রভুপাদের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের যে-সকল স্ব-লিখিত বৃত্তান্ত আছে, তাহাও আমরা ভগবদিচ্ছা হইলে দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত করিব।

বেনামী বা নামহীন প্রবন্ধ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সঙ্গিনী শ্রীসজ্জনতোষণী'তে শ্রীল প্রভুপাদের রচিত কতিপয় প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে; কিন্তু সকল প্রবন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের নামোল্লেখ নাই। কোন কোনওটী বা তাৎকালিক প্রয়োজনানুরোধে অপর ব্যক্তির নামেও প্রচারিত হইয়াছিল। যথা, এই প্রবন্ধাবলীর পূর্ব্ব খণ্ডে প্রকাশিত (৭১ পৃষ্ঠা) 'প্রাকৃতাপ্রাকৃত জ্ঞান' প্রবন্ধটী 'স-সঙ্গিনী সজ্জনতোষণী'তে (১১।২) "শ্রীপূর্ণচন্দ্র গুপ্ত"—এইরূপ এক লেখকের নামে প্রচারিত। বস্তুতঃ এই নামটী রূপকমাত্র। এখানে "শ্রীপূর্ণচন্দ্র গুপ্ত" বলিতে **শ্রী** (শোভাযুক্ত) **প্রেম-পূর্ণচন্দ্র** আধ্যক্ষিকের নিকট **গুপ্ত**।

প্রভুপাদের নির্দ্দেশ

শ্রীল প্রভুপাদ যখন দার্জ্জিলিংএ (১৯৩৫, জুন-মাসে) আরমাডেল্ (Armadale) ভবনে অবস্থান করিয়া 'জয়শ্রী'র উপকরণ-সমূহ প্রদান

করিতেছিলেন, সেই সময় শ্রীল প্রভুপাদের রচিত ঐরূপ কতিপয় বেনামী প্রবন্ধের নাম আমাকে লেখাইয়া দেন। আমাদের সতীর্থ-ভ্রাতা মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল মহাশয় ও অধ্যাপক শ্রীমদ্ আউধ্ বিহারী কপূর এম্-এ তথায় উপস্থিত ছিলেন। তদনুসারেই আমরা অন্য নামে বা নামহীনরূপে প্রচারিত থাকিলেও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত সজ্জনতোষণী হইতে শ্রীল প্রভুপাদের রচিত কএকটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিলাম।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটের পর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীসজ্জন-তোষণী পত্রিকা (১৮শ বর্ষ—১৯১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে) সম্পাদন করেন। উক্ত পত্রিকার বার্ষিক সূচী-পত্রে শ্রীল প্রভুপাদের স্ব-রচিত প্রবন্ধাবলীর নাম-সমূহ প্রদত্ত আছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীল প্রভুপাদের স্ব-রচিত আরও বহু প্রবন্ধ তাৎকালিক-প্রয়োজনানুরোধে অন্যান্য নামেও প্রচারিত হইয়াছিল। অন্য নামে প্রচারিত প্রবন্ধাবলীর কোন্ কোন্‌টী শ্রীল প্রভুপাদের স্ব-রচিত, তাহা শ্রীল আচার্য্যদেব কৃপা-পূর্ব্বক আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। সেই সকল প্রবন্ধও শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলীর অন্তর্গত করা হইল।

প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্পাদিত সজ্জনতোষণী (১১শ খণ্ড ৮ম সংখ্যা—১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ) হইতে শ্রীল প্রভুপাদ ধারাবাহিকরূপে শ্রীরামানুজ-আচার্য্যের চরিত্র লিখিতে থাকেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই। এই অযোগ্য দাসাভাসের প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের ঐ গ্রন্থটী সমাপ্ত করিবারও এক আদেশ আছে। যাহা হউক, শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে উহা শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলীর অন্যতমরূপে প্রকাশিত হইবে বলিয়া তাহা প্রবন্ধাবলীর অন্তর্গত করা হইল না।

প্রবন্ধ-প্রাকট্যের মৌলিকত্ব

প্রথম বর্ষের 'গৌড়ীয়ে'র বহু প্রবন্ধই শ্রীল প্রভুপাদের স্ব-রচিত ; প্রতি বর্ষের গৌড়ীয়ের পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধের প্রারম্ভে আমাদের প্রার্থনা-অনুসারে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার কৃপাশীর্ব্বাদ-স্বরূপ এক একটি প্রবন্ধ প্রদান করিতেন। এতদ্ব্যতীত যখনই কোন দৈব-বর্ণাশ্রম-বিরুদ্ধ-মত, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, শ্রীধামে প্রাকৃত-বুদ্ধি বা শ্রীরূপানুগ-শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কোন মতবাদ প্রবলভাবে উপস্থিত হইত, তখনই শ্রীল প্রভুপাদ ঐ সকল মতবাদ-বিধ্বংসী আচার্য্য-সিংহোচিত হুঙ্কার তাঁহার স্ব-রচিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে প্রকাশ করিতেন। এইরূপভাবে শ্রীল প্রভুপাদের বহু প্রবন্ধ "গৌড়ীয়" ও "নদীয়াপ্রকাশে"র অঙ্কে প্রকটিত হইয়াছেন। এক সময় শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চরিত্রের উপকরণ ক্রমিক প্রবন্ধাকারে প্রার্থনা করিয়াছিলাম ; তখন শ্রীল প্রভুপাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-সম্বন্ধে কএকটী প্রবন্ধ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাও আমরা প্রবন্ধাবলীর অন্তর্গত করিব। প্রভুপাদের সম্পাদিত শ্রীসজ্জনতোষণীর (১৮শ বর্ষে) 'শ্রীমধ্বমুনি-চরিত' নামক যে প্রবন্ধটী আছে, তাহাতে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অভ্যুদয়কাল-সম্বন্ধে গবেষণা ও বিচার থাকায় শ্রীরামানুজ-আচার্য্যের ন্যায় একটী চরিত-গ্রন্থরূপে গ্রহণ না করিয়া একটী পৃথক্ প্রবন্ধরূপেই প্রবন্ধাবলীর প্রথম খণ্ডের উত্তরার্দ্ধে প্রকাশিত হইল। শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং উড়ুপীতে গমন করিয়া পরবর্ত্তিকালে তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত-মূলক যে-সকল প্রবন্ধ গৌড়ীয়ে প্রকাশ করেন, তাহা পূর্ব্বে 'শ্রীসজ্জন-তোষণীতে প্রকাশিত 'মধ্বমুনি-চরিত' প্রবন্ধের পরিশিষ্টরূপে আলোচনা করা কর্ত্তব্য, নতুবা হয় ত' কোন কোন ঐতিহাসিক বিচারের যৎসামান্য পার্থক্য দেখিয়া আধ্যক্ষিক-পাঠকগণের মতিভ্রম হইতে পারে।

"গৌড়ীয়" ও "নদীয়াপ্রকাশে"র প্রবন্ধাবলী

'গৌড়ীয়' ও 'নদীয়াপ্রকাশে' প্রকাশিত শ্রীল প্রভুপাদের স্বরচিত অধিকাংশ প্রবন্ধেই লেখকরূপে প্রভুপাদের নামোল্লেখ নাই, অথবা প্রয়োজনানুরোধে অন্য নামে প্রচারিত। এই সকল প্রবন্ধের মধ্যে কোন্‌গুলি শ্রীল প্রভুপাদের স্ব-লিখিত, তাহা স্বয়ং শ্রীল আচার্য্যদেবের এবং আমাদেরও জানিবাব সুযোগ থাকায় আমরা এই সকল প্রবন্ধকেও শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশ করিব।

প্রবন্ধাবলীর বৈচিত্র্য

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী বহু বিচিত্রতায় বিভূষিত। সংক্ষেপতঃ আমরা ঐ সকল প্রবন্ধকে নিম্নলিখিত কএকটি অসম্পূর্ণ বিভাগে লক্ষ্য করিতে পারি—

১। মৌলিক **দার্শনিক বিচারযুক্ত প্রবন্ধ-সমূহ;** যথা—'বৈষ্ণব-দর্শন' (সঃ তোঃ ২০।১১) ; 'অন্যাভিলাষ' (নিবেদন ১০।১২৬) ; 'মহান্ত-গুরুতত্ত্ব' (গৌঃ ৭।৪২) ; 'পরতন্ত্র জগদ্দ্বয়' (২৮শে আগষ্ট, ১৯৩২) ; 'পুরুষার্থ-বিনির্ণয়' (৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৩২) ; 'আলো ও কালো' (গৌঃ সাময়িক সংখ্যা, ১৯৩৭)

২। মনোব্যাসঙ্গ-ছেদনকারী সুদর্শনাস্ত্র-সদৃশ, মর্ম্মভেদী **সমালোচনা-পর প্রবন্ধ** ; যথা—'সংস্কৃত ভক্তমাল' (সঃ তোঃ ৮।৪) ; প্রাকৃতাপ্রাকৃত-জ্ঞান (সঃ তোঃ ১১।২) ; 'বৈষ্ণব-বংশ' (সঃ তোঃ ১৯শ বর্ষ) ; 'প্রাকৃত শূদ্র বৈষ্ণব নহে' (সঃ তোঃ ২০।৪) ; 'ভাড়াটিয়া ভক্ত নহে' (সঃ তোঃ ২০।৭) ; 'ভূতক শ্রোতা' (গৌঃ ১।১৩) ; অনধিকার চর্চ্চা (গৌঃ ৭।৩) ; 'ব্যবসাদারের কপটতা' (গৌঃ ৭।২১) ইত্যাদি।

৩। সম্প্রদায়-বৈভব-বৈজ্ঞানিক তথ্যপূর্ণ **ঐতিহাসিক প্রবন্ধ**; যথা—'মধ্বমুনি-চরিত' (সঃ তোঃ ১৮।১); 'প্রবোধানন্দ' (সঃ তোঃ ১৮।১); পুণ্যারণ্য' (গৌঃ ৬।৩৯); 'হংসজাতির ইতিহাস' (গৌঃ ৭।২); 'একায়ন শ্রুতি ও তদ্বিধান' (গৌঃ ৭।২৮); 'পঞ্চরাত্র' (গৌঃ ৭।৩০); 'তীর্থ পান্ডরপুর' (গৌঃ ৭।৪০); 'মাণিক্য ভাস্কর' (গৌঃ ৭।৪০)।

৪। **চরিত-মূলক প্রবন্ধ**; যথা—'যামুনাচার্য্য' (সঃ তোঃ ১০।৫০); 'আমার প্রভুর কথা' (সঃ তোঃ ১৯।৫,৬); 'শ্রীধরস্বামী' (গৌঃ ১।৩৫); শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী (গৌঃ ১।১৮); শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ (গৌঃ ১।১৫); 'নীলাচলে ভক্তিবিনোদ' (গৌঃ ৬।৪৩)।

৫। **ভ্রমণ-বিবরণাত্মক প্রবন্ধ**; যথা—'দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ' (নিবেদন ১৯০৫ খৃঃ); ইত্যাদি।

৬। দুর্জ্জনমুখ-চপেটিকা তুল্য **বিদ্রূপোক্তি-পূর্ণ প্রবন্ধ**; যথা—'ভাই সহজিয়া' (সঃ তোঃ ১৯শ বর্ষ); 'মধুর লিপি' (গৌঃ ১।১); 'যে দিকে বাতাস' (গৌঃ ১।৬); 'মরুতে সেচন' (গৌঃ ১।৬); 'মেয়েলী হিঁদুয়ানী' (গৌঃ ৩।৩৮); 'ন্যাকাবোকার স্বরূপ' (গৌঃ ৫।৪৭); 'ভাই কুতার্কিক' (গৌঃ ৬।৩৫); 'বোষ্টম্ পার্লামেণ্ট্' (গৌঃ ৭।৪৩); 'অজ্ঞ ও বিজ্ঞের নর্ম্ম কথা' (গৌঃ ১০ম বর্ষ); 'আমি জোলাই থাকিব!' (গৌঃ ৫।৪৫)।

৭। **সাময়িক প্রসঙ্গাত্মক প্রবন্ধ**; যথা—(নিবেদন ১২শ খণ্ড ১৫৯ সং; ১৯০১ খৃঃ, গৌঃ ৩।৭, ৭।১)।

৮। **প্রত্যভিভাষণাত্মক প্রবন্ধ**; যথা—শ্রীব্যাস-পূজার প্রত্যভিভাষণ-সমূহ; সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর অভিভাষণ-সমূহ; 'আমার কথা' (গৌঃ ১১শ বর্ষ)।

৯। **নানা প্রশ্নের সদুত্তর-স্বরূপ প্রবন্ধ**; যথা—'আত্মহারা

পাঠক' (গৌঃ ৮।৩৯) ; 'কৃষ্ণভক্তিই শোক-কাম-জাড্যাপহা' (গৌঃ ১১।৩৮)।

১০। **প্রশ্নোত্তর-ছলে লিখিত প্রবন্ধ** ; যথা—'অজ্ঞ ও বিজ্ঞের নর্ম্ম-কথা' (গৌঃ ১০।১৩)।

১১। **প্রেরিত পত্রাত্মক প্রবন্ধ** ; যথা—'প্রতিবাদ-পত্র' (গৌঃ ৪।৪০) ; 'প্রাপ্ত পত্রাবলী' (গৌঃ ৪।৩৮)।

১২। **প্রতিবাদ-মূলক প্রবন্ধ** ; যথা—'পাণ্ডিত্যে অসাধুত্ব' (নিবেদন ১২।১৫৯) ; 'প্রচারে ভ্রান্তি' (গৌঃ ১।৩০) ; 'অশ্রৌত দর্শন' (গৌঃ ৪।৩৮)।

১৩। **কাল-বিচারাত্মক প্রবন্ধ** ; যথা—'চৈতন্যাব্দ' (সঃ তোঃ ১৮।১০) ; 'কাল-সংজ্ঞায় নাম' (সঃ তোঃ ২২।৩৪)।

১৪। পারমার্থিক **সামাজিক প্রবন্ধ** ; যথা—'বৈষ্ণব-স্মৃতি' (সঃ তোঃ ১৮।২) ; 'শৌক্র ও বৃত্তগত বর্ণ-ভেদ' (সঃ তোঃ ২২।৩,৪) ; 'সংস্কার সন্দর্ভ' (সঃ তোঃ ২৩।৩,৪) ; 'বংশ-প্রণালী' (গৌঃ ১।২৫) ; 'তৃতীয় জন্ম' (গৌঃ ১।২৮) ; 'বৈজ ব্রাহ্মণ' (গৌঃ ১।২৯) ; 'আছে অধিকার' (গৌঃ ১।৩৩) ; 'এক জাতি' (গৌঃ ১।৪২) ; 'স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব' (গৌঃ ২।২০) ; 'সামাজিক অহিত' (গৌঃ ২।২০) ; 'সাত্বত ও অসাত্বত' (গৌঃ ৮।২০)।

১৫। **বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধ** ; যথা— 'বিচার আদালত' (গৌঃ ১।৭)।

১৬। **শিষ্য-শোধক প্রবন্ধ** ; যথা—'স্ব-পর-মঙ্গল' (গৌঃ ১৩।১) ; 'বড় আমি ও ভাল আমি' (গৌঃ ১৪।২৬)।

দুর্ব্বোধ্য কেন ?

শ্রীল প্রভুপাদ 'গৌড়ীয়ে'র প্রথম বর্ষে তাঁহার স্ব-রচিত এবং অন্যান্য লেখকগণের রচিত প্রবন্ধাবলীকে "প্রকৃতি-জন-পাঠ্য" ও "হরিজন-পাঠ্য"

এই দুইটী বিভাগে ভাগ করিয়া দিতেন। যেমন 'গৌড়ীয়' ১।৩ সংখ্যায় "শ্রীল প্রভুপাদের রচিত "নীতি-ভেদ," ১।৪ সংখ্যায় "রুচি-ভেদ" প্রভৃতি প্রবন্ধ 'প্রকৃতিজন-পাঠ্য' ও গৌঃ ১।৫ সংখ্যায় প্রভুপাদের লিখিত "দুর্গাপূজা," ১।৭ সংখ্যায় "বিচার আদালত" শীর্ষক প্রবন্ধ 'হরি-জন-পাঠ্য' বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদই স্বয়ং নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। আবার শ্রীল আচার্য্যদেব গৌড়ীয়ের ৪র্থ বর্ষে বিভিন্ন প্রবন্ধের বিচিত্রতাকে বিভিন্ন ভগবৎপ্রসাদ-বৈচিত্র্যের নাম দিয়া প্রকাশ করাইয়াছিলেন; যেমন গৌঃ ৪।২ সংখ্যায় "আত্মবঞ্চনা" প্রবন্ধকে "পল্‌তার সুকৃতা", "কেন ভজন হয় না" প্রবন্ধকে "হিঞ্চে-শাক," ৪।৩ সংখ্যায় "শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক" প্রবন্ধকে "রাঘবের ঝালি" প্রভৃতি নামকরণ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী প্রাকৃত-সাহিত্যিক, প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায়ের ভোগপর সাহিত্যিকতার কোন প্রশ্রয় দেন নাই,—ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলীর বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ প্রাকৃত-সাহিত্যিক-সম্প্রদায় শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলীকে দুর্ব্বোধ্য জ্ঞান করিবার প্রথম-মুখেই তাহা হইতে দূরে থাকেন; যেমন শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের প্রথম কএকটি অধ্যায়কে প্রাকৃত-সাহিত্যিকগণ দুর্ব্বোধ্য ও দুরবগাহ বলিয়া পরিত্যাগ করেন। ইহাতে তাঁহারা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সিদ্ধান্তের মূল-ভিত্তিই বুঝিতে না পারায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বা শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত-সাহিত্যের অযাচিত অনধিকারী সমালোচক হইয়া পড়েন! অনধিকার-চর্চ্চা আকাশে থুৎকার-নিক্ষেপের মত তাহাদের স্ব-গাত্রেই পতিত হয়। গত মাঘ মাসের (১৩৪৪) "প্রবর্ত্তকে" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর চরিত্রের (?) সমালোচনা (!) করিতে গিয়া কোন এক বিদ্বন্মন্য-

ব্যক্তি ঐরূপ অসুবিধায় পতিত হইয়াছেন। একদিকে যেমন প্রাকৃত-সাহিত্যিক ও প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় শ্রীল প্রভুপাদের ভাষাকে দুর্ব্বোধ্য মনে করিয়া উহার অমৃত-ফল-লাভে বঞ্চিত আছেন, অপরদিকে প্রভুপাদের শিষ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াও আমরা কেহ কেহ শ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্তের বরপুত্র ও প্রভুপাদের যাবতীয় প্রবন্ধ বা সিদ্ধান্তের মর্ম্ম-অবধারণে একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিকারী শ্রীল আচার্য্যদেবের পূর্ণ আনুগত্যের অভাবে শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলীর তাৎপর্য্য, এমন কি, অনেক অংশেরই সাধারণ অর্থও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না।

রহস্য কি ?

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালীন কর্ণধার, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য-সাহিত্যে অগাধ পণ্ডিত, বিশ্ববিখ্যাত জনৈক ব্যক্তি এক সময় শ্রীল প্রভুপাদকে লিখিয়াছিলেন,—"আমার নিকট 'গৌড়ীয়' পাঠাইতে হইলে উহার সঙ্গে একখানা গৌড়ীয়-অভিধান পাঠাইবেন। গৌড়ীয়ের প্রবন্ধের ভাষা আমি কিছুই বুঝি না।" আর একবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে কৃষ্ণনগরের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের "পরতন্ত্র-জগদ্দ্বয়" (Relative worlds) প্রবন্ধের নাম দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"পরজগতে আবার relativity কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?" ইত্যাদি। ঢাকা-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোন শ্রেষ্ঠ প্রবীণ অধ্যাপক ঢাকায় সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর উন্মোচন-উপলক্ষে শ্রীল প্রভুপাদের রচিত 'প্রদর্শকের অভিভাষণ' প্রবন্ধ পাঠ শুনিয়া বলিয়াছিলেন,—"ইহার একটি শব্দের অর্থও আমি বুঝিতে পারিলাম না।" অথচ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা-লব্ধ জাগতিক অতি সামান্য বিদ্যাবুদ্ধিযুক্ত বালকও শ্রীল প্রভুপাদের

কৃপায় ঐ সকল প্রবন্ধের অনেক কথারই তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে পারেন। ইহার মূলে কোন্ রহস্য আছে? একমাত্র ভক্তি-সিদ্ধান্তে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা—এই তিনটি বৃত্তি অকপটভাবে যাঁহাদের নাই বা তজ্জন্য যাঁহারা নিষ্কপটভাবে চেষ্টাযুক্তও নহেন, শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী তাঁহাদের প্রতি শপথ অর্পণ করিয়াছেন।

কঠিন ও সরল

শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম বার্ষিক বিরহোৎসবে 'শ্রীল প্রভুপাদের ভাষার বৈশিষ্ট্য'-সম্বন্ধে বক্তৃতায় দর্শন-শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্ মহাশয় একটী সুন্দর উপমা দিয়া বলিয়াছিলেন, "শ্রীল প্রভুপাদের ভাষাকে দূর হইতে দেখিলে অতি কঠিন মর্ম্মর-মন্দির-সদৃশ মনে হয়। ইহার দ্বার চিররুদ্ধ, তাহা ভেদ করিয়া ইহার মধ্যে আমরা কোন দিনই প্রবেশ করিতে পারিব না,—এইরূপ বিচার আসে। কিন্তু যতই এই সুকঠিন প্রস্তর-মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হওয়া যায়, যতই এই বাগ্‌দেবতার মন্দিরের পূজারিগণের কৃপায় পূজারিগণের ও শ্রীবিগ্রহের স্বরূপ উপলব্ধি হয়, ততই এই ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর অতিমর্ত্ত্য-সরসতা হৃদয়কে আকৃষ্ট ও আপ্লুত করে। তখন আর প্রস্তরের কাঠিন্য সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের মাধুর্য্য, ঔদার্য্য ও সৌন্দর্য্যকে আবরণ করিতে পারে না।"

শ্রীভক্তিবিনোদের প্রবন্ধাবলী

অনেকের মতে, শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলীর ভাষা হইতে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রবন্ধাবলীর ভাষা সহজ ও সরল; কিন্তু অনেকে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রবন্ধ-সমূহের সহজ ও সরল-শব্দের অর্থ বা বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিবার অভিমান করিলেও শ্রীল প্রভুপাদের মুখে বহুবার শুনিয়াছি, তাঁহারা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কোন কথাই বুঝিতে

পারেন নাই। কারণ এই যে, ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর চরণে যাঁহারাই অপরাধ করেন, তাঁহারা যতই বড় পণ্ডিত বা সমঝদার বলিয়া অভিমান করুন না কেন, আচার্য্যগণের কোন কথাই ধরিতে পারেন না।

ভক্তিসিদ্ধান্তানুগত্য

এজন্য শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলীর পঠন-পাঠনের পূর্ব্বেই আমরা আচার্য্যানুগত্য বা ভক্তিসিদ্ধান্তের আনুগত্যকে যাহাতে অকপটে সর্ব্বতোভাবে বরণ করিতে পারি, তদ্বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আমাদের ঐকান্তিক ও নিষ্কপট-ভাবে প্রার্থী হওয়া কর্ত্তব্য।

আচার্য্যের মনোব্যাসঙ্গছেদক উক্তি

শ্রীল প্রভুপাদ নিত্যসিদ্ধ-আচার্য্য ও লোক-শিক্ষক। "সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ"—এই ভাগবতীয় শ্লোকানুসারে কৃষ্ণপ্রেম-ময় ও জীব-দুঃখকাতর শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রবন্ধাবলীতে শুদ্ধভক্তির বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্তকে এরূপ মর্ম্মান্তিক-বাক্যে খণ্ডন করিয়াছেন, যাহা পাঠ করিয়া হয় ত' সামাজিক-শিষ্টাচার-বহুমাননকারী ব্যক্তিগণ অন্যরূপ বিচার করিতে পারেন। বস্তুতঃ ব্যাসাচার্য্যের ও অন্যান্য আচার্য্যগণের লোক-শিক্ষাময়ী উক্তি আমাদের মঙ্গলের জন্যই—ইহা স্মরণ করিয়া আমাদের প্রকৃত বিষয় অবধারণ করা উচিত। শ্রীল প্রভুপাদ অনেক সময় বলিতেন,—"আমরা অতি বাল্যকাল হইতে 'প্রুফ্ রিডার' (অর্থাৎ লোকের খুৎদর্শনকারী ও তাহা সংশোধনের প্রতি স্বাভাবিক-প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট)। শ্রীল আচার্য্যদেবকেও তিনি সেই ভূষণে ভূষিত করেন। অতএব সহৃদয় পাঠকগণের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলীর কোন কোন সমালোচনাপর প্রবন্ধকে ব্যক্তিগত আক্রমণ ও প্রাকৃত-শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ মনে করিয়া আচার্য্য-চরণে

অপরাধ করতঃ নিত্যমঙ্গলের শিক্ষা হইতে ভ্রষ্ট না হন। দুঃখের বিষয়, আধুনিক-প্রাকৃত-সাহিত্যিক ও সামাজিকগণ শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী, ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম-প্রমুখ আচার্য্যবৃন্দের মঙ্গলময়ী বাণীকে ব্যক্তিগত অসহিষ্ণুতা-মূলক (?) আক্রমণ ও শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ মনে করিয়া তাঁহাদের লোকপাবনী শিক্ষাকে পরিহার করিতেছেন!

মুদ্রাকর-প্রমাদ, ত্রুটি-বিচ্যুতি

আমরা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণকে আচার্য্য-ভাষ্য-ভূষণে ভূষিত দেখিয়া আনন্দ লাভ করিব,—এইরূপ আশার বাণীও আচার্য্যদেবের নিকট হইতে পাইয়াছি। বর্ত্তমান গ্রন্থের চয়ন ও সঙ্কলন-কার্য্য অতি দ্রুতবেগে সম্পন্ন হওয়ায় ইহাতে নানারূপ ত্রুটী, বিচ্যুতি, মুদ্রাকর-প্রমাদাদি পরিলক্ষিত হইতে পারে। সজ্জন সারগ্রাহী পাঠকবৃন্দ নিজ-গুণে সেই সকল ত্রুটী মার্জ্জনা করিয়া সার গ্রহণ করিলে আমরা ধন্য হইব।

পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলীর প্রথম খণ্ড পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ বলিয়া দুইটি বিভাগ করা হইয়াছে। পূর্ব্বার্দ্ধে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্পাদিত 'শ্রীসজ্জনতোষণী' ও 'নিবেদনে' শ্রীল প্রভুপাদের যে-সকল প্রবন্ধ বর্ত্তমানে পাওয়া গিয়াছে, তাহা প্রকাশিত হইল; কিন্তু এই চয়নও সম্পূর্ণ নহে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত শ্রীসজ্জন-তোষণীর মাত্র কএকটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

রচনার কালের ক্রমানুসারে সজ্জিত

প্রবন্ধাবলীকে রচনার কালের ক্রমানুসারে সজ্জিত করা হইয়াছে, কিন্তু কোন বিশেষ প্রয়োজনানুরোধে এই ক্রমেও কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

প্রথম খণ্ডের পূর্ব্বার্দ্ধে পঞ্চম প্রবন্ধ 'শ্রীযামুনাচার্য্যে'র পর ক্রম এইরূপ হওয়া উচিত ছিল—(৬) প্রাকৃতাপ্রাকৃত জ্ঞান, (৭) আধুনিক বাদ, (৮) অন্যাভিলাষ, (৯) পাণ্ডিত্যে অসাধুত্ব, (১০) উচ্ছলিত ভাব। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ রচনার কাল দেখিয়া এই ক্রম ঠিক করিয়া লইবেন। "সংস্কৃত ভক্তমাল" প্রবন্ধ ১২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মেক্‌আপ হইবার পর তৎপরবর্ত্তী ২ পৃষ্ঠার মেটার মেক্‌আপ হইবার পূর্ব্বেই ভুলক্রমে "নবীন ব্রহ্মবাদের পরিণতি" প্রবন্ধ মেক্‌আপ ও ছাপা হইয়া যায়; এজন্য পূর্ব্বার্দ্ধে '১২ ক' ও '১২ খ' পত্রাঙ্ক নির্দ্দেশ করিয়া উক্ত মেটারটী পরে মুদ্রিত ও যথাস্থানে সংযোজিত হইয়াছে।

প্রবন্ধের স্থান-বিশেষের পরিবর্দ্ধন

আর একটি বিষয় বৈষ্ণবগণের নিকট অত্যন্ত ধৃষ্টতার সহিত প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছি যে, শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত প্রবন্ধের কোন কোনও স্থান দুর্ব্বোধ্য হইবে ভাবিয়া স্থানে-স্থানে আবশ্যক-বোধে কর্ত্তা, ক্রিয়াপদ বা শব্দ-বিশেষের সংযোগ করিয়াছি; ইহা শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদের আদেশের অনুসরণে ও শ্রীল আচার্য্য-দেবের আদেশে করিতে সাহসী হইয়াছি। এতদ্ব্যতীত সংস্কৃত-শ্লোক, গদ্যাদির বঙ্গানুবাদ, স্থান-নির্দ্দেশ, প্রত্যেক প্রবন্ধের কথা-সার প্রভৃতিও সংযোজিত করিতে হইয়াছে। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অনেক সময়ই স্বয়ং প্রবন্ধ রচনা করিয়া বা তাঁহার শ্রুতলিপি লেখাইয়া তাঁহার এই অযোগ্য দাসাভাসকে প্রবন্ধের ভাষা দেখিয়া দিবার আদেশ করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে শ্রীল আচার্য্যদেব প্রভুপাদের প্রবন্ধাদির ভাষ্য, বিবৃতি প্রভৃতির ভাষা দেখিয়া কোন কোন স্থান সংবর্দ্ধন বা পরিপূরণ করিলে শ্রীল প্রভুপাদের যে পরিপূর্ণতম সন্তোষ হইত, তাহা

বহু সতীর্থ-ভ্রাতাই অবগত আছেন। প্রথম খণ্ডের উত্তরার্দ্ধে প্রবন্ধ-রচনার তারিখ যাহা শেষে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কএকটি মুদ্রাকর-প্রমাদ সংঘটিত হওয়ায় বিষয়-সূচীতে তাহা সংশোধিত হইয়াছে।

প্রভুপাদের "গণেশ"

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রুতলিপি অতিদ্রুতগতিতে সম্পূর্ণভাবে ও স্থানে-স্থানে যথাযথ পরিপূরণ করিয়া এবং সমস্ত সিদ্ধান্ত ও তাৎপর্য্য বুঝিয়া লিখিবার একমাত্র অদ্বিতীয় অধিকারী বিচারে পরম পূজ্য শ্রীল অনন্ত-বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামি-প্রভুকে শ্রীল প্রভুপাদ **তাঁহার 'গণেশ'** অভিযানে সময় সময় অনেকের নিকটই অভিহিত করিতেন। কেন না, যেরূপ ব্যাসের সমস্ত পৌরাণিক প্রবন্ধ, সিদ্ধান্ত ও তাৎপর্য্য বুঝিয়া অতিদ্রুতগতিতে লিখিতে একমাত্র গণেশই অদ্বিতীয় ছিলেন, ব্যাসাভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদের পক্ষেও আচার্য্যদেব সেইরূপ। গণেশই যথার্থ ব্যাসপূজা করিয়াছেন। "অহং বেদ্মি শুক বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা" প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-ধৃত (২।২৪।৩১৫) প্রচীন শ্লোকটী যথার্থ সেবা-বৃত্তি-দ্বারাই যে সিদ্ধান্ত স্ফূর্ত্তি হয়, তাহা প্রমাণ করিতেছে। 'ব্যাসকূটে'র অর্থ যেরূপ শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ, এমন কি, ব্যাসানুগাভিমানকারী শ্রীশঙ্করাচার্য্যের ন্যায় অদ্বিতীয় পণ্ডিতগণও বুঝিতে পারেন নাই, সরস্বতীর সিদ্ধান্তকূটও তদ্রূপ সকলে বুঝিতে পারেন না। কাজেই শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলীর শ্রীঅঙ্গের শৃঙ্গার-সেবা করিলে আমরা কৃতকৃতার্থ হইতাম। তবে তাঁহারই শ্রীচরণ-আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া, শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে সতত কৃপা যাচ্ঞা করিয়া প্রবন্ধাবলীর যতটুকু আরতি করিবার যোগ্যতা পাইয়াছি, তাহাতে অজ্ঞান-কৃত কোন অপরাধ উপস্থিত হইয়া থাকিলে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম-ভৃঙ্গগণ এই দুষ্ট-হৃদয়কে সংশোধন ও শাসন করিলে কৃতকৃতার্থ হইব।

'গণেশ' নামের সার্থকতা

'আমার গণেশ' বলিতে শ্রীল প্রভুপাদ **তাঁহার নিজ-গণের** অর্থাৎ **প্রকৃত শিষ্যগণের 'ঈশ'** অর্থাৎ নিয়ামক আচার্য্যদেবকেই ভঙ্গিতে জানাইয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেবই আমাদিগকে ব্যাসপূজা শিক্ষা দিয়াছেন। তিনিই শ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চাশদ্‌বর্ষ-পূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে (২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯২৪) শ্রীব্যাসপূজা-'নামকরণ' ও গুরুপূজা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীল প্রভুপাদের ষট্‌পঞ্চাশদ্‌বর্ষ-পূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে (১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩০) শ্রীব্যাস-পূজাবাসরে শ্রীগুরু-পাদপীঠ স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেবই শ্রীল প্রভুপাদের ষষ্টিবর্ষ-পূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে বেদ হইতে শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী-পূজার মন্ত্র উদ্ধার করিয়া আমাদিগকে সেই মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেবই একষষ্টিবর্ষ-পূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল প্রভুপাদের রূপানুগ-ভজন-বৈশিষ্ট্যের কথা প্রভুপাদের নিজ-গণকে জানাইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং তাঁহার আদি, মধ্য ও চরম-বাণীতে শ্রীল আচার্য্যদেবের নিত্য-আনুগত্যে থাকিয়া তাঁহার এই অযোগ্য কিঙ্করাভাসকে শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী-পূজা বা শ্রীব্যাসপূজা করিবার প্রভূপদেশ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী-পূজার মন্ত্র এই—

"ওঁ পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী।
যজ্ঞং বষ্টু ধিয়া বসুঃ ওঁ।"

(ঋগ্‌বেদ—১ম অষ্টক, ১ম অধ্যায়, ৬ বর্গ, ১ম মণ্ডল, ৩য় সূক্ত, ১০মী ঋক্)

পতিতপাবনী, জয়প্রদায়িনী, ভক্তিফল-বিধায়িনী, দেবী-চৈতন্য-সরস্বতী (কৃষ্ণ-জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী-দেবী) আমাদের সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ (আরব্ধ-সেবার কার্য্যটিকে) জয়ের সহিত সম্পাদন করিয়া দিউন।

আশীর্ব্বাদ-ভিক্ষা

লণ্ডনে ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী প্রচারের অগ্রদূত ও অভিভাবক গৌড়ীয়-মিশনের চেয়ারম্যান পরমপূজনীয় শ্রীল ভক্তিপ্রদীপতীর্থ গোস্বামী মহারাজ ; শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক সমগ্র পাশ্চাত্ত্যদেশে রূপানুগ-গৌরবাণী প্রচারের ভারপ্রাপ্ত প্রচারক-কেশরী, অক্স্‌ফোর্ড্‌-বিশ্বধর্ম্ম-মহাসম্মেলনের গত বর্ষের অধিবেশনে সনাতন বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অদ্বিতীয় প্রতিনিধি, অধোক্ষজ-বাসুদেবাত্মা গৌড়ীয়-মিশনের সহকারী সভাপতি ও লণ্ডনস্থ শ্রীবাসুদেব-গৌড়ীয়-মঠের যোগ্যতম মঠরক্ষক মহামহোপদেশক শ্রীল অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি-প্রভু ; পাশ্চাত্ত্য-দেশে পাশ্চাত্ত্য-ভাষায় শব্দার্চ্চাকারে শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর মনোঽভীষ্ট-প্রচারকারী, ইংরেজী “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য” গ্রন্থের রচয়িতা, গৌড়ীয়-মিশনের সেক্রেটারী, গুরুপাদ-পদ্মে সর্ব্বস্ব-সমর্পিতাত্মা অধ্যাপকচর মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্ন্যাল ভক্তিসুধাকর এম্‌-এ ; শ্রীল প্রভুপাদের শুদ্ধ-বিচার-ধারা-সংরক্ষক, পণ্ডিতকুল-শিখামণি, আদর্শ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও অন্যান্য শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-ধারার ত্রিদণ্ডিপাদগণের এবং সকল অকপট সতীর্থ-ভ্রাতা ও ভগ্নীর তথা আচার্য্যানুগ সকল বৈষ্ণবের কৃপা ও আশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ-পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের সেবাধিকার যাজ্ঞা করিতেছি।

আনুকূল্যকারিগণ

পরমভাগবত শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দে ভক্তিবোধ মহোদয় এই গ্রন্থ-মুদ্রণের আনুকূল্য করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞার অর্চ্চন করিয়াছেন, এজন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। শ্রীযুক্ত বিরাজ মোহন দে মহাশয় অতি দ্রুতগতিতে এই গ্রন্থ-মুদ্রণের সাহায্য করায় তিনিও শ্রীল আচার্য্যদেবের ও বৈষ্ণববৃন্দের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার, মহোপদেশক শ্রীপাদ প্রপবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার ও অন্যান্য সতীর্থ ভ্রাতৃবৃন্দ এই সেবা-কার্য্যের সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের বাণী-সঙ্কীর্ত্তন-পূজার আরতি করিয়াছেন।

সূচীপত্র

শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যেক গ্রন্থেরই বিভিন্ন প্রকার বিস্তৃত সূচি দেখিলে বড়ই আনন্দিত হইতেন, শ্রীল আচার্য্যদেবেরও সেই বিচার আমরা লক্ষ্য করিয়াছি; এজন্য আমরা "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী"র প্রথম খণ্ডের শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, স্থান, পাত্র ও শব্দ-সূচী গ্রন্থে সংযুক্ত করিলাম। প্রভুপাদের বড় ইচ্ছা ছিল—"সজ্জনতোষণী", "গৌড়ীয়", "নদীয়াপ্রকাশ" প্রভৃতি অদ্বিতীয় পারমার্থিক-পত্র-সমূহের প্রবন্ধাবলী হইতে বিশেষ বিশেষ শব্দ চয়ন করিয়া তাহা বৈষ্ণব-মঞ্জুষার অন্তর্গত করা হয়। এজন্য শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে (১৯৩৫, মে-জুন মাসে) আমরা বহু শব্দ 'বৈষ্ণব-সম্পুটে'র জন্য সমাহরণও করিয়াছিলাম।

শ্রীল প্রভুপাদের সেই মনোঽভীষ্টানুসারে তাঁহার প্রবন্ধাবলীর বিশেষ বিশেষ শব্দের একটী সূচী প্রদত্ত হইল। এখন পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ যদি অহৈতুকী কৃপা বিস্তার করিয়া তাঁহার নিজ-জনের আনুগত্যে এই ক্ষুদ্র-সেবা-চেষ্টাকে স্বীকার করেন, তবেই কৃতকৃতার্থ হইব। এ বিষয়ে বৈষ্ণবগণের কৃপাই সম্বল।

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর
শ্রীল প্রভুপাদের
চতুঃষষ্টিবর্ষ-পূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথি
৭ই ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৪

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-
কিঙ্করানুকিঙ্করাভাস
শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলীর সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড—পূর্ব্বার্দ্ধ

প্রবন্ধ	পত্রাঙ্ক
১। **সংস্কৃত ভক্তমাল** (সঃ সঃ তোঃ ৮।৪, ৫, ৭, ৮, ১২ ; ৪১০গৌঃ ; ১৩০৩ বঃ ; ১৮৯৭ খৃঃ)	১
২। **নবীন ব্রহ্মবাদের পরিণতি** (সঃ সঃ তোঃ ৮।১২ ; ৪১০ গৌঃ ; ১৩০৩ বঃ ; ১৮৯৭ খৃঃ)	১৩
৩। **শ্রীমন্নাথমুনি** (সঃ সঃ তোঃ ১০।৩ ; ৪১২ গৌঃ ; ১৩০৫ বঃ ; ১৮৯৯ খৃঃ)	১৯
৪। **শ্রীশঠকোপ সূরি** (সঃ সঃ তোঃ ১০।৪ ; ৪১২ গৌঃ ; ১৩০৫ বঃ ; ১৮৯৯ খৃঃ)	২৪
৫। **শ্রীযামুনাচার্য্য** (সঃ সঃ তোঃ ১০।৫, ৭-১২ ; ৪১২ গৌঃ ; ১৩০৫ বঃ ; ১৮৯৯ খৃঃ)	২৯
৬। **অন্যাভিলাষ** ('নিবেদন' ১০।১২৬ ; ৪১২ গৌঃ ; ২৬।৮।১৩০৭ বঃ ; ১১।১২।১৯০০ খৃঃ)	৫১
৭। **উচ্ছলিত ভাব** ('নিবেদন' ১২।১৬৩ ; ৪১৫ গৌঃ ; ২৫।৫।১৩০৮ বঃ ; ১০।৯।১৯০১ খৃঃ)	৫৮
৮। **আধুনিক বাদ** (সঃ সঃ তোঃ ১১।১ ; ৪১৩ গৌঃ ; ১।১৩০৬ বঃ ; ৪।১৮।৯৯ খৃঃ)	৬০
৯। **প্রাকৃতাপ্রাকৃত জ্ঞান** (সঃ সঃ তোঃ ১১।২ ; ৪১৩ গৌঃ ; ২।১৩০৬ বঃ ; ৫।১৮৯৯ খৃঃ)	৭১
১০। **পাণ্ডিত্যে অসাধুত্ব** ('নিবেদন' ১২।১৫৯ ; ৪১৫ গৌঃ ; ২৮।৪।১৩০৮ বঃ ; ১৩।৮।১৯০১ খৃঃ)	৭৮

প্রথম খণ্ড—উত্তরার্দ্ধ

প্রবন্ধ		পত্রাঙ্ক
১।	**শ্রীমধ্বমুনি-চরিত** (সঃ তোঃ ১৮।১ ; চৈত্র ১৩২১ ; মার্চ্চ ১৯১৫	১
২।	**ঠাকুরের স্মৃতি-সমিতি** (সঃ তোঃ ১৮।২ ; বৈশাখ ১৩২২ ; এপ্রিল ১৯১৫)	১৭
৩।	**দিব্যসূরি বা আলবর** (সঃ তোঃ ১৮।২ ; বৈশাখ ১৩২২ ; এপ্রিল ১৯১৫)	২০
৪।	**শ্রীজয়তীর্থ** (সঃ তোঃ ১৮।২ ; বৈশাখ ১৩২২ ; এপ্রিল ১৯১৫)	২২
৫।	**শ্রীগোদাদেবী** (সঃ তোঃ ১৮।২ ; বৈশাখ ১৩২২ ; এপ্রিল ১৯১৫)	২৫
৬।	**পাঞ্চরাত্রিক অধিকার** (সঃ তোঃ ১৮।২ ; বৈশাখ ১৩২২ ; এপ্রিল ১৯১৫)	২৯
৭।	**বৈষ্ণব-স্মৃতি** (সঃ তোঃ ১৮।২ ; বৈশাখ ১৩২২ ; এপ্রিল ১৯১৫)	৩৮
৮।	**শ্রীভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু** (সঃ তোঃ ১৮।৩ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ ; মে ১৯১৫)	৪১
৯।	**শ্রীকুলশেখর** (সঃ তোঃ ১৮।৩ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ ; মে ১৯১৫)	৪৫
১০।	**শ্রীগৌরাঙ্গ** (সঃ তোঃ ১৮।৪ ; আষাঢ় ১৩২২ ; জুন ১৯১৫)	৪৯
১১।	**অভক্তিমার্গ** (সঃ তোঃ ১৮।৪ ; আষাঢ় ১৩২২ ; জুন ১৯১৫)	৫৫
১২।	**শ্রীবিষ্ণুচিত্ত** (সঃ তোঃ ১৮।৪ ; আষাঢ় ১৩২২ ; জুন ১৯১৫)	৬৩
১৩।	**প্রতিকূল মতবাদ** (সঃ তোঃ ১৮।৪ ; আষাঢ় ১৩২২ ; জুন ১৯১৫)	৬৬
১৪।	**তোষণীর কথা** (সঃ তোঃ ১৮।৫ ; শ্রাবণ ১৩২২ ; জুলাই ১৯১৫)	৭৩
১৫।	**শ্রীগুরু-স্বরূপ** (সঃ তোঃ১৮।৫ ; শ্রাবণ ১৩২২ ; জুলাই ১৯১৫)	

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

প্রথম খণ্ড

সংস্কৃত ভক্তমাল

বঙ্গদেশে প্রচারিত কৃষ্ণদাস-সম্পাদিত বাঙ্গালা ভক্তমাল নাভাজীর হিন্দী ভক্তমাল হইতে সঙ্কলিত—বাঙ্গালা ভক্তমাল-রচয়িতা কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু হইতে পৃথক্—মানসিংহের গুরু কৃষ্ণদাসের অনুশিষ্য নাভাজী—নাভাদাসের ভক্তমাল রচনার আজ্ঞা-লাভ-সম্বন্ধে কিংবদন্তী—সংস্কৃত ভক্তমাল নাভাদাসের হিন্দী ভক্তমালের চন্দ্রদত্ত-কৃত সংস্কৃতানুবাদ—উহা বিষ্ণুখণ্ড, শিবখণ্ড ও শক্তিখণ্ড-নামক তিন খণ্ডে বিভক্ত—চন্দ্রদত্তের বৈষ্ণবোত্তম-সম্বন্ধে ধারণা—চন্দ্রদত্ত নির্ব্বিশেষবাদী বা সমন্বয়বাদী—তাঁহার গ্রন্থ স্বকপোল-কল্পিত ও নানা কুসিদ্ধান্তে পরিপূর্ণ—শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রমপূর্ণ গল্পের সমালোচনা।

প্রথম প্রস্তাব

বাঙ্গালা পয়ারাদি ছন্দে 'ভক্তমাল' নামক একখানি গ্রন্থ বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। ঐ গ্রন্থখানি নাভাজীকৃত হিন্দীভাষা-লিখিত ভক্তমাল নামক গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণদাস নামক কোন বৈষ্ণব ঐ গ্রন্থখানি হিন্দীভাষানভিজ্ঞ বঙ্গবাসিগণের জন্য হিন্দী ভক্তমাল গ্রন্থ

অবলম্বন করিয়া রচনা করিয়াছেন। কালানুসন্ধান-বিরত কতিপয় লোক এই ভক্তমাল-লেখক শ্রীকৃষ্ণদাসকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের ভাষার সহিত ভক্তমালের ভাষার তুলনা করিলে তাঁহাদের স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, ভক্তমাল-লেখক কৃষ্ণদাস, কবিরাজ গোস্বামী হইতে পৃথক্। বাঙ্গালা ভক্তমালে নাভাজী-রচিত কতকগুলি দোঁহা উদ্ধৃত হইয়াছে। **মহারাজা মানসিংহ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে** বর্ত্তমান ছিলেন। **তাঁহার গুরুর অনুশিষ্য নাভাজী।** নাভাজীর অভ্যুদয়কাল শতবর্ষ পূর্ব্বে ছিল ইহা হইতে অনুমিত হয়। নাভাজীর ভক্তমাল-গ্রন্থ সমাপন করিবার পরে কৃষ্ণদাস নামক কোন্ বৈষ্ণব উক্ত গ্রন্থ ভাষান্তরিত করিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী অতিবৃদ্ধ বয়সে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনা করেন। তাহাও প্রায় ৩০০ তিনশতবর্ষ পূর্ব্বে রচিত হয়।

মহারাজা মানসিংহের গুরু কৃষ্ণদাস। মানসিংহ কৃষ্ণদাসের জন্য স্বীয় রাজধানীতে আবাস নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কীল এবং অগ্র নামক দুইজন শিষ্যের সহিত কৃষ্ণদাস তথায় বাস করিয়াছিলেন। কোন সময়ে কীল এবং অগ্র পূজোপকরণ সংগ্রহার্থ বনে গিয়াছিলেন। তাঁহারা সেই বনে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট-মাতৃপরিত্যক্ত একটী অন্ধ শিশুকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে আশ্রমে লইয়া যাইবার মানস করিলেন এবং জলদ্বারা তাঁহার অক্ষিদ্বয় সম্মার্জ্জনা করায় অন্ধ বালকটী নির্ম্মল চক্ষু লাভ করিল। বালকটী আশ্রমে নীত হইলে অগ্র কৃষ্ণদাসের আজ্ঞায় তাঁহাকে সাধু-পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্টাদি ভোজন এবং আশ্রম-দ্বারে বাস করিতে অনুমতি করিলেন। বালকও গুরূপদিষ্ট রামনাম জপ এবং আশ্রম-দ্বারে বাস করিতে লাগিলেন। কোন দিন অগ্রদাস রামপূজা করিতেছিলেন ও

বালক নাভাদাস গুরুকে চামর ব্যজন করিতেছেন, এমত সময়ে অগ্রের কোন বণিক্-শিষ্যের নৌকা অচল হইল। বণিক্ গুরুকে মনে মনে ধ্যান করায় গুরুর হস্তস্থিত মাল্যও অচল হইল। পৃষ্ঠদেশস্থিত নাভাদাস 'নৌকা চলিয়াছে' বলিয়া চীৎকার করিয়া ধ্যানস্থ গুরুর ধ্যানভঙ্গ করায় অগ্রদাস বিশেষ বিস্মিত হইয়া ভক্ত-চরিত্র লিখিতে অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন। গুর্ব্বাজ্ঞাবশতঃ নাভাদাস হিন্দী ভাষায় ভক্তমাল রচনা করেন।

একাল পর্য্যন্ত উক্ত নাভাদাস-রচিত গ্রন্থের সংস্কৃতানুবাদ হয় নাই। সম্প্রতি বোম্বাই-নগরে ক্ষেমরাজ কৃষ্ণদাস নামক পুস্তক-বিক্রেতা উক্ত গ্রন্থের **সংস্কৃতানুবাদ** প্রকাশ করিয়াছেন। প্রচারক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিতেছেন যে, **শ্রীচন্দ্রদত্ত** নামক কোন ব্যক্তি স্বপ্নে ভগবদাদিষ্ট হইয়া এই গ্রন্থ বিরচনা করিয়াছেন। মীরপুর-নিবাসী শ্রীমান্ লক্ষ্মণ মহাজন উক্ত গ্রন্থ-মুদ্রাঙ্কণের জন্য বেঙ্কটেশ্বর-যন্ত্রে পাঠাইয়াছেন।

শ্রীমান্ চন্দ্রদত্ত নিজ-সংস্কৃত ভক্তমাল-গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে লিখিয়াছেন যে, তিনি মৈথিল-ব্রাহ্মণ-বংশে উৎপন্ন। ভক্তমাল-গ্রন্থকে তিনি তিনভাগে বিভক্ত করিয়া প্রথম ভাগকে **বিষ্ণুখণ্ড**, দ্বিতীয় ভাগকে **শিবখণ্ড** এবং তৃতীয় ভাগকে **শক্তিখণ্ড** আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার **বৈষ্ণবখণ্ড ১৪৯ সর্গে ৬৭০০ শ্লোকে সম্পূর্ণ** হইয়া মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। **বৈষ্ণবখণ্ড নাভাদাস-কৃত ভক্তমাল হইতে সংগৃহীত।** শৈব ও শাক্তখণ্ড এখন পর্য্যন্তও আমাদের হস্তগত হয় নাই। তাহা কি অবলম্বনে এবং কিরূপভাবে লিখিত, তাহা আমাদের অবগতি নাই।

বৈষ্ণবখণ্ডের কয়েকটী বিষয় বৈষ্ণব-পাঠকের অবগতির জন্য বক্তব্য আছে। শ্রীমান্ চন্দ্রদত্ত বিনায়ক এবং শারদা প্রণামানন্তর ভক্তচরিত্র বর্ণন আরম্ভ করিয়াছেন। ভক্ত-লক্ষণ-বিষয়ে তিনি পণ্ডিত তারাকুমার

কবিরত্নের ন্যায় অনেকগুলি নূতন ভাব বিকাশ করিয়াছেন। এখানে কতিপয় উদ্ধৃত হইল—

শান্তোদান্তোদয়াযুক্তো দেবব্রাহ্মণপূজকঃ।
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ স বৈ ভক্তো দ্বিজোত্তমঃ ॥১॥
স্বধর্ম্ম নিরতো নিত্যং ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরান্।
একবুদ্ধ্যা প্রপশ্যন্তি তে বৈ ভক্তজনাঃ স্মৃতাঃ ॥২॥
চতুর্দ্দশীব্রতরতা গণেশব্রতকারিণঃ।
তাপয়ন্তি হিমেবহ্নিং দাস্যন্তি তুলিকা অপি ॥৩॥
যুবতীং রূপসম্পন্নাং দৃষ্ট্বা পত্নী পরস্যবৈ।
চলিতং ন মনো যেষাং তে জ্ঞেয়া বৈষ্ণবোত্তমাঃ ॥৪॥

ইঁহার মতে সাধারণ নৈতিক-জীবন অবলম্বন করিলেই বৈষ্ণবোত্তম হওয়া যায়! চতুর্দ্দশী ও গণেশ-চতুর্থী প্রভৃতি কাম্যব্রতসকল পালন করিলে বৈষ্ণব-জীবন লাভ হয়! ভগবান্ এবং ভগবদ্দাস উভয়কে একবুদ্ধিতে সন্দর্শন করাই বৈষ্ণবের কার্য্য। এখানে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ১৮শ পরিচ্ছেদের সহিত বিরোধ দেখা যায়, যথা—

যেই মূঢ় কহে, জীব ঈশ্বর হয় সম।
সেই ত' পাষণ্ডী হয়, দণ্ডে তারে যম ॥

হরিভক্তিবিলাস-ধৃত বৈষ্ণব-তন্ত্র-বচনং—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥

দ্বিতীয় প্রস্তাব

পূর্ব্ব-প্রস্তাবে চন্দ্রদত্তের নবাভ্যুদিত যুক্তিমূলক ভক্ত-নিরূপণ-বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার চরিত্রানুসন্ধান-তৎপরতা পর্য্যালোচিত হইতেছে। নাভাদাস-বিরচিত দোঁহাবলী অনুসরণ করিয়াই যে তিনি এই সংস্কৃত-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

কেননা,তাঁহার স্বকপোল-কল্পনা-শক্তির প্রাচুর্য্য সকল বিষয়েই পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ আশার সহিত শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্র-পাঠ করিতে গিয়া গ্রন্থকারের অজ্ঞতা দেখিয়া, তাঁহার স্বপ্নাজ্ঞা-পরিচালিত লেখনীর প্রতি শ্রদ্ধা লুপ্ত হইয়াছে। পণ্ডিত চন্দ্রদত্ত সংস্কৃত ভাষাকুশল ও কবি। বিদ্যা-সুরভি ব্যাপ্তির জন্যই বোধ হয় তাঁহার গ্রন্থ-রচনার প্রয়াস। দুঃখের বিষয়, নানা গ্রন্থ ও বিভিন্ন বিষয় থাকিতে ভক্ত নাভাজী-বিরচিত গ্রন্থ নির্ব্বাচিত করিয়া সংস্কৃত-গ্রন্থে কদর্থ করিতে গিয়া, ভক্ত-হৃদয়ে আনন্দোৎসের প্রতিরোধ করা তাঁহার ন্যায় কোবিদের পারদর্শিতার পরিচয় বলিতে হইবে। অজ্ঞানতাক্রমে অথবা অন্তর্নিহিত স্বার্থ-তমসাবৃত বুদ্ধি-বলেই প্রাচীন ভক্তের অক্ষয়-কীর্ত্তি-স্বরূপ ভক্তমাল তাঁহার নিকট স্বীয় বিদ্যা-বিকাশের ক্রীড়া-পুত্তলি। তিনি ভক্তমালকে নববেশে সাজাইতে বা হস্ত-পদাদি বিচ্ছিন্ন করিয়া তত্তৎস্থলে যথেচ্ছা সংযোজিত করিতে কোনক্রমেই পশ্চাৎপদ হন নাই। এই ব্যাধিটী পূর্ণমাত্রায় শ্রীশ্রীমন্মহা-প্রভুর চরিত্র-রচনায় প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বিষয় শ্রীচন্দ্রদত্তের যাহা জানা আছে, তাহা লিখিত হইতেছে। তাঁহার ভক্তমাল-গ্রন্থের ১০৭ম অধ্যায়ে শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত্র-বর্ণন। ব্রহ্মাদি-দেবের বর্ণনাতীত গৌরলীলাবারিধি তিনি ঊনপঞ্চাশৎ শ্লোকে পরিস্ফুট করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। যাহা একাল-পর্য্যন্ত কোন গ্রন্থকর্ত্তা বা জনশ্রুতি বলিতে পারেন নাই, স্বপ্ন-বলেই চন্দ্রদত্ত স্বীয় বুদ্ধি সম্মার্জ্জনা করিয়া তাঁহার গ্রন্থের পাঠককে শ্রীচৈতন্য-কৃপাসমুদ্র পান হইতে বোধ হয় বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে পুস্তকে যথেচ্ছ নিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি নিজ-কর্ম্ম-বিপাকে পড়িয়া গৌরলীলামৃত পান করিবার যোগ্য নহেন এবং তাঁহার পুস্তকে বিশ্বাসযুক্ত পাঠকগণও পূর্ব্ব-পূর্ব্বাপরাধক্রমে বর্ত্তমান মনুষ্য-জীবনে গৌর-বিমুখতায় অভিভূত হইয়া

ভগবল্লীলারসাস্বাদন হইতে বঞ্চিত হইলেন। সংস্কৃত ভক্তমালের পাঠকগণের বিশেষ দুর্দ্দৈব বলিতে হইবে; কেননা, দৈব-দুর্ঘটনা-বলেই ঐরূপ স্বকপোল-কল্পিত অজ্ঞানতিমির তাঁহাদের সময় অপহরণ করিতেছে। ইহা কাহাকেও বা মানব-জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য হইতে অন্যপথে লইয়া যাইবার সাহায্য করিবে। চন্দ্রদত্ত-বিরচিত শ্লোকগুলি এই—

অথাপরো বঙ্গদেশে যো বৈ ভক্তিমতাং বরঃ।
কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নাভূদ্গৌরদেশে দ্বিজোত্তমঃ॥

যেন সংস্থাপিতা ভক্তির্হরের্গৌড়েপি শাশ্বতী।
গৃহস্থ এব বিপ্রোসৌ বিদ্যাহ্যভ্যস্য চাখিলাঃ॥

কৃতদারে হরিং ভক্ত্যা পূজয়ন্ সংস্থিতো গৃহে।
শ্রীকৃষ্ণোহমিতিধ্যায়ংস্তদ্রূপোভূদ্বিজোত্তমঃ॥

পরিণিন্যে স দারান্ বৈ বহুশোতি প্রতিষ্ঠিতঃ।
তৈর্দারৈঃ সহ শ্রীকৃষ্ণলীলামনুচকার সঃ॥

কৃত্বা কুঞ্জং নদীতীরে স্ত্রীভির্বংশী নিনাদয়ন্।
এবং ভাবয়তস্তস্য কৃষ্ণোঽহমিতি নিশ্চয়াৎ॥

প্রযযুঃ কতিবর্ষাণি নিরুদ্বেগস্য বৃত্তয়ে।
তদৈকো দুর্জ্জনস্তস্য চিন্তয়ামাস চেতসি॥
অহো নায়াত্যয়ং ক্বাপি ন চ যাতি চ কুত্রচিৎ।
কুর্বন্ বহুব্যয়ং নিত্যং বিহরত্যেষ নির্ভয়ঃ॥
কস্মাদস্যেদৃশী সংপদাগচ্ছতি নিরন্তরং।
ইতি জ্ঞাতুং যতিষ্যেত্থ যদিদং দস্তিতোস্তি চেৎ॥
তদা দণ্ডং জ্ঞাপয়িষ্যে কথয়িত্বা নৃপায় তৎ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা গত্বা রাজসমীপতঃ॥
প্রাহ তং নৃপতিং ধূর্ত্তো রাজন্ তবপুরে মহান্।
অনর্থোজায়তে তং ত্বং নিবারয়িতুমর্হসি॥

দণ্ডং প্রযচ্ছ ধূর্ত্তানাং প্রজাং পালয় ধর্ম্মতঃ।
এষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম্না যোত্রাস্তি বৈষ্ণবঃ॥

সোতি ধূর্ত্তো দুরাচারো বঞ্চয়িত্বাখিলং জনম্।
আত্মানং পূজয়েত্যেষ মিথ্যাচারেণ পাপকৃৎ॥

শিষ্যাংশ্চকার সর্ব্বান্ স নগরে ধনলোভতঃ।
স্বয়ং প্রতি নিশংস্ত্রীভিঃ ক্রীড়ত্যেষ মহাকুলঃ॥

ন জানাতি তদা কিঞ্চিজ্জনানাং তত্তদাগমং।
তস্মাচ্ছাধি মহারাজ ধূর্ত্তং দম্ভরতং শঠং॥

নোচেৎ সর্ব্বামহামোহে নিপতিষ্যন্তি তে প্রজাঃ।
শ্রুত্বেদং তদ্বচো রাজা প্রোবাচাতি প্রযত্নবান্॥

অহোশ্রুতং ময়াপ্যেতদ্বৈষ্ণবোতীবভক্তিমান্।
নাম্না শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যো মৎপুরে বর্ত্ততেহ ধুনা॥
পরন্তু নৈবং জানামি দুরাচারং করোতি সঃ।
তস্মাদদ্য নিশাভাগে ত্বয়া সহ তদালয়ং॥
অহং প্রচ্ছন্নরূপঃ সন্ গমিষ্যামি ন সংশয়ঃ।
তদা তচ্চরিতং সর্ব্বং সাক্ষাৎ পশ্যাম্যহং দৃশা॥
তথা তথা করিষ্যামি নিগ্রহং বাপ্যনুগ্রহম্।
ইতি নিশ্চিত্য ধূর্ত্তেন সাকং রাজা সমুত্থিতঃ॥

ধূর্ত্তোঽপি স্বগৃহং গত্বা রাত্রৌ রাজগৃহং যযৌ।
অথ রাজাপি তং ধূর্ত্তং নীত্বা রাত্রৌ মহানিশি॥
বীরমেকং পদাতিঞ্চ কৃত্বানুচর মাযযৌ।
কৃষ্ণচৈতন্যভবনে দূরাতং দদৃশুশ্চ তে॥
পরমাশ্চর্য্যরূপং তং হরিভক্তিপ্রসাদতঃ।
ধূর্ত্তস্তু তং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রগদাধরম্॥
ভ্রুকুটী কুটিলাক্ষঞ্চ দৃষ্ট্বাতীব বিমোহিতঃ।
উক্ত্বা নৃপং মহারাজ পশ্যেদং পরমাদ্ভুতম্॥

চতুর্ভুজোত্থ দৃষ্টোয়ং যশ্চাসীৎ ষষ্টিহায়নঃ।
দ্বিভুজং প্রাকৃতোবিপ্রঃ সোয়ং জাতো মহাপ্রভুঃ॥

এবং কথয়তস্তস্য ধূর্ত্তস্য নৃপসন্নিধৌ।
ব্রহ্মাণ্ডং স্ফুটিতং তত্র তৎক্ষণাৎ স মমারহ॥

ততো রাজাতিসন্দিগ্ধো দদর্শদ্বিজমদ্ভুতম্।
দ্বিভুজং পুণ্ডরীকাক্ষং শ্যামং বংশীনিনাদিনম্॥
প্রসন্নং বনিতাভিশ্চ সাক্ষাদ্দেবীভিরাবৃতম্।
পদাতিরপি তং তত্র দদর্শ দ্বিভুজং নরং॥

বৃদ্ধং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং স্ত্রীসহায়ং চ পূর্ব্ববৎ।
ততো রাজাতিভক্ত্যা তং প্রণিপত্যাদ্ভুতং ততঃ॥

মৃতং ধূর্ত্তং সমুত্থাপ্য স্বমন্দিরমুপাগতঃ।
তত্রাপ্যাশ্চর্য্যতো রাজা ন সুষ্বাপ চ তাং নিশাম্।
উবাচ পত্ন্যৈ তৎসর্ব্বং কৃষ্ণচৈতন্যচেষ্টিতম্॥
অথ প্রভাতে চোত্থায় রাজা সর্ব্বানথাহ্বয়ৎ॥
গ্রামবৃদ্ধান্মন্ত্রিণশ্চ পণ্ডিতাংশ্চ পুরোহিতান্।
তদ্ধূর্ত্ত গমনং রাত্রৌ স্বকীয় গমনং পুনঃ॥
কৃষ্ণচৈতন্যভক্তস্য দদর্শ পরমাদ্ভুতম্।
ধূর্ত্তব্রাহ্মণ বাক্যঞ্চ তস্য ব্রহ্মাণ্ডভেদনম্॥

মরণং চাপি তত্রৈব পদাতের্দশনং তথা।
দৃষ্ট্বাস্বয়ং যথার্থং চ সর্ব্বং সর্ব্বানুবাচ সঃ॥
শ্রুত্বা সর্ব্বে রাজবাক্যং মেনিরে পরমাদ্ভুতম্!
তমমন্যন্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য মহাপ্রভোঃ।
শিষ্যো ভবাসি চাদ্যৈব ভবদ্ভিশ্চানুমোদ্যতাং॥
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য রাজ্ঞস্তেপি বিচারতঃ।
অন্বমন্যন্ত সর্ব্বে তং প্রশংসন্তোঽথ বৈষ্ণবম্।
অথ রাজা চ তে সর্ব্বে তস্মিন্নেব দিনে তদা॥

কৃষ্ণচৈতন্যভবনং আজগ্মুশ্চাতি ভক্তিতঃ।
রাজা প্রণম্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং পরমাদরাৎ॥

উক্ত্বা সর্ব্বমশেষেণ যদ্যজ্জাতং মহানিশি।
ততঃ প্রোবাচ নৃপতিঃ কৃতাঞ্জলিঃ পুনঃ পুনঃ॥
গুরো ক্ষমস্ব মূর্খস্য শাধি মাং শরণাগতম্।
ইদং রাজ্য মিমেদারা ইমে পুত্রাবলন্ত্বিদম্॥
তুভ্য * * তথৈব মন্ত্রিণঃ সর্ব্বে পুরোধাশ্চবভাষিরে।
শ্রুত্বা সর্ব্বেরিতং কৃষ্ণচৈতন্যোবাক্যমব্রবীৎ॥
বস্তুতো গুরুশিষ্যেতি ব্যবহারো ভ্রমো নৃণাং।
তথাপি তববুদ্ধিশ্চেৎ করিষ্যেতাং নিজং নৃপ।
ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ মন্ত্রং রাজ্ঞে সিদ্ধিমবাপ সঃ॥
উবাচ স্বীয় ধর্ম্মেণ কুরু রাজ্যমকণ্টকম্।
শ্রীকৃষ্ণং মনসা ধ্যায়ন্নভিমান বিবর্জ্জিতঃ॥
জীবমাত্রে দয়াং কুর্ব্বন্ দেহি দানং নিরন্তরম্।
ত্বদ্দত্তমখিলং নীত্বা পুনস্তভ্যং সমর্পিতম্॥
ইত্যুক্ত্বা বিররামাসৌ গুরুর্বৈষ্ণব সত্তমঃ।
রাজাপি সচিবৈঃ সার্দ্ধং কৃতার্থোগাৎ স্বমন্দিরম্॥

অথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যো রাজ্ঞার্পিত ধনং বহু।
ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ সাধুভ্যঃ সর্ব্বং প্রাদাচ্চ তৎক্ষণাৎ॥
ততঃ স্বয়ং চিদানন্দে মগ্নস্তস্থৌ চ পূর্ব্ববৎ।
এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যো মহাভক্তো বভূব সঃ।
বঙ্গেপি স্থাপিতা যেন বৈষ্ণবী ভক্তিরুত্তমা।
অদ্যাপি তস্য যে শিষ্যা হৃষ্টাস্তিষ্ঠন্তি বৈষ্ণবাঃ।
প্রতিষ্ঠিতা গৌড়দেশে বিষ্ণুভক্তিপ্রবর্ত্তকাঃ॥

ইতি শ্রীভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুচরিতং
নামত্র্যুত্তরশততমং সর্গঃ॥

[শ্লোকগুলির অর্থ সর্ব্বত্রই স্পষ্ট ও সরল। ইহার মতে ভক্তশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণচৈতন্য নামক কোন ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃপায় বঙ্গদেশে অদ্যাপিও শাশ্বতী হরিভক্তি বিরাজ করিতেছেন। কৃষ্ণচৈতন্য নিখিল বিদ্যাভ্যাস করতঃ গৃহস্থাশ্রমে দার-পরিগ্রহ-পূর্ব্বক হরিপূজায় রত ছিলেন। তিনি অহরহঃ আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণত্ব লাভ করেন এবং বহুসংখ্যক পত্নী বিবাহ করতঃ তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণলীলানুকরণ করিয়াছিলেন। নদীতীরে কুঞ্জ নির্ম্মাণ করতঃ স্ত্রীগণের সহিত বংশীরাদন করিয়া কতিপয় বর্ষ নিরুদ্‌যোগবৃত্তি অবলম্বনে আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া নিশ্চিত করিলেন। তৎকালে কোন দুর্দ্দান্ত পাষণ্ড তাঁহার এরূপ অনপেক্ষিত ও অযাচিত সম্পদ এবং নির্ভয় বিহারাদি সন্দর্শন করতঃ মনে মনে চিন্তা করিল যে, ইহার এই প্রকার সম্পদ কিরূপে সংগৃহীত হয়, এই বিষয় অদ্যই পরিজ্ঞাত হইব ও নৃপ-সন্নিধানে ইঁহার কার্য্যাদি জ্ঞাপন করিয়া সমুচিত দণ্ডবিধান করিব। এই ভাবিয়া সেই ধূর্ত্ত রাজ-সমীপে আগমন করিয়া রাজাকে বলিল, "হে রাজন্! আপনার রাজধানীতে বিষম অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে। তাহার প্রতিবিধান কর্ত্তব্য। ধর্ম্মানুসারে ধূর্ত্তগণের দণ্ডবিধান দ্বারা প্রজাপালন করুন। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক যে বৈষ্ণব বাস করেন, তিনি অতিশয় ধূর্ত্ত এবং দুরাচারসম্পন্ন। মিথ্যাচারে পাপকর্ম্ম সাধন করিয়া নিখিল জনগণকে বঞ্চনা করিয়া নিজে পূজা গ্রহণ করেন। ধনলোভ-বশতঃ নগরবাসী শিষ্য করিতেছেন। এই মহাত্মা প্রতি নিশায় স্ত্রীগণের সহিত ক্রীড়া করেন। সেইকালে মানবগণের উপস্থিতি তিনি জানিতে পারেন না। হে মহারাজ! এই ধূর্ত্ত, শঠ এবং দম্ভপ্রিয় ব্রাহ্মণের শাসন করা আপনার কর্ত্তব্য। ইনি দণ্ডিত না হইলে আপনার প্রজামণ্ডলী নিঃসন্দেহ দুর্গতি লাভ করিবে।" ইহা শুনিয়া রাজা সচেষ্ট হইয়া বলিলেন,

"আমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছি। তিনি অতীব ভক্তিমান্ বৈষ্ণব। এই রাজধানীতে এক্ষণে বাস করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার দুরাচারের কথা আমি শুনি নাই। সেইজন্য কৌতূহল নিবারণার্থ অদ্য রজনীযোগে তোমার সহিত তাঁহার আলয়ে প্রচ্ছন্নবেশে নিশ্চয়ই যাইব। আমি স্বচক্ষে তাঁহার কীর্ত্তি-কলাপ দেখিয়া নিগ্রহানুগ্রহের বিধান করিব।" এইরূপ স্থির করিয়া রাজা সমুত্থান করিলেন, ধূর্ত্তও গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইল। পুনরায় রাত্রিকালে রাজ-গৃহে আগমন করিয়া নৃপতি-সমভিব্যাহারে মধ্যরাত্রে একটী বীর পদাতির সহিত কৃষ্ণচৈতন্যালয়ে গমন-পূর্ব্বক দূর হইতে তাঁহাকে অবলোকন করিলেন। ঐ ধূর্ত্ত হরিভক্তি-প্রসাদে শঙ্খ-চক্র-গদাধারী চতুর্ভুজ পরমাশ্চর্য্যরূপ ও ভ্রুকুটী কুটীলাক্ষ নিরীক্ষণ করিয়া অতীব বিস্মিত হইয়া রাজাকে বলিল, —"মহারাজ! এই পরমাদ্ভুত চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি অদ্য আমার নয়নপথগামী হইল। এই ষষ্টি বর্ষকাল তাঁহার দ্বিভুজ প্রাকৃত-ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিই দেখিতে পাওয়া যাইত।" নৃপ সকাশে ধূর্ত্ত এই সকল বলিলে তাহার ব্রহ্মাণ্ড স্ফুটিত হইয়া সেই ক্ষণেই মৃত্যু হইল। এক্ষণে রাজা অতিশয় সন্দিগ্ধচিত্তে দ্বিভুজ পুণ্ডরী-কাক্ষ বংশীনিনাদকারী অদ্ভুত ব্রাহ্মণ দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার পত্নীমণ্ডলী সাক্ষাদ্দেবীরূপে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিতা। অনুচর পদাতিক তাঁহার দ্বিভুজ মানবাকৃতি দেখিতে লাগিল। স্ত্রী-পরিবৃত বৃদ্ধ কৃষ্ণচৈতন্যকে রাজা ভক্তিসহকারে দণ্ডবন্নতি করিয়া ধূর্ত্তের মৃত শরীর উঠাইয়া নিজ-প্রাসাদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া সেই রাত্রে তাঁহার নিদ্রা হইল না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-ঘটিত ব্যাপার পত্নীর নিকট বলিলেন এবং প্রভাতে বৃদ্ধ, মন্ত্রী, পণ্ডিত, পুরোহিত সকলকে আহ্বান করিয়া ধূর্ত্তের সমুদায় ক্রিয়াদি জ্ঞাপন করিলেন। ধূর্ত্তের আগমন, তাহার সহিত কৃষ্ণচৈতন্য-ভবনে গমন, ভক্ত কৃষ্ণচৈতন্যের

পরমাদ্ভুত-রূপ-দর্শন, ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণের ব্রহ্মাণ্ড-ভেদন ও মরণ, পদাতির রূপ-দর্শন এবং স্বীয় ব্যাপার সমস্তই বলিলেন। রাজ-বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। রাজা বলিলেন,—"আমি আপনাদের সকলের অনুমতি-ক্রমে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর অদ্যই শিষ্য হইব।" রাজ-বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই অনুমোদন করিলেন এবং বৈষ্ণবের প্রশংসা করিলেন। রাজা ভক্তি-সহকারে কৃষ্ণচৈতন্যালয়ে সেই দিনই উপস্থিত হইয়া পরমাদরে প্রণতি-পূর্ব্বক তাঁহার নিকট পূর্ব্ব-রজনীর ঘটনাবলী নিবেদন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি-সহকারে গুরুর নিকট বলিলেন,—"হে গুরো! মূর্খ শরণাগতের অপরাধ ক্ষমা করুন। রাজ্য, কলত্র, পুত্র ও সৈন্যাদি আপনাকে সমর্পণ করিতেছি।" এই বলিয়া চরণে পতিত হইলেন। তৎকালে মন্ত্রী ও পুরোহিতগণ নিবেদন করিতে লাগিলেন। সকলের প্রার্থনা শুনিয়া কৃষ্ণচৈতন্য বলিলেন, "গুরু-শিষ্য-প্রথা মানবগণের ভ্রম-মাত্র। তথাপি রাজন্, আমি আপনার অভিপ্রায় মত আপনাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিব।" এই বলিয়া রাজাকে মন্ত্রপ্রদান করিলেন এবং সেই মন্ত্রে নৃপতিও সিদ্ধিলাভ করিলেন। তিনি রাজাকে বলিলেন,—"স্বীয় ধর্ম্মে অকণ্টক রাজ্য শাসন কর। অভিমান শূন্য হইয়া মনে মনে শ্রীকৃষ্ণ ধ্যান করতঃ জীবমাত্রে দয়া করিবে এবং নিরন্তর দান করিবে। তোমার নিখিল দ্রব্য গ্রহণ করিয়া পুনরায় তোমাকে প্রত্যর্পণ করিলাম।" বৈষ্ণবপ্রবর কৃষ্ণচৈতন্য এই সকল বলিয়া বিরত হইলেন। রাজা সচিবাদি পরিবৃত হইয়া স্ব-মন্দিরে পুনরাগমন করিলেন। এইপ্রকার সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাভক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্থাপিত উত্তম বিষ্ণুভক্তি বঙ্গদেশে স্থাপিত হইয়াছে। অদ্য পর্য্যন্তও তাঁহার শিষ্যগণ অতি-হৃষ্টে বিষ্ণুভক্তি-প্রবর্ত্তক হইয়া গৌড়দেশে প্রসন্নচিত্তে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।]

(সঃ তোঃ ৮।৪ ; ১৩০৩ বঙ্গাব্দ ; ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ)

শ্রীমান্ চন্দ্রদত্তের এই প্রস্তাব পাঠ করিয়া একটী কথা লিপিবদ্ধ করা ভাল। তাঁহা পাশ্চাত্ত্য-ভ্রম-প্রণোদিত কব্‌হাম্‌ব্রুয়ার মহাশয় তদীয় গ্রন্থে জগন্নাথ-সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "জগন্নাথ হিন্দুদিগের সপ্তশীর্ষ-বিশিষ্ট দেবতা।" কবি সাদে "কার্স্ অফ্ কিহিমা" নামক প্রবন্ধে এই বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রুয়ার মহাশয় 'ফ্রেস্ এণ্ড্ ফেবল্' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, —"আইনী আকবরী নামক একজন রাজা জগন্নাথের মন্দির নির্ম্মাণের স্থান নির্ব্বাচন করিতে কোন এক ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।" জগন্নাথদেবের রথের সম্বন্ধে লিখিতেছেন,—"পঞ্চাশজন লোক প্রতিবৎসর মন্দিরাভিমুখে রথ টানিয়া আনে এবং কথিত আছে যে, সেই রথে জগন্নাথদেবের জন্য তদীয় পত্নীকে আনা হয়।" কতিপয় শত যোজন ব্যবধানে থাকিয়া যবন-হৃদয় ভ্রম-সঙ্কুল হইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণ-বংশে উৎপন্ন হইয়া, বঙ্গের অব্যবহিত প্রদেশে বাস করিয়া, নাভাজী সংগৃহীত চরিত্র লঙ্ঘন করিয়া কোন নীচ-প্রকৃতির লোকের পরামর্শানুসারে তাঁহার বাতুলের প্রলাপের ন্যায় অসম্বন্ধ কথা পুস্তকে নিবদ্ধ করিয়া তাঁহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া ভাল হয় নাই। বোধ হয়, পণ্ডিত মহাশয় বাল্যকালে একটা আষাঢ়ে গল্প লিখিবার স্থান না পাইয়া বেওয়ারিশ ভাবিয়া শ্রীচৈতন্য-চরিত্রে সংযোজনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-চরিত্র লিখিবার কালে নিশ্চয় তিনি নাভাদাস-লিখিত গ্রন্থ দেখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, অথবা কোন প্রবল স্বার্থে আক্রান্ত হইয়া যথেচ্ছা কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি বিশুদ্ধ অবৈষ্ণব-কথা লিখিয়াছেন। যতই কেন ভক্তমাল লিখিতে প্রয়াস করুন না, তাঁহার অন্তরে অবৈষ্ণবতা জাজ্বল্যমান; এমন কি, প্রতি ধমনীতে সঞ্চালিত হইতেছে। বৈষ্ণব-অসম্মানই প্রধান অবৈষ্ণবতার লক্ষণ। যে গ্রন্থের আশ্রয়ে তাঁহার গ্রন্থের উৎপত্তি, সেই গ্রন্থের বিপরীত-মত প্রচার করিতে তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশ

হইয়াছে। নাভাদাস-রচিত যে-সকল দোঁহা বৈষ্ণব কৃষ্ণদাস বাঙ্গালা ভক্তমালে উদ্ধার করিয়াছেন, সেই সকল দোঁহাতে এই প্রকার স্বকপোল-কল্পনার লেশমাত্রও নাই। তাহা হইলে চন্দ্রদত্ত গল্পটী কোথায় পাইলেন? **ভগবচ্চরিত্রের এই এক আশ্চর্য্য ভাব আছে যে, যিনি যেরূপ প্রকৃতির লোক, তাঁহার হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে ভগবানের মূর্ত্তির পার্থক্য উপলব্ধি হয়। শ্রীকৃষ্ণের কংস-সভা-গমনকালে নানা জনে নানা মূর্ত্তিতে তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন।** বর্ত্তমানক্ষেত্রে শ্রীমান্ চন্দ্রদত্তের স্বীয় আত্মোৎকর্ষতার তারতম্যানুসারে ভগবদ্ভাবের ও লীলার তারতম্য। **অদ্বৈতবাদাশ্রিত চন্দ্রদত্ত** ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-দেবকেও অদ্বৈত-গর্ত্তে নিপতিত করিবেন, ইহাতে আর বিচিত্র কি? মায়াবাদিগণের প্রতি অপার দয়া প্রকাশ করিবার জন্য যাঁহার অবতার, তাঁহার চরিত্র-বর্ণনেও মায়াবাদী চন্দ্রদত্ত ভয় করেন না। মায়াবাদিগণ আজকাল বহু মূর্ত্তিতে ভক্ত-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করতঃ ভক্তি-বিরুদ্ধ-মত ভক্তিমত বলিয়া প্রচার করিতেছেন।

(সঃ তোঃ ৮।৪ ; ১৩০৩ বঙ্গাব্দ ; ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ)

নবীন ব্রহ্মবাদের পরিণতি

"ব্রহ্মতত্ত্ব" নামক পত্রের প্রবন্ধাংশের সমালোচনা—নব্য ব্রহ্মবাদ যীশু-প্রচারিত সবিশেষবাদ ও শঙ্করাচার্য্য-প্রচারিত নির্ব্বিশেষবাদের সাঙ্কর্য্যে উৎপন্ন—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন শঙ্করের নির্ব্বিশেষ-বিচারের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু নব্যতর ব্যক্তিগণ সেই বিচার হইতে স্বতন্ত্র—দ্বৈতবাদ ও অভেদবাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বরূপে গঠিত—নব্য ব্রাহ্মগণ বর্ত্তমানে অভেদবাদেরই অধিকতর সমর্থক হইলেও শঙ্কর-মতের সম্পূর্ণ গ্রাহক নহেন, তবে ক্রমশঃই সেই আদর্শে অগ্রসর—নিরাকার ব্রহ্মের প্রতি ভক্তি-শব্দের প্রয়োগ অযৌক্তিক—বেদান্ত-মত কি ?—অচিন্ত্যভেদাভেদই বেদান্তের সার্ব্বদেশিক সিদ্ধান্ত।

ব্রহ্মতত্ত্ব-নামক ত্রৈমাসিক পত্রের ৩য় সংখ্যায় এইরূপ লিখিত আছে, দেখিলাম—

"আধুনিক ব্রহ্মবিজ্ঞান ক্রমশঃই বেদান্ত-মতের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। নব্য ব্রহ্মবিজ্ঞানবিদ্দিগের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ধর্ম্ম-বিষয়ে অনেক পরিমাণে প্রাচীন ভাব রক্ষা করিয়া থাকিলেও তাঁহার প্রচারিত ব্রহ্ম-বিজ্ঞান বেদান্ত-মতের বিরোধী। মহাত্মা কেশবচন্দ্র-সম্বন্ধে এই কথা আরও অধিকতর সত্য। যাহাকে আমরা আধুনিক ব্রহ্মবিজ্ঞানের দ্বিতীয় বা নবযুগ বলিয়াছি, তাহাতে প্রথম হইতেই জড়শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া পূর্ব্ব-প্রচারিত দ্বৈত-মতে আঘাত করা হইয়াছে। ক্রমশঃ জড়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া আত্মা ও জড়ের দ্বৈতভাব সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে।"

ইহা পাঠ করিয়া বোধ হয়, লেখক বিশেষ সরলভাবেই উপযুক্ত বাক্য-সকল স্বীকার করেন। নব্য-ব্রহ্মবাদ-ধর্ম্মকে বিশেষরূপে অবগত

হইতে হইলে উহার মূলানুসন্ধানে প্রয়োজন। **নব্য ব্রহ্মবাদ** বলিয়া যে ধর্ম্ম নব্য-সম্প্রদায়ে গৃহীত, তাহা **যীশু-প্রচারিত সবিশেষবাদ** এবং **শঙ্কর-ব্যক্ত নির্ব্বিশেষ-অদ্বৈতবাদের সংঘর্ষণে উৎপত্তি** লাভ করিয়াছে। সবিশেষবাদ রক্ষা করিতে গেলে নির্ব্বিশেষ-ধর্ম্ম হইতে বিরত হইতে হয়। **নির্ব্বিশেষ-বাদের পোষকতা আবশ্যক হইলে বিশেষ-ধর্ম্মের প্রতি আনুরুক্তি ন্যূন হইয়া পড়ে।** নব্য-ব্রহ্মবাদের প্রবর্ত্তয়িতা ও তৎসহচরগণ উভয়ের সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য এতকাল ব্যস্ত ছিলেন। ঠাকুর মহাশয় * এবং **সেনবংশধর** † উভয়েই শঙ্করবাদ স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এক্ষণে নব্যতর ব্যক্তিগণ উক্ত সম্প্রদায়ে থাকিয়াও স্বীয় আচার্য্য-অবলম্বিত প্রথা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া তাঁহাদের স্ব-স্ব রুচি-উপযোগী বর্ত্ম উদ্ঘাটনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তাঁহারা শঙ্কর-কিঙ্কর বলিতে গৌরব বোধ করিতেছেন। তাঁহাদের ধর্ম্মে যীশু-প্রচারিত ধর্ম্মাংশ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে।

দ্বৈতবাদ ও অভেদবাদ জল ও তৈলের ন্যায় ভিন্ন স্বরূপে গঠিত। তাহাদের সম্মিলনে নবীন মিশ্র-ধর্ম্মের সাম্য অধিক দিন স্থায়ী হইল না। প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ ক্রিয়া সংঘটিত হওয়া কদাচ সম্ভবপর নয়। নব্য ব্রাহ্মগণ মায়াবাদ হইতে দূরে থাকিবার জন্য কতিপয় উপায় উদ্ভাবনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণের অনুসন্ধানে সেই অসমঞ্জস্য-ভাব ক্রমশঃই পরিষ্কৃত হইতেছে। বর্ত্তমান নব্য-ব্রাহ্ম এক্ষণে "দ্বৈতবাদী" বলিয়া নিজ-পরিচয় দিতে ঘৃণা বোধ করেন। তিনি মায়াবাদ-গহ্বরের আশ্রয়ে স্থান পাইয়াছেন। তাঁহার ভক্তিবাদ আর ভাল লাগিতেছে না। **ব্রহ্ম-শব্দের আনুষঙ্গিক**

---

* দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

† কেশবচন্দ্র সেনের অনুগ-গণ।

ভাব-মালা তাঁহাকে আবরণ করিয়াছে। এখনও তিনি সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ শঙ্কর-মত গ্রহণ করেন নাই, ইহাই তাঁহার অভাব দেখিতেছি। কালে তিনি শঙ্করাচার্য্য-উদ্ভাবিত পারমার্থিক ও ব্যবহারিক ভেদ অঙ্গীকার করিবেন। এখনও সে-সময় আসে নাই। আসিতে অধিক বিলম্বও নাই, বোধ হয়। বর্ত্তমান প্রাকৃত-বিজ্ঞানবিদ্‌গণের গণিতাভিজ্ঞের মতে কোন নৈমিত্তিক ঘটনার দ্বারা প্রতিরুদ্ধ না হইলে সমজাতীয় কার্য্যেরও পরিগতি নিশ্চয় সমভাবে হইবে। সেই প্রকার নব্য ব্রাহ্মগণ ক্রমশঃই প্রাচীন ব্রাহ্মগণের সহিত যে যে বিষয় বিরোধ করিয়া নবীন দলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, ঐ নব-সংযোজিত বৈচিত্র্য ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হইতেছে ও হইবে, এ কথা সম্যক্ বুঝিতে পারিতেছেন। খৃষ্টান-শাস্ত্রের যে-টুকু অপরিস্ফুট ভক্তিভাব তাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম্মে যোজনা করিয়াছিলেন, তাহা ক্রমশঃ ধর্ম্মাংশ-নিচয়ের বিরুদ্ধ ধর্ম্মবশতঃ স্বভাবতঃ পৃথক্ হইয়া পড়িতেছে।

মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম—ভক্তি। জ্ঞান পরিপক্কতা লাভ করিয়াই ভক্তিতে পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু নব্য-সম্প্রদায়েরা ভ্রম-বশতঃই নিরাকার ব্রহ্মের প্রতি ভক্তি প্রভৃতি শব্দের অপব্যবহার করিয়াছিলেন। বোধ হয়, ক্রমশঃ তাঁহারা ভক্তিকে সাধারণ কাম-ক্রোধাদি জাতীয় ভাব বলিয়া পরিগণিত করিবেন। উহা তাঁহাদেরই ভাল লাগে। কৃত্রিম-ভক্তি ও দ্বৈতবাদ ব্রহ্মে সংযুক্ত করিয়াও স্থায়ী হইল না। ১২৮৮ বঙ্গাব্দে সজ্জনতোষণীর (১৪৩ পৃষ্ঠা) ১ম খণ্ডে ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকার সমালোচনা-স্থলে এরূপ লিখিত আছে যে, ব্রহ্মভক্তি অসম্ভব। **সোনার-পাথর-বাটী ও কাঁঠালের আমসত্ত্ব যেরূপ নিরর্থক শব্দ, ব্রহ্মভক্তি ও নিরাকারে ভক্তিও তদ্রূপ নিরর্থক।** অস্বাভাবিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে অবশেষে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। জড় ও আত্মার দ্বৈত-ভাব

সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা অর্থাৎ জড়কে বস্তু জ্ঞান না করা শাঙ্করী বেদান্তের তাৎপর্য্য। এক্ষণে নব্য ব্রাহ্মগণ তাহাই অবিরোধে মুক্তকণ্ঠে ঘোষিত করিতেছেন। এই ধর্ম্মের আদি প্রবর্ত্তয়িতার সময় হইতে যে-সকল নিরীহ ব্যক্তি তাঁহার মতানুসরণ করিলেন, সকলেরই উপাসনার এখন ফল হইল—ঈশ্বর ও জীব অভিন্ন, জড় ও আত্মা দুই পদার্থ নহে। তবে উপাসনা হইল কাহার ও কি জন্য? এই সকল চিন্তা করিতে করিতে পুনরায় ব্যবহারিক ও পারমার্থিক বাদ আসিয়া তাঁহাদের চিত্তাকাশকে পূর্ণ করিবে। ঘাত-প্রতিঘাত-ন্যায়-ক্রমে এখনই তাঁহারা ঠিক শঙ্করাচার্য্যের মত ও শব্দ-সকল ব্যবহার করিবেন না; কিন্তু কালে ঘূর্ণায়মান-চক্রের ন্যায় একস্থলে আসিয়া গতিহীন হইবেন এবং সেই ক্রান্তিপাত-বিন্দুই শঙ্করাধিষ্ঠিত ক্ষেত্রে অবস্থিত হইবে।

আমরা বাগ্‌বিতণ্ডা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছি না। বাগ্‌বিতণ্ডা সমাপ্ত হইয়া শুদ্ধ জ্ঞানে পরিণত হয়,—ইহাই আমাদের চেষ্টা। নব্য লেখকদিগের মধ্যে একটী ভয়ঙ্কর উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে। সে উৎপাত এই যে, শাঙ্করী মত কিয়ৎ পরিমাণে আলোচনা করিয়াই বিদেশীয় অদ্বৈতবাদিগণের গ্রন্থ আলোচনা-পূর্ব্বক অদ্বৈতবাদ-সম্বন্ধে একটী অসম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত হইয়া উঠিতেছে। বিদেশীয় অদ্বৈতবাদ-প্রচারকগণ গম্ভীররূপে গবেষণা না করিয়াই প্রত্যেকেই এক একটী মত স্থির করিয়াছেন। তাঁহাদের পুস্তকে আত্মানাত্ম-বিবেক-বিষয়ে অনেক ভ্রম আছে। ব্রহ্ম, ব্রহ্মের অনপায়িনী শক্তি জীব এবং জড়বস্তুর তত্ত্ব সুন্দররূপে বিচার না করিয়াই তাঁহারা জড় ও আত্মার সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে গিয়া অত্যন্ত অসমঞ্জস্য-বাক্যে নিজ-নিজ মতের পোষকতায় বহুবিধ বৃথা বাগাড়ম্বর করিয়াছেন। দেশীয় যুবকবৃন্দ স্বীয় আচার্য্য শঙ্করের বিচার-প্রণালী আদ্যোপান্ত না বুঝিয়াই বিদেশীয় গ্রন্থার্থ বিচার

করিতে বসেন। ফল এই হয় যে, বিদেশীয় বাগাড়ম্বরে আবদ্ধ হইয়া বিচিত্র কথা বলিতে থাকেন, কিন্তু বুঝিতে গেলে তাহাতে বিন্দুমাত্র সার পাওয়া যায় না। আবার তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিদেশীয় বাগাড়ম্বর-প্রথা শিক্ষা করতঃ পুনরায় যখন স্বদেশীয় বুধগণের পুস্তক আলোচনা করেন, তখন তাঁহাদের কুরঞ্জিত-চিত্ত আর স্বদেশীয় প্রথার কোন অপূর্ব্বতা দেখিতে পায় না। আধুনিক ব্রহ্মবিজ্ঞান ক্রমশঃই বেদান্ত-মতের নিকটবর্ত্তী হইতেছে,—এই কথাটী তাহার উদাহরণ। **বেদান্ত-মত কি? কেবল-অদ্বৈতবাদ,—না আর কিছু?** এই কথাটী এখনও আমাদের ব্রাহ্ম-ভ্রাতৃগণ যত্ন করিয়া বুঝেন নাই। না রামমোহন রায়, না মহর্ষি ঠাকুর, না কেশব বাবু, না নবযুগীয় লেখকগণ ইহাকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্যই বেদান্তের পুরাতন আচার্য্য। তিনি বেদান্ত-সূত্রে কেবলাদ্বৈতবাদ দেখিতে পান। রামানুজাচার্য্য পরে ঐ সূত্র-সকলেই বিশিষ্টাদ্বৈতার্থ লক্ষ্য করেন। মধ্বাচার্য্য সেই সকল সূত্রেই আবার কেবল-দ্বৈতবাদ দেখাইয়া দেন। নিম্বার্ক মহাশয় সেই সূত্র হইতেই দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রকাশ করেন। শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র সেই সমস্ত বাদের সামঞ্জস্য-রূপ **অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদই সেই সকল সূত্রের প্রকৃত অর্থ বলিয়া জগৎকে দেখাইয়াছেন। বিদেশীয় অদ্বৈতবাদ শঙ্করের কেবলাদ্বৈতবাদের অস্ফুট বিকার মাত্র।** এই সকল বাদ লইয়া বিতর্ক করিতে গেলে মানবের ক্ষুদ্র জীবন অতিবাহিত হইবে, অথচ কোন সিদ্ধান্ত হইবে না। সিদ্ধান্তের পর যাহা কর্ত্তব্য, তাহাও সুতরাং অনুষ্ঠিত হইবে না। বলিতে কি, নর-জীবন নিরর্থক যাপিত হইবে। অতএব এ সমস্ত বাদ দূরে রাখিয়া সংক্ষেপে বিচার করা ভাল।

সংক্ষেপে বিচার এই যে, ব্রহ্ম একমাত্র অদ্বিতীয় বস্তু। সেই বস্তুতে বস্তু-যোগ্য কোন অচিন্ত্য-শক্তি অনপায়িনী ভাবে সর্ব্বদা আছে। সেই শক্তির পরিণাম এই জৈব ও জড়-জগৎ। নিত্য-শক্তির পরিণতি কখন মিথ্যা নয়। সুতরাং জড়-জগৎ এবং জৈব-জগৎ উভয়েই সত্য। সেই ব্রহ্ম ইচ্ছাময়, তখন কাযে কাযেই তাঁহার ইচ্ছা হইলে ঐ জগৎদ্বয় নিবৃত্তি লাভ করিতে পারে। সুতরাং জড়-জগৎ যে নশ্বর, ইহাতে সন্দেহ নাই। আত্ম-শক্তি হইতে উদ্ভূত জড়-শক্তি যে নাই, তাহা নয়। নিত্য থাকিবে, তাহাও নয়। অতএব এই বিচিত্র জগৎ নরবুদ্ধির অতীত যুগপৎ ভেদাভেদ-প্রকাশ-মাত্র। এই কথাটী আমাদের নব্য-ভ্রাতৃগণ ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখুন, ইহাই আমাদের সবিনয় প্রার্থনা। অন্ধকারে হাঁতড়ানতে কোন ফল নাই। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম যে-অভিপ্রায়ে, যে-প্রণালীতে এবং যে-কারণে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে দোষ দেখাইবার পূর্ব্বে নিজে নিজে প্রস্তুত হওয়াই উচিত।

(সঃ তোঃ ৮।১২)

শ্রীমন্নাথমুনি

দাক্ষিণাত্যের মধ্যদেশে বীরনারায়ণ-গ্রামে ঈশ্বরভট্ট নামক দ্রাবিড়-ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে অবতীর্ণ শ্রীনাথমুনি—অশেষ-শাস্ত্র-পারদর্শী হইয়া গ্রামস্থ রাজগোপালদেবের সেবা প্রাপ্ত হন—গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম-পালন—রাজগোপালদেবের আদেশে তীর্থ-ভ্রমণ —কারিসার-কৃত শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক গাথা-শ্রবণ—কুম্ভকোণে অষ্টাঙ্গযোগানুশীলন—শঠকোপ দাসের সন্ধান-প্রাপ্তি—শঠকোপের সহস্র-গীতি-সম্বন্ধে অজ্ঞ লোকের ধারণা—দ্রাবিড়-আম্নায়-পাঠ জগতে দুর্লভ হইবার কারণ—'তত্ত্বত্রয়' ও 'রহস্যত্রয়'—অপ্রাকৃত-বিগ্রহ-প্রাপ্তির ইতিহাস ও ভবিষ্যদ্ আচার্য্যের বিবরণ—নাথমুনির দশটী শিষ্যের মধ্যে পদ্মাক্ষই প্রধান—গোস্বামি-গ্রন্থে নাথমুনির প্রশংসা।

দাক্ষিণাত্যে তাঞ্জোর ও চোল দেশের মধ্যে মধ্যদেশ অবস্থিত। তথায় বীরনারায়ণ-নামক গ্রামে ঈশ্বর ভট্ট নামক জনৈক দ্রাবিড়-ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তথায় অনন্তাচার্য্য-প্রণীত 'প্রপন্নামৃত'-গ্রন্থের মতে ৪৫ শকাব্দায় বিশ্বক্সেনের অংশে জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমায় ঈশ্বর ভট্টের একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পরে ইনি শ্রীমন্নাথ-মুনি বলিয়া বিখ্যাত হন। বয়োবৃদ্ধির সহিত নাথ-মুনি **অশেষ শাস্ত্রে পারদর্শী** হইয়া গ্রামস্থ **রাজগোপালদেবের সেবা** প্রাপ্ত হন। যথাবিহিত সংস্কার-সকল সম্পন্ন করিয়া বহুকাল গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মথুরা প্রভৃতি উত্তর-দেশ-দর্শন ও সেবা-লাভ-বাসনায় শ্রীবিগ্রহের নিকট প্রার্থনা করিলে শ্রীরাজগোপালদেব তাঁহার প্রার্থনা অঙ্গীকার করিলেন।

নাথমুনি এবম্প্রকার অনুজ্ঞা লাভ করতঃ পরিবার ও কুটুম্ববর্গ সমভিব্যাহারে উত্তর দেশে যাত্রা করিলেন। পথে নিত্য পুষ্করতটে বরাহদেব

দর্শনানন্তর গোপপুর পৌঁছিলেন। তথা হইতে বামন-তীর্থে অবগাহন-পূর্ব্বক ত্রিবিক্রম দেখিয়া ঘটিকাচল গমন করিলেন। ঘটিকাচল হইতে বেঙ্কটাচলে রমাপতির পাদপদ্ম বন্দনা করতঃ গরুড়-পর্ব্বতে অহোবল-নৃসিংহ দর্শন করিয়া ক্রমে ক্রমে পাণ্ডুরঙ্গ-প্রদেশে বিঠল-দেব ও কূর্ম্মক্ষেত্রে কূর্ম্মদেবকে প্রণাম-পূর্ব্বক মথুরায় উপস্থিত হইলেন। অতঃপর মায়াতীর্থে মধুসূদন দেখিয়া গোমন্ত-পর্ব্বতাভিমুখে গমন করিলেন। চিত্রকূট পর্ব্বতে রামচন্দ্রের চরণে প্রণিপাত-পূর্ব্বক গঙ্গাসাগর-তীর্থে উপস্থিত হইলেন; গোবর্দ্ধন, বৃন্দাবন, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থান-দর্শনে নিতান্ত আনন্দ লাভ করিলেন। গোবর্দ্ধনের অপ্রাকৃত-সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণসেবায় অহর্নিশ যাপন করিতে লাগিলেন। এক দিবস রজনীতে নাথমুনি গোবর্দ্ধন-শিখরে কৃষ্ণসেবা-সুখে মগ্ন হইয়া নিদ্রিত হইলে সুষুপ্তি-কালে দেখিলেন যে, রাজগোপালদেব তাঁহাকে গোবর্দ্ধন ত্যাগ করতঃ বীর-নারায়ণপুরে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিতেছেন। নিদ্রাভঙ্গ হইলে গোপাল-কিঙ্কর নাথমুনি স্বদেশে যাইতে বাসনা করিয়া গোবর্দ্ধনাধিপতির অনুজ্ঞা লইয়া স্বজন-সহ স্বদেশাভিমুখে চলিলেন। পথিমধ্যে বেদান্তি-গণের অধ্যুষিত বারাণসী ক্ষেত্র হইয়া নীলাচলে জগন্নাথ দর্শন করতঃ পুনরায় সিংহাচলে অহোবল-নৃসিংহ দর্শন করিলেন। শ্রীনৃসিংহদেবের যথোচিত বন্দনা করিয়া বেঙ্কটাচল-পতিকে প্রণতি-পূর্ব্বক ঘটিকাচলে পুনরায় শ্রীনৃসিংহের চরণার্চ্চন করিলেন। গৃধ্র-সরোবরে আগমন-পূর্ব্বক যোগীরাটের অভিবাদন-পূর্ব্বক কাঞ্চী-নগরে উপনীত হইলেন। তথায় বরদরাটের স্তুতি করিয়া নানা তীর্থ ও দেব-প্রণতি-পূর্ব্বক মহীসার দেখিতে ইচ্ছা প্রবল হইলে, মহীসারে জগন্নাথ দর্শন করিয়া গজস্থলে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে কৈরবিনী তীরে পার্থ-সারথি, রঙ্গেশ, রাঘব প্রভৃতি দেবতা নমস্কার করতঃ ময়ূরনগরে পৌঁছিলেন। ময়ূরনগরে কেশব

দর্শন করতঃ তোয়-পর্ব্বত পুণ্ডরীক-সরোবর, মহাবলীপুর, চোলদেশ ও কুম্ভকোণ প্রভৃতি স্থানের শ্রীমূর্ত্তি-নিচয়ের যথাযথ অভিবাদন-পূর্ব্বক বীরনারায়ণ নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এইরূপ তীর্থযাত্রা সমাপন-পূর্ব্বক নাথমুনি বীরনারায়ণপুরে পুরোগত * বৈষ্ণবগণকে নানা তীর্থ হইতে আনীত প্রসাদাদি প্রদান করিয়া পরম আপ্যায়িত করিলেন।

কিয়ৎকাল গত হইলে একদা শ্রীমন্নাথমুনি কয়েকজন বৈষ্ণবকে কারিসার-কৃত শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক গাথা পাঠ করিতে শ্রবণ করিয়া পরম পুলকিত হইলেন। গাথাটি সম্পূর্ণ সংগ্রহ করিবার বাসনা হইল। তিনি বৈষ্ণবগণের নিকট সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া স্বয়ং গ্রন্থান্বেষণে কুম্ভকোণ যাত্রা করিলেন।

কুম্ভকোণে পৌঁছিয়া অষ্টাঙ্গযোগানুশীলনে নিযুক্ত হইলেন। কিছুকাল যোগসাধন করিয়া ভগবানের সন্তোষ বিধান করিলে ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া নাথমুনিকে বলিলেন,—"বৎস! তুমি সত্বর তাম্রপর্ণী নদীতীরে কুরকা-নগরীতে গমন কর। তথায় আমার পরম ভক্ত শঠকোপ দিব্য-শরীরে বাস করিতেছে। সেই শঠকোপদাসই এই গাথা রচনা করিয়াছিল। তথা হইতে অভীপ্সিত গ্রন্থ গ্রহণ কর।"

ভগবানের আদেশ-মত নাথমুনি কুরকা-নগরীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় আদিনাথের চরণ-বন্দন-পূর্ব্বক চিঞ্চামূলে † শঠকোপ এবং তদীয় শিষ্যাগ্রগণ্য মধুর কবির মূর্ত্তি ও তাঁহার শিষ্য শ্রীপরাঙ্কুশ দাসকে দেখিতে পাইলেন। শ্রীনাথমুনি পরাঙ্কুশ দাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়!

---

* পুরোগামী—অগ্রগামী বা প্রধান।

† চিঞ্চা—তেঁতুল; চিঞ্চামূলে—তেঁতুলগাছের নীচে।

আপনি কি শঠকোপ দাসের বিরচিত সূক্তি * দেখিয়াছেন ? ঐ সূক্তি কি এক্ষণে গ্রন্থাকারে আছে ? যদি থাকে, তাহা হইলে কোথায় উহা পাওয়া যাইবে ?" উত্তরে পরাঙ্কুশ দাস বলিলেন,—"কারিসার পূর্ব্বে যে প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, সেই মহা প্রবন্ধ এক্ষণে কোথাও নাই। যেহেতু পুরাকালে ভগবান্ শঠকোপ বেদ-সকলের সার সংগ্রহ করতঃ দ্রাবিড় ভাষায় চারিটী প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। **শঠকোপ 'সহস্রগীতি' নামক প্রবন্ধ রচনা করিয়া** তাঁহার শিষ্য মধুর কবিকে উপদেশ করতঃ **নিত্যধামে গমন করেন।** সেই সময়ে **এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেকে পাপ-বিমুক্ত হইয়া পরলোক গমন** করিতে লাগিল। এজন্য **এই গ্রন্থ পাঠ করিলে মৃত্যু হয়, অজ্ঞলোকে এইরূপ বিশ্বাস করিত।** তদবধি দ্রাবিড়-আম্নায়-পাঠ জগতে দুর্ল্লভ হইয়াছে। মূঢ় ব্যক্তিরা এই **গ্রন্থ নষ্ট করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া একদিন তাম্রপর্ণী** নদীগর্ভে পুস্তকখানি নিক্ষেপ করে। এই পুস্তকের একখানি মাত্র পত্র রক্ষা পাইয়াছিল। এই পত্রে দশটী মাত্র শ্লোক পুনরুদ্ধার হয়। শঠকোপের রচনার মধ্যে উহাই এক্ষণে আছে। শঠকোপের শিষ্য মধুর কবি ঐ গ্রন্থ পুনর্ব্বার রচনা করিয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতে আমি ঐ প্রবন্ধ প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ভক্তি-পূর্ব্বক দ্বাদশ সহস্র সংখ্যা স্তব পাঠ কর। তাহা হইলে শঠকোপের তোমার প্রতি কৃপা হইবে।"

পরাঙ্কুশের উপদেশ-মতে শ্রীনাথ স্তব-পাঠে ব্রতী হইলেন। পাঠের ফলে অচিরেই অভীষ্ট-গ্রন্থ **"তত্ত্বত্রয়"** ও **"রহস্যত্রয়"** পাইলেন। কুরকা-নগরে অবস্থান-সময়ে ভট্টাচার্য্যের নিকট অপ্রাকৃত-বিগ্রহ-প্রাপ্তির

---

* সূক্তি—(সু—উক্তি)—সৎবচন ; বেদমন্ত্র।

ইতিহাস ও ভবিষ্যদাচার্য্যের বিবরণ জানিবার বাসনা হয়। তদুত্তরে শ্রীনাথ জানিতে পারিলেন যে, ভগবান্ কোন শিল্পীর নিকট স্বপ্নে প্রাদুর্ভূত হইয়া নিজ-রূপানুসারে বিগ্রহ-গঠনের আদেশ করেন এবং শ্রীমূর্ত্তি গঠন সমাপন করিয়া তাঁহার সম্মুখে শ্রীনাথকে অর্পণ করিবার আজ্ঞা করিলেন। তদনুসারে ভাস্কর প্রাতঃকালে শয্যোত্থান করিয়া আদেশ-মত শ্রীমূর্ত্তি-নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক শ্রীমন্নাথ-মুনিকে প্রদান করিল। শ্রীনাথ দেহাবসানে পদ্মাক্ষ-নামক তদীয় শিষ্যকে অর্পণ করেন। পদ্মাক্ষ সিদ্ধমূর্ত্তি রামমিশ্রকে দিলেন। রামমিশ্র হইতে যামুনাচার্য্য বিগ্রহ প্রাপ্ত হইলেন। যামুন-মুনি তদীয় শিষ্য গোষ্ঠীপূর্ণকে অর্চ্চা-মূর্ত্তি প্রদান করেন। গোষ্ঠীপূর্ণ তদীয় কন্যাকে শ্রীমূর্ত্তি-সেবা প্রদান করিলে রামানুজের মন্ত্র-গ্রহণ-কালে ঐ বিগ্রহ অদৃশ্য হইয়াছিলেন।

শ্রীনাথ কুরকা-নগরে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। পরে গোপাল-দেবের ইচ্ছাক্রমে পুনরায় বীরনারায়ণপুরে আসিয়া বাস করেন। শ্রীনাথের শিষ্য-সংখ্যা দশটি, তন্মধ্যে পদ্মাক্ষই প্রধান। গোস্বামি-গ্রন্থেও শ্রীনাথের গ্রন্থের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীনাথ শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের প্রাচীন গুরুগণের মধ্যে একজন অতি প্রধান বলিয়া প্রসিদ্ধ।

(সঃ তোঃ ১০।৩; ১৩০৫ বঙ্গাব্দ; ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ)

শ্রীশঠকোপ সূরি

বৌদ্ধগণের প্রভাবে সনাতন-বৈষ্ণবধর্ম্মের অপ্রতিহত-ভাবে অবস্থান— কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করাচার্য্যের বহুপূর্ব্বে সনাতন-বৈষ্ণবধর্ম্মের গাথা-সমূহ—বৈদিক-গ্রন্থের বহুল প্রচারের জন্য দ্রাবিড়-ভাষায় বৈদিক-মন্ত্র—বৌদ্ধমতান্ধকারাচ্ছন্ন ভারতে শ্রীরামানুজাচার্য্যের উদয়—তাম্রপর্ণী-নদীর তীরে কুরকা-নগরীতে কারি-নামক জনৈক শূদ্র ও নাথ-নায়িকাকে পিতা ও মাতারূপে প্রকাশ করিয়া শঠকোপ দাসের অবতার—বাল্যকালে বাক্‌শক্তি ও দৃষ্টিশক্তি-রহিত—ষোলবৎসর বয়স পর্য্যন্ত জড়-পদার্থের ন্যায় তেঁতুলগাছের তলে অবস্থান—তথাপি শঠকোপের অঙ্গে অভূতপূর্ব্ব জ্যোতিঃ—মধুর কবি নামক দ্রাবিড়-ব্রাহ্মণ-পুত্রের শঠকোপের শিষ্যত্ব-গ্রহণ—শঠকোপ-কর্ত্তৃক বেদের উত্তরভাগ দ্রাবিড়-ভাষায় প্রকাশ—শঠকোপের প্রতি মৎসরতা—শঠকোপ দাস শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের আদি-গুরু—শঠকোপের রচিত গ্রন্থ-সমূহ।

অনেকে মনে করেন যে, কলির প্রারম্ভে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের অবনতির সহিত বৈদিক-বৈষ্ণবধর্ম্মও বৌদ্ধ-বিপ্লবে মৃতপ্রায় হইয়াছিল। **বৌদ্ধগণ বৈদিক কর্ম্মের প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া সামাজিক ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের দুর্ব্বলতা-সাধনে সমর্থ হইলেও বৈষ্ণবধর্ম্ম চিরকাল অপ্রতিহত-প্রভাবে চলিয়া আসিতেছিল।** কর্ম্মী কুমারিল ভট্ট ও জ্ঞানী শঙ্করাচার্য্যের বহু পূর্ব্বে সনাতন-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অমিয় গাথাসকল ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিত। বেদের পারমার্থিক অংশগুলির মর্য্যাদা কখনই ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বিষ্ণুচিত্ত, যোগীন্দ্র প্রভৃতি কয়েক মহাত্মা বৈদিক-গ্রন্থের বহুল প্রচারের জন্য দ্রাবিড়-ভাষায় মন্ত্রগুলি অন্তরিত করিয়াছিলেন।

আর্য্যাবর্ত্ত-গগনে বৌদ্ধ-মেঘমালা পরিব্যাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ বিন্ধ্যের দক্ষিণগামী হইল। দক্ষিণাবর্ত্ম অবলম্বন-পূর্ব্বক সুদূর দক্ষিণ-প্রান্তে উপনীত হইয়াও অন্তর্হিত হইল না। দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করতঃ সমুদ্রের পরপারে সিংহল-দ্বীপ বৌদ্ধবারিতে নিষিক্ত হইল।

ভারতের এই বিষম-দুর্দ্দিনে ভগবান্ কৃপা-পরতন্ত্র হইয়া ভগবদ্ভক্তি রক্ষার জন্য ব্যবস্থা করিলেন। জীবের সৌভাগ্যাতিশয্যে সেই সূত্র বৌদ্ধ-মত, কর্ম্ম-সিদ্ধান্ত ও মায়াবাদরূপ প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ-মতের গুরুভারে বিচ্ছিন্ন হইবার পরিবর্ত্তে সমগ্র ভারতে বিশেষতঃ আর্য্যাবর্ত্তের বিভিন্ন প্রদেশে লম্বমান হইল। এই অসময়ে বৌদ্ধজলদাবৃত তমিস্রাপিহিতা† নিশিতে দাক্ষিণাত্যের যাম্য ‡ কোণে একটী তারকা উদিত হইল। উহারই ক্ষীণ ময়ূখে * দাক্ষিণাত্য-শশাঙ্ক রামানুজাচার্য্য বৈষ্ণব-জগতের প্রভূত উপকারে সমর্থ হইলেন। আমরা এক্ষণে এই অজ্ঞাত তারকার অনুসরণ করি।

কাবেরীর দক্ষিণে তাম্রপর্ণী নাম্নী পূত-সলিলা স্রোতস্বিনী পাণ্ড্যদেশের কল্মষ বিধৌত করতঃ সাগরে নিক্ষেপ করে। তাম্রপর্ণীর তটে কুরকা-নাম্নী পুরী। তথায় বিভূতিনাথেন্দ্র নামক এক সৌভাগ্যবান্ শূদ্র বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র ধর্ম্মধনু। ধর্ম্মধনুর তনয় চক্রপাণি ও পৌত্র অচ্যুত। অচ্যুতের পুত্র সুমতি ও পৌত্র ফুৎকার। ফুৎকারের কারি-নামক তনয়ই শঠকোপ দাসের পিতা। পাণ্ড্যের পশ্চিমে সমুদ্রোপকূল-স্থান কেরল-দেশ। বর্ত্তমান কালে কেরল-দেশ 'ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য' বলিয়া পরিচিত। কেরল ও পাণ্ড্যদেশের অন্তরালে মহেন্দ্র-পর্ব্বত। জমদগ্নি-

---

† তমিস্র—অন্ধকার ; অপিহিত—আচ্ছাদিত।

‡ যাম্য—দক্ষিণ দিক্। * ময়ূখ — কিরণ।

তনয় পরশুরাম মহেন্দ্র-পর্ব্বতে কিছুকাল বাস করেন। এই কাল হইতে এখানে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের বাস দেখা যায়। কেরল-দেশে কোন বৈষ্ণব-গৃহে **নাথ-নায়িকা** জন্মগ্রহণ করেন। ফুৎকার স্বীয় পুত্রের সহিত বৈষ্ণব-কন্যা নাথ-নায়িকার উদ্বাহ-কার্য্য সম্পন্ন করেন। নাথ-নায়িকার গর্ভে মহানুভব শঠকোপ জন্মগ্রহণ করেন। শঠকোপ দাস শঠারি, কারিমার, বকুলাভরণ প্রভৃতি নামে পরিচিত হন।

শঠকোপ বাল্যকাল হইতে বাক্‌শক্তি-রহিত ছিলেন। তাঁহার দৃষ্টি-শক্তিরও বিকাশ ছিল না। আশৈশব মূকান্ধতা-নিবন্ধন চিঞ্চা-বৃক্ষের (তেঁতুল) নিম্নে ষোড়শবর্ষ-কাল স্থানুর ন্যায় অতিবাহিত করিলেন। পিতা-মাতা পুত্রের ঈদৃশ অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া সর্ব্বদাই বিষণ্ণ থাকিতেন। সাধারণ লোকে শঠকোপকে জড়দ্রব্য জ্ঞান করিত।

শঠকোপের চেতন-ধর্ম্ম সঙ্কুচিত থাকিলেও তাঁহার এক অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিঃ ছিল। সেই তেজ সামান্য প্রাকৃত-তেজের সহিত তুলনীয় নহে। দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ সীমায় বাস করিয়াও জড়প্রায় শঠকোপের তেজো-রাশি বিন্ধ্য ভেদ করিয়া আর্য্যাবর্ত্তে পরিদৃষ্ট হইত। কথিত আছে, বিশ্বক্‌সেন শঠকোপ হইয়া জন্মগ্রহণ করায় অপ্রাকৃত-জ্যোতিঃ তাঁহাকে অনুসরণ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। প্রাকৃত-জীবে এই প্রকার জ্যোতিঃ সম্ভবপর নয়।

মধুর নামক এক দ্রাবিড়-ব্রাহ্মণ-তনয় আর্য্য-শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন সমাপনানন্তর তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হন। একদা তিনি অযোধ্যানাথ-দর্শনে সাকেতপুরে উপস্থিত হন। তথায় অবস্থান-কালে দক্ষিণ-দিকে তেজঃপুঞ্জ অবলোকন করতঃ পরম কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জ্যোতির্ম্ময়ের অনুসন্ধানে দক্ষিণ-দিকে অগ্রসর হন। মধুর যতই দক্ষিণাভিমুখে গমন করুন না কেন, তেজও তাঁহার সহিত ক্রমশঃই দক্ষিণ-দিকে যাইতে থাকে। অবশেষে তিনি তাম্রপর্ণী তটাবলম্বিনী কুরকা-নগরীতে উপনীত হইলেন। তথায়

তেজের আকর চিঞ্চামূলাবস্থিত শঠকোপকে দর্শন করিলেন। শঠকোপকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রথমতঃ তাঁহার আশা কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইল ; কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা বলবতী হইল। তিনি শঠকোপের মূকান্ধতা পরীক্ষা করিবার জন্য এক দৃঢ় প্রস্তর-খণ্ড তাঁহার সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। প্রস্তর-পতন-শব্দ শ্রবণ করতঃ শঠকোপ সহসা দুইটী নেত্র-প্রসারণ-পূর্ব্বক গ্রামস্থ প্রস্তর-খণ্ড দেখিতে পাইলেন। মধুর কবি এতদ্দর্শনে পরম প্রীতি লাভ করিলেন। তাঁহার প্রজ্ঞা পরিমাণ করিবার মানসে মধুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেব! যদি জীব প্রকৃতির উদরে জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে কোন্ দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া কোথায় পুরুষ অবস্থান করেন?" শঠকোপ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "জীব তদ্বস্তু ভক্ষণ করিয়া তথায় বাস করে।" এই প্রশ্নের মীমাংসা অবগত হইয়া বকুলাভরণকে সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি বুঝিতে পারিলেন এবং কারিসারের চরণাশ্রয় করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না। কিছুকাল গুরুর নিকট অবস্থান-কালে একদা গরুড়বাহন ভগবান্ হরি প্রত্যক্ষ-মূর্ত্তিতে বকুলাভরণের নিকট উপস্থিত হইলেন।

বিষ্ণুচিত্ত যোগীন্দ্র "**দ্রাবিড় আম্নায়**" রচনা করিয়া দাক্ষিণাত্যে বৈদিক-ধর্ম্মের বিশেষ সহায়তা করেন। এক্ষণে শঠকোপ বেদের উত্তরভাগ দ্রাবিড়-ভাষায় প্রকটিত করিলেন। মধুর কবি কারিসার-রচিত বেদার্থ অবগত হইয়া অল্পদিনের মধ্যে বেদ-চতুষ্টয়ে পারঙ্গত হইলেন। শঠকোপ-রচিত গাথার আদর ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। কারিসার দাক্ষিণাত্যের বহু গ্রামস্থ শ্রীবিগ্রহের স্তব নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ স্তবগুলি নির্ম্মাণ করিয়া দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব-সমাজের প্রভূত উপকার করতঃ পঞ্চত্রিংশদ্বর্ষ বয়ঃক্রমে ঐহিক-লীলা সমাপ্ত করেন।

শঠকোপের দেহাবসানের পর তদীয় শিষ্য মধুর গুরুর শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ

করাইলেন ও যথাবিধি পূজার ব্যবস্থা করিলেন। শঠকোপের পাণ্ডিত্য অচিরেই দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত হইল। অনেকে **ঈর্ষা-বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া শঠকোপ-সূক্তি নষ্ট করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। শঠকোপ দাস শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের আদি গুরু** বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত।

শঠকোপ-দাস-প্রণীত ঋগ্বেদার্থ **"শ্রীবৃত্তাখ্য"** নামে অভিহিত হইল। উহাতে একশত গাথার সন্নিবেশ ছিল। যজুর্ব্বেদার্থ সাতটী গাথায় সম্পূর্ণ ও **"অশির্ষাখ্য"** নাম ধারণ করিল। অথর্ব্বার্থ ৮৭টী গাথা ও সামার্থ সহস্র গাথায় সম্পূর্ণ। এই বেদার্থ-চতুষ্টয় দ্বারা শ্রীশঠকোপ দাস অর্থপঞ্চক উদাহৃত করিয়াছিলেন।

(স-সঙ্গিনী সঃ তোঃ ১০।৪ ; ১৩০৫ বঙ্গাব্দ ; ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ)

শ্রীযামুনাচার্য্য

অসাম্প্রদায়িক সাম্প্রদায়িকতা ও সৎসাম্প্রদায়িকতা—অসাম্প্রদায়িকতা মতবাদের দ্বারা ধর্ম্মজগতে অধিকতর বিপ্লব—চিজ্জড়সমন্বয়বাদিগণই অসাম্প্রদায়িকতার পক্ষপাতী—ভগবৎস্বার্থপর ব্যক্তিগণের দ্বারা সম্প্রদায়-প্রণালী গঠিত—কলিকালে চারিটী সম্প্রদায়—শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র ও চতুঃসন আদি সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক—ইঁহারা যথাক্রমে শ্রীরামানুজ, মধ্ব, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বার্ক এই বৈষ্ণবাচার্য্য-চতুষ্টয়ের দ্বারা স্বীকৃত—শ্রী-সম্প্রদায়ে শঠকোপ হইতে মধুর কবি, পরাঙ্কুশ, নাথমুনি, পুণ্ডরীক ও রামমিশ্র শিষ্য-পারম্পর্য্যে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত লাভ করেন—রামমিশ্রের শিষ্য যামুনাচার্য্য, যামুনাচার্য্যের শিষ্য গোষ্ঠীপূর্ণ, গোষ্ঠীপূর্ণের শিষ্য রামানুজ—খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যকালে শ্রীনাথমুনির আবির্ভাব—শ্রীনাথের পুত্র ঈশ্বর ভট্ট, ঈশ্বর ভট্টের বৈষ্ণব-শাস্ত্রে অনাস্থা-দর্শনে শ্রীনাথের শিষ্য পুণ্ডরীকের নিজ-শিষ্য রামমিশ্রের প্রতি ঈশ্বর ভট্টের পুত্রকে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত শিক্ষা-দানের আদেশ—পুণ্ডরীকের পরলোক-প্রাপ্তির পরে ঈশ্বর ভট্টের পুত্র যামুনের আবির্ভাব—বাল্যকালেই যামুনের শাস্ত্র-পারদর্শিতা—পরাজিত পণ্ডিত-মণ্ডলী হইতে চোলরাজের পুরোহিতের বাৎসরিক কর-গ্রহণ—যামুনের অধ্যাপক মহাভাষ্য ভট্টের নিকট পুরোহিত-দূতের কর-গ্রহণার্থ আগমন ও দ্বাদশবর্ষীয় বালক যামুন-কর্ত্তৃক তীব্র-তিরস্কারের সহিত একটি শ্লোক প্রদান—পুরোহিতের ক্রোধ ও চোলরাজের নিকট প্রতিকার-প্রার্থনা—রাজ-প্রাসাদে বিদ্বৎসভায় রাজ-পুরোহিত ও যামুনের বিচার—চোলরাজ ও তাঁহার মহিষীর পরস্পর কে জয়ী হইবে, তদ্বিষয়ে বিতর্ক—যামুন জয়ী হইলে চোলরাজ অর্দ্ধ রাজ্য হারাইবেন, আর পুরোহিত জয়ী হইলে রাজ্ঞী ছয়মাসকাল দাসীত্ব করিবেন, এইরূপ পণ—শাস্ত্র-বিচার আরম্ভের পূর্ব্বে তিনটী লৌকিক বাক্যের প্রতিবাদ করিবার জন্য যামুন-মুনি কর্ত্তৃক পুরোহিতকে আহ্বান—তিনটী (১। পুরোহিতের মাতা অবন্ধ্যা, ২। চোলরাজ সার্ব্বভৌম নৃপতি, ৩। রাজ্ঞী সতী) বাক্যের প্রতিবাদ করিতে না পারায় দরিদ্র ঈশ্বর ভট্টের পুত্র যামুনের চোলরাজের অর্দ্ধরাজ্য-প্রাপ্তি—যামুনের রাজ্যভোগ ও শুভানুধ্যায়ী রামমিশ্রকে বিস্মরণ—রামমিশ্রের যামুন-রাজের পাচকের সহিত সখ্যতা ও

নিত্য অলর্ক-নামক শাক যামুন-রাজকে প্রদান করিয়া কৌশলে দৃষ্টি আকর্ষণ—রামমিশ্রের যামুনাচার্য্যকে গীতোপদেশ—যামুনরাজের রামমিশ্রের নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণ এবং সমস্ত রাজ্য শ্রীরঙ্গনাথের সেবায় অর্পণ—পণ্ডিত মহাপূর্ণ, গোষ্ঠীপূর্ণ ও কাঞ্চিপূর্ণের এবং চোলরাজ ও তদীয় মহিষীর যামুনাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ—যামুনের পুরকানাথের নিকট যোগশিক্ষার্থ গমন—যোগীর তাঁহার দেহাবসানে যামুনাচার্য্যকে যোগ-শিক্ষা দিবার প্রতিশ্রুতি—যামুনের জনৈক শিষ্যের গুরুলঙ্ঘন-জনিত অপরাধ, পরে ক্ষমা-প্রার্থনা ও সুবুদ্ধি-লাভ—শ্রীযামুনাচার্য্য রচিত গ্রন্থ-পঞ্চক—১। স্তোত্ররত্ন, ২। গীতাসংগ্রহ ও ৩-৫। সিদ্ধিত্রয়—শঙ্করাচার্য্য, ভাস্করভট্ট ও যাদবপ্রকাশের মতবাদত্রয় মামুনাচার্য্য কর্ত্তৃক খণ্ডিত—যামুন-মুনির তদানীন্তন যাদবাচার্য্য-শিষ্য রামানুজকে কাঞ্চিপুরীতে দূর হইতে দর্শন ও সম্ভাষণ ব্যতীতই স্ব-স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন—পূর্ণাচার্য্য কর্ত্তৃক বরদরাজ-সমীপে যামুন-রচিত স্তব-পাঠ-শ্রবণে রামানুজের যামুনাচার্য্য-দর্শন-লালসা—পূর্ণাচার্য্যের সহিত রামানুজের রঙ্গক্ষেত্রে যাত্রা ও পথে তাঁহার নির্য্যাণ-লীলার কথা শ্রবণ—রামানুজ-কর্ত্তৃক যামুনাচার্য্যের অঙ্গুলিত্রয়ের সঙ্কোচিতাবস্থা দর্শন—রামানুজের দ্বারা তিনটী মনোঽভীষ্ট-পূরণের প্রতিজ্ঞা প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে অলৌকিকভাবে অঙ্গুলিত্রয়ের সরলতা-সম্পাদন—শ্রীরামানুজাচার্য্য শ্রীযামুনাচার্য্যের মনোঽভীষ্ট-পরিপূরক—শ্রী-সম্প্রদায়ের প্রচারিত শ্রীযামুনাচার্য্যের প্রণাম-শ্লোক।

মানবের রুচিভেদে ব্যবহার ভেদ হয়। ভিন্ন ভিন্ন রুচিগ্রস্ত-প্রাণী ঐক্যতা লাভ করিতে স্বভাবতঃ অক্ষম। এজন্য সজাতীয়াশয়-সিগ্ধ ব্যক্তির সঙ্গই বিরোধ-পরিহার ও অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য প্রয়োজন হয়। রুচির পার্থক্য-অনুসারে সম্প্রদায়-গঠন অবশ্যম্ভাবী। **কতিপয় ব্যক্তি সম্প্রদায়ের নাম শুনিলে রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া নানাপ্রকার অনভিজ্ঞতার পরিচয় দেন।** **'অসাম্প্রদায়িক'** শব্দে আপনাদিগকে অভিহিত করিয়া **আত্মশ্লাঘা** করিতেও কুণ্ঠিত হন না। অসাম্প্রদায়িক অভিধানে তাঁহারাই **অবশেষে স্বীয়-যুক্তি-বন্ধনীতেই বদ্ধ** হন। 'সম্প্রদায় ব্যতীত মন্ত্র ফলপ্রদ হয় না',—এই সার-বাক্য

আলোচনা করিলে অসাম্প্রদায়িকের খর্ব্ব-দৃষ্টি দূর-দর্শন লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। এই **অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় মধ্যে-মধ্যে ধর্ম্ম-জগতে আবির্ভূত হইয়া অধিকতর বিপ্লব উপস্থিত করেন এবং একই অপরাধে কলুষিত হইয়া অধস্তন অসাম্প্রদায়িকের নিকট গর্হিত হন।**

যে পবিত্র ভারত হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গ পরিমাণে স্বীয় প্রতিভা-কেতন উড্ডীয়মান করিয়া চেতন-জগৎকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন, অভিজ্ঞতার চরম স্বাদু-ফল যাঁহার অনন্ত শ্লাঘার বিষয় এবং যাঁহার নিতান্ত অর্ব্বাচীন অধিবাসীও নিগূঢ় দর্শনের ফলভোগী, হে অসাম্প্রদায়িক! তাঁহাকে সম্প্রদায় ত্যাগ করিবার অনুরোধ করিও না। **যে সাম্প্রদায়িক ভাব আবহমান চতুর্যুগ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহার ভিত্তি বহু গবেষণায় অভ্যুন্নত।** সাম্প্রদায়িকতা ঘনীভূত হইলে অশুদ্ধতা পরিষ্কৃতি লাভ করিয়া নির্ম্মল হইবে। **মন্দের সহিত উত্তমের, অসাধুর সহিত সাধুর, মূর্খের সহিত পণ্ডিতের সাম্য স্থাপন করিয়া অন্তঃস্থিত কুবৃত্তি-চরিতার্থ ও অর্ব্বাচীনগণের বঞ্চনা যাহাদের পুরুষার্থ, তাহারাই উভর সম্প্রদায়ের সম্মীলন আকাঙ্ক্ষা করে।** স্বার্থ যাঁহারা ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, তাঁহারাই বিচার-সমুদ্রের পরপারে গিয়া সম্প্রদায় গঠনের উদ্দেশে অধিকৃত শক্তিগুলি প্রয়োগ করিয়াছেন।

সৎসাম্প্রদায়িকতা দৃঢ় করিবার বাসনায় ভগবান্ কলিকালে চারিটী সম্প্রদায় প্রকাশ করিলেন। শাস্ত্রে উক্ত আছে,—"অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।" এই চারিটী সম্প্রদায় কোন্ মহাত্মা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্বিষয়েও প্রমাণ পাওয়া যায়। অনাদি কাল হইতে ভগবদাস্য-ধর্ম্ম জীব-জগতে প্রকটিত আছে।

ইহা আধুনিক ধর্ম্মের ন্যায় সর্গ-পোষণ ও বিনাশ-ধর্ম্ম-জড়িত নহে। জীব অনাদি ; তাঁহার ধর্ম্ম ঈশোপাসনা, তাহাও অনাদি। ঈশোপাসনা-রূপ বিশিষ্টতা দ্বারাই জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ স্থাপিত। বেদ-সকল একবাক্যে জীবাত্মার ও জৈব-ধর্ম্মের অনাদিত্ব গান করেন।

সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের আদি-প্রবর্ত্তক স্বয়ং ভগবান্। তাঁহা হইতেই চারিটী শাখা উৎপন্ন হইয়াছে। কথিত আছে,—বৈষ্ণবগণ ভগবান্ হইতেই এই পারলৌকিক-রহস্য অবগত হইয়াছেন। শ্রী, ব্রহ্মা, রুদ্র ও চতুঃসন—ইঁহারা ক্ষিতিপাবন মূল বৈষ্ণবাচার্য্য। ইঁহারাই চারিটী সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিয়া জীবের উদ্ধার-কামনায় বহুল কৃপা বিস্তার করিয়াছেন। সত্যাদি যুগে ইঁহাদের শাখা-প্রশাখা-শিষ্যাদি-দ্বারা বসুমতী অলঙ্কৃতা ছিলেন। তাঁহাদের সংখ্যা অনেক। মহানুভব বৈষ্ণববৃন্দ সম্প্রদায়-চতুষ্টয় কলিজীবের উপযোগী করিয়া প্রকাশ করতঃ প্রভূত দয়ার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। শ্রী-সম্প্রদায় যতীন্দ্র রামানুজ-কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া দাক্ষিণাত্যে বহির্ম্মুখগণকে সম্মুখীন করিলেন। যতীন্দ্র মধ্বমুনি ব্রহ্ম-সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম দিগন্ত ব্যাপ্ত করিলেন। বৈষ্ণবাগ্রণী মহাদেবের সম্প্রদায়ে যতীন্দ্র বিষ্ণুস্বামী প্রবেশ লাভ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের একজন প্রধান দিক্‌পালস্বরূপ হইয়াছিলেন। চতুঃসন-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম যতীন্দ্র নিম্বার্ক-কর্ত্তৃক প্রভূত প্রচারিত হইল। এই চারিজনের শিষ্য-প্রশিষ্যাদি-দ্বারা জগতে বৈষ্ণবধর্ম্ম সহজ-প্রাপ্য হইয়াছিল।

রামানুজ-কথিত বৈষ্ণবধর্ম্ম কলিকালে অন্য তিনটী সম্প্রদায়ের পূর্ব্বে জগতে বিকাশ লাভ করে। **শ্রীশঠকোপ যে বৈষ্ণবধর্ম্ম** তদীয় **শিষ্য মধুর কবিকে দিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীপরাঙ্কুশের নিকট হইতে শ্রীমন্নাথমুনি প্রাপ্ত হন।** শ্রীনাথের প্রিয় শিষ্য **পুণ্ডরীক** শ্রীনাথ-কথিত শঠকোপ-মত তদীয় শিষ্য **রামমিশ্রের নিকট রাখিয়া**

স্বধাম প্রাপ্ত হন। রামমিশ্র যামুনাচার্য্যকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন। **যামুনাচার্য্যের নিকট হইতে গোষ্ঠীপূর্ণ** বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করেন। **গোষ্ঠীপূর্ণের শিষ্য—রামানুজ।** রামানুজের পর হইতে সম্প্রদায়-প্রণালী বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে।

শ্রীশঠকোপ ও মধুর কবির কাল-নির্ণয় সম্ভবপর নহে। শ্রীনাথ-মুনির আবির্ভাব-কাল যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারও বিশুদ্ধ সামঞ্জস্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়। যাহা হউক, বর্ষ-নির্ণয় না হইলেও স্থূল-কাল-নির্ণয়ের ব্যাঘাত নাই। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যকালে শ্রীনাথ-মুনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিলে কাল-গণনায় অধিক দোষ স্পর্শ করিবে না।

শ্রীনাথের পুত্র ঈশ্বরভট্ট রঙ্গনায়িকা নাম্নী রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। ঈশ্বরভট্ট তদীয় পিতৃ-ভবনে বাস করিতেন। তাঁহার বৈষ্ণব-শাস্ত্রে তাদৃশ অনুরাগ ছিল না। ঈশ্বর সর্ব্বদেশ-প্রসিদ্ধ শ্রীনাথের প্রদর্শিত পথ অনুগমন করিতে অসমর্থ হওয়ায় বৈষ্ণব-দর্শন-সমূহ শ্রীনাথের প্রিয় শিষ্য পুণ্ডরীকাক্ষ যত্নের সহিত রক্ষা করিতেন। নির্য্যাণ-কালে ভগ্ন-মনোরথ হইয়া পুণ্ডরীক তদীয় শিষ্য রামমিশ্রকে এইরূপ বলিয়া দেহ পরিত্যাগ করেন—"বৎস! শ্রীনাথ-মুনির তনয় ঈশ্বরভট্ট বৈষ্ণব-দর্শন-রক্ষণে চিরকাল ঔদাসীন্য করিয়াছেন। আমার চিরদিনের ইচ্ছা,—মদীয় গুরুর বংশে শ্রীনাথ-প্রচারিত বৈষ্ণব-দর্শন রক্ষিত হয়। এজন্য আমি ঈশ্বর ভট্টের পুত্র-উৎপত্তির অপেক্ষা করিতেছিলাম। আমার বাসনা যে, মদীয় গুরুর পৌত্র বৈষ্ণব-দর্শন-কুশলী হইয়া **পিতামহ-প্রচারিত শাস্ত্র ও সিদ্ধান্ত-সমূহ জগতে প্রচার করে।** আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। তুমি আমার প্রিয় শিষ্য, বিশেষ যত্নের সহিত ভট্টের পুত্রকে সংস্কৃত করিয়া বৈষ্ণব-দর্শন শিক্ষা দিবে। কালে ঈশ্বরের পুত্র বৈষ্ণব-জগতে অতীব প্রাধান্য লাভ করিবে।"

পুণ্ডরীকের পরলোক-প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে **ঈশ্বর ভট্টের** এক অসামান্য **পুত্র** জন্মগ্রহণ করেন। রামমিশ্র শিশুর জাত-কর্ম্মাদি সংস্কারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিলেন। তজ্জন্য স্বয়ং বীরনারায়ণপুরে গমন করিলেন। ঈশ্বর ভট্টের পুত্র শ্রীনাথ-প্রদর্শিত বৈষ্ণব-সংস্কার-সম্পন্ন হইলেন। অন্নপ্রাশনাদি কর্ম্মাঙ্গেরও ত্রুটী হইল না। যথাকালে শ্রীনাথের পৌত্র **যামুন** নাম প্রাপ্ত হইলেন। পাঠাভ্যাস আরম্ভ করিয়া তিনি অল্পকালের মধ্যে বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করিলেন; এমন কি, অল্পদিনেই তাঁহার বেদ-শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি জন্মিল।

এই সময়ে চোলবংশীয় ভূপালগণ দাক্ষিণাত্যে রাজ্য করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিদ্বজ্জনানুরাগী ও সর্ব্বদা পণ্ডিতমণ্ডলী-বেষ্টিত হইয়া রাজকার্য্য ও শাস্ত্র-অনুশীলনে কালাতিপাত করিতেন। যামুন যে-কালে গুরুর নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপন করেন, তৎকালে **চোল-রাজের পুরোহিত** মহাশয় যাবতীয় **কোবিদগণকে পরাজয় করিয়া** সকল অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট হইতে **প্রতি-বর্ষে দশটী দ্রব্য কর-স্বরূপ গ্রহণ** করিতেন। চোলরাজ পুরোহিত অক্কিয়াযাতি **যামুনের অধ্যাপক মহাভাষ্য ভট্টের নিকট** বার্ষিক কর প্রাপ্তির লোভে **দূত প্রেরণ** করিলেন। দরিদ্র মহাভাষ্য রাজ-পুরোহিত-প্রেরিত সৈন্যগণের নিকট স্বীয় দরিদ্রতা জানাইয়া কর-প্রদানে অপারক জ্ঞাপন করিলেন। **যামুন** স্বীয় অধ্যাপকের নিকট ইহার বৃত্তান্ত জানিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইলে রাজ-পুরোহিতের ঈদৃশ ব্যবহার **পরিজ্ঞাত** হইয়া **ক্রুদ্ধ** হইলেন। তিনি আগন্তুক দূতগণকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন ও পরিশেষে নিম্নলিখিত **শ্লোকটী** রচনা করিয়া **দ্রব্যের পরিবর্ত্তে** পুরোহিত-পণ্ডিতকে **প্রদান** করিতে বলিলেন—

ন বয়ং কবয়স্তু কেবলং ন বয়ং কেবলতন্ত্রপারগাঃ।
অপি তু প্রতিবাদিভীকরপ্রকটাটোপবিপটিনক্ষমাঃ ॥

[আমরা (গ্রাম্য) কবি-মাত্র নহি, আমরা তন্ত্রশাস্ত্রবিৎ পুরোহিত-মাত্র নহি, আমরা প্রতিবাদী ভয়ঙ্করগণের প্রকাশিত গর্ব্ব-বিদারণে সমর্থ।]

অক্কিয়াযাতি দূতগণের নিকট হইতে বালক যামুন-রচিত শ্লোকটী প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ অপমানিত মনে করিলেন। তিনি অনেক বৃদ্ধ অভিজ্ঞ শাস্ত্র-পারঙ্গত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের মুখ হইতেও এরূপ স্পর্দ্ধা-বিকাশী বাক্য কখনও শুনেন নাই, এক্ষণে দ্বাদশ-বর্ষীয় অর্ভক* কর্ত্তৃক এই ভাবে সম্ভাষিত হইয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। শ্লোকটী পাঠ করিয়া দিগ্বিদিক-জ্ঞানহারা হইলেন ও রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আপনার রাজ্যে প্রজাগণ আপনার শাসন-দণ্ডের যদি অপমান করে, তাহা হইলে এরূপ প্রজার সমুচিত দণ্ড এতদ্দণ্ডেই হওয়া আবশ্যক। অবহেলন-কারী প্রজার দণ্ড-বিধানে সমর্থ না হইলে অচিরেই রাজ্য বিধ্বংস হয়। আপনার রাজ্যে মহাভাষ্য ভট্ট নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করে। তাহার যামুন-নামে একটী দ্বাদশ-বর্ষীয় ছাত্র আছে। সেই বালক আপনার শাসন অবমাননা করিয়া স্বগর্ব্বে মত্ত হইয়া আপনাকে রাজশক্তিধর বলিয়া বিশ্বাস করে না। আপনার আশ্রিত ব্রাহ্মণকে গণনাই করে না। ইহার কি কিছু প্রতিকার নাই?"

পুরোহিতের নিবেদন শ্রবণ করিয়া চোলরাজ পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত বিচার-পূর্ব্বক যামুনকে আনাইতে পাঠাইলেন। যামুন অনাদৃত নিমন্ত্রণ-জ্ঞানে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করায় চোল-নরেন্দ্র শিবিকা প্রেরণ করিয়া সমাদরে আহ্বান করিলেন। শিবিকাধিরোহণে অনতিবিলম্বেই রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া সভাস্থলে একটী শ্লোক রচনা করিলেন ও চোলরাজকে পরাজিত পণ্ডিত-মণ্ডলী আহ্বানের অনুরোধ করিলেন। রাজাজ্ঞা প্রাপ্তমাত্র ক্ষণ-কালের মধ্যে সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্না-রাজসভা মহতী বিদ্বৎসভায় পরিণতা হইল।

* অর্ভক—বালক।

রাজ-পুরোহিত কর্তৃক পণ্ডিতগণ পরাজিত হইলেও নানা-শাস্ত্রকুশল কোবিদগণ পাণ্ডিত্যে অপারক ছিলেন না। স্ব-স্ব যোগ্যস্থলে বিচার-শ্রবণেচ্ছুগণ একত্রিত হইল। **রাজ-পুরোহিত** মনে মনে **চিন্তা করিতে লাগিলেন** যে, এই বালক অনেক বিষয়ে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু **দ্বাদশবর্ষের মধ্যে অসংখ্য শাস্ত্র-অধ্যয়নে** অদ্যাপি **সমর্থ হয় নাই**। ইহাকে শাস্ত্রালাপে পরাভূত করাই সুবিধাজনক, এইরূপে মনে মনে চিন্তা করিতেছেন। এই সময়ে চোল-রাজের অন্তঃপুরে একটী ঘটনা হইল। যামুন ও পুরোহিতের মধ্যে বিচারে কে জয়লাভ করিবেন, এই বিষয়ে চোলরাজ ও তদীয় পত্নীর সহিত আলাপ হইতেছিল। রাজা নিজ-পুরোহিতকে জয়ী দেখিলে সুখী হন, এজন্য পুরোহিতের জয় কল্পনা করিতেছিলেন। রাজ্ঞী রাজার ঐ কথা পোষণ করিতে পারিলেন না। উঁহাদের আলাপ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইল। রাজা পুরোহিতের নিশ্চয় জয় হইবে, ইহা প্রতিপন্ন করিতে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। **রাজ্ঞী রাজ-বাক্যের প্রতিপক্ষে** দাঁড়াইলেন। পরিশেষে উভয়ের মধ্যে বিবাদ হইয়া উঠিলে পণদ্বারা বিবাদ-প্রশমনের আবশ্যক হইল। **রাজা প্রতিজ্ঞা** করিলেন যে, **পুরোহিত পরাভূত** হইলে তিনি **অর্দ্ধ রাজ্য** হারাইবেন, **রাজপত্নী প্রতিজ্ঞা** করিলেন, **যামুন পরাজিত হইলে** তিনি **ছয়মাসকাল দাসীত্ব** স্বীকার করিবেন।

এইরূপ পণ নিরূপিত হইলে, চোলরাজ পণ্ডিতগণের সভায় আগত হইলেন। রাজ-পুরোহিত যামুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"বৎস! তুমি বালক ও বিদ্যানুরাগী হইতে পার; কিন্তু শাস্ত্র-তর্কে ক্ষমবান্ নও। যদ্যপি লৌকিক এবং বৈদিক তোমার কথিত বাক্যত্রয় আমি খণ্ডন করিতে সমর্থ হই, অথবা আমার এবম্প্রকার তিনটী বাক্যের তুমি দোষ দেখাইতে পার, তাহা হইলে পরাজিত ব্যক্তি অবশ্যই দণ্ডনীয় হইবে।" পুরোহিতের

বাক্য শুনিয়া **যামুন** স্বীকৃত হইয়া **বলিলেন,**—"আমিই **তিনটী লৌকিক বাক্য** বলিতেছি, আপনার ক্ষমতা থাকিলে তাহার **প্রতিবাদ করিয়া** আমাকে **পরাজয় করুন**। আমাকে লৌকিক বাক্যে পরাজিত করিলে পরে শাস্ত্র-সম্বন্ধে বিচার করিয়া জয়াদি নির্ণয় করিব।" যামুন রাজ-পুরোহিতকে সম্বোধন করিয়া নিম্নোক্ত শ্লোকটী বলিলেন,—

অবন্ধ্যা কিল তে মাতা বিদ্বন্ রাজপুরোহিত।
এষ রাজা সার্ব্বভৌমো রাজপত্নী পতিব্রতা॥

[হে বিদ্বান্ রাজপুরোহিত! আপনার মাতা অবন্ধ্যা, এই রাজা সার্ব্বভৌম সম্রাট্ এবং রাজমহিষী পতিব্রতা]

শ্লোক-শ্রবণে পণ্ডিতের প্রতিবাদ করা দূরে যাউক, লজ্জায় অবনতশীর্ষ হইয়া মৌনাবলম্বনে বাধ্য হইলেন। রাজ-পুরোহিতের তুষ্ণীম্ভাব-দর্শনে যামুন বলিতে লাগিলেন, "আপনি বৃদ্ধ ও রাজানুগৃহীত। আপনি পরাজিত হইয়াছেন, সুতরাং আপনার বাক্যানুসারেই আপনি দণ্ডনীয়। ভবিষ্যতে বিজয়-চিহ্ন-সকল প্রদর্শন করিবেন না, ইহাই আপনার দণ্ড। অন্য দণ্ড আমি প্রদান করিতে প্রস্তুত নহি।"

যামুনাচার্য্য বিজেতা হইয়া অর্দ্ধরাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। যামুনের পিতা-মাতা পুত্রের ঈদৃশ পাণ্ডিত্য অবলোকন করিয়া আনন্দ-সাগরে আপ্লুত হইলেন। রাজ্যার্দ্ধ প্রাপ্তে তাঁহাদের দরিদ্রতা প্রশমিত হইয়া বিপুল-ঐশ্বর্য্যাধিকার হইল। এই সময়ে পিতা-মাতার আগ্রহে শ্রীযামুনাচার্য্য দার-পরিগ্রহ করিয়া দ্বিতীয়াশ্রমোচিত কর্ম্ম সম্পন্ন করতঃ বীরনারায়ণপুরে বাস করিতে লাগিলেন। গৃহস্থাশ্রমে বাসকালে যামুন যথাশাস্ত্র পিতৃ-দেবের শুশ্রূষাদি সম্পন্ন করিয়া সাধারণের প্রীতি-পাত্র হইলেন। কিছু-কালের মধ্যে পিতা ঈশ্বর ভট্টের পরলোক প্রাপ্তি হইল। পিতার পার-

লৌকিক কর্ম্ম যথাবিধি সম্পন্ন করিলেন। ইহার পরেই যামুনাচার্য্য যথাকালে বর-রঙ্গ ও শোদৃপূর্ণ-নামে দুইটী পুত্র লাভ করেন।

যামুনাচার্য্যের সৌভাগ্য বৃদ্ধির পর হইতে বহুকাল পর্য্যন্ত রামমিশ্র যামুনের তত্ত্বাবধারণ-কার্য্য হইতে বিরত হইয়াছিলেন। ক্রমশঃ যামুনের স্মরণ-পথ হইতে রামমিশ্র দূরে পড়িতে লাগিলেন। তিনি দরিদ্র ঈশ্বর ভট্টের তনয় যামুনকে জন্মাবধি স্নেহ-চক্ষেই দেখিতেন। এক্ষণে যামুন রাজ্যার্দ্ধ প্রাপ্ত হইয়াছেন ; রামমিশ্রের ন্যায় শুভানুধ্যায়ীর তাঁহার সমীপে পূর্ব্বভাবে গমনাগমনের উপায় রহিল না। যামুনাচার্য্য রাজভোগে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। রামমিশ্র দেখিলেন, গুর্ব্বাজ্ঞা পালন হইতেছে না। তাঁহার ন্যায় দরিদ্র ব্যক্তির যামুনের সহিত সাক্ষাৎ লাভ একপ্রকার দুর্লভ হইয়াছে। এক্ষণে প্রতিজ্ঞা পালন করিতে হইলে গূঢ়-নীতি অবলম্বন করা আবশ্যক। অতএব উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা সেইরূপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

যামুনাচার্য্যের প্রাসাদ সপ্তকক্ষ-সমন্বিত। প্রভূত হস্তী, অশ্ব, রথ এবং শূরাদি-পরিবেষ্টিত। এই সকল প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া যামুনের সহিত পরিচিত হইবার উপায় উদ্ভাবন-বাসনায় কিছুদিনের মধ্যে যামুন-রাজের পাচকের সহিত রামমিশ্র সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন ও নানা কৌশলে যামুন-রাজের পরম প্রেষ্ঠ আহার্য্য দ্রব্যের নাম জানিয়া সখার সন্নিধানে তদীয় কথিত **অলর্ক-শাক** সংগ্রহ করতঃ রাখিয়া যাইতেন। যামুন স্বীয় অভীপ্সিত দ্রব্য প্রত্যহ ভোজন-কালে প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিতেন। এই প্রকারে ছয়মাসকাল অতীত হইল। কাহার দ্বারা এই শাক প্রত্যহ নিয়মিত সংগ্রহ হইতেছে, এ বিষয়ে তাঁহার মন আকৃষ্ট হইল না। রামমিশ্র দেখিলেন যে, উদ্ভাবিত অভীষ্ট-উপায় ফলবান হইল না। কি উপায় অবলম্বন করিলে তিনি যামুনের লক্ষ্য পদার্থ হইতে

পারেন, রামমিশ্র তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। মনে করিলেন, ছয়মাসকাল নিয়মিত শাক ভোজন করিয়াও যখন যামুন রামমিশ্রের সন্দেশ গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন, তখন তাহার অভাব হইলে শাক-সংগ্রহকারীর অনুসন্ধান হওয়ারই সম্ভাবনা। এই স্থির করিয়া দিবস-চতুষ্টয়ের জন্য বিরত হইলেন। যামুনাচার্য্য প্রাত্যহিক আহারের বিপর্য্যয়-সন্দর্শনে কারণ জানিবার ইচ্ছা করিলেন।

পরে পঞ্চম দিবসে যথাকালে রামমিশ্র অলর্ক-শাক লইয়া পাচক-সন্নিধানে উপনীত হইলে পাচক জিজ্ঞাসা করিলেন, "সখে! তুমি ছয়মাস কাল যথাকালে যামুন-রাজের অলর্ক-শাক সংগ্রহ করিয়া আসিতেছ। একদিনের জন্যও তোমার অদর্শন-জনিত ফল আমাকে ভোগ করিতে হয় নাই। কি কারণে তুমি উপর্য্যুপরি দিবস-চতুষ্টয় এখানে আস নাই? কেনই বা নিয়মিতরূপে শাক পাঠাইয়া দাও নাই? এই অলর্ক-শাক আমার প্রভুর অতীব প্রিয় বস্তু। ইহার প্রভাবে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও মেধা বৃদ্ধি হয়। এই শাক ব্যতীত তাঁহার ভোজনে বিশেষ ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছে। আমার প্রতি বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তোমার সাহায্যে আমি রাজার বিশেষ প্রীতি-লাভে সমর্থ হইয়াছি। এক্ষণে তোমার অনাগমনে আমি কোপানলে পড়িয়াছি।" পাচকের বাক্য শ্রবণ করিয়া রামমিশ্র বলিলেন,—"মদীয় আচার্য্যের আদেশে ছয়মাস-কাল প্রত্যহই শাক সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি। তোমার প্রভুর আজ্ঞাক্রমে শাক সংগ্রহ করি নাই। যখন আপনা হইতেই শাক দিয়াছি, যথাকালে সংগ্রহ করিয়া দেওয়া, না দেওয়া আমার ইচ্ছা। যামুন-রাজ এই কার্য্যের ভার আমায় অর্পণ করেন নাই, অতএব প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হওয়া আমার ইচ্ছাধীন।" এই বলিয়া বৃদ্ধ রামমিশ্র চলিয়া গেলেন।

যামুনাচার্য্য ভোজন-সময়ে পুনরায় অলর্ক-শাক প্রাপ্ত হইয়া পাচককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"অদ্য চারি দিন হইল একেবারেই অলর্ক-শাক পাওয়া যায় নাই। অদ্য কি প্রকারে, কাহার দ্বারা এই শাকের সংগ্রহ হইল?" তদুত্তরে পাচক বলিলেন,—"কোন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বিগত ছয়মাস-কাল রাজার প্রীতির জন্য ভক্তি-সহকারে যমাসময়ে প্রত্যহই শাক দিয়াছেন। কেবল মধ্যে চারিদিন অলর্ক-শাক দিতে আসেন নাই। অদ্য প্রাতে শাক লইয়া পূর্ব্বের মত পুনরায় আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে না আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন,—'আমি রাজাজ্ঞা-প্রেরিত হইয়া শাক সংগ্রহ করি নাই, আমার আচার্য্যের আজ্ঞা পালনের জন্যই শাক দিয়াছি।' এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পরম বৈষ্ণব, বিশেষ বুদ্ধিমান্, পণ্ডিত। তাঁহার কিছুরই অভাব নাই। তিনি কেবল আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষী।" পাচকের বাক্য শ্রবণ করিয়া যামুন-রাজ কহিলেন,—"আগামী কল্য বৃদ্ধ আসিলে আমার সমক্ষে তাঁহাকে লইয়া আসিও।"

পরদিন প্রাতে রামমিশ্র উপস্থিত হইয়া যামুন-সমীপে নীত হইলে যামুন-রাজও ব্রাহ্মণ-যোগ্য সম্মান-অভিবাদন-পূর্ব্বক চরণ বন্দনা করিলেন। যামুনরাজ রামমিশ্রকে কহিলেন,—"প্রভো! আপনি ধন, ভূমি, অথবা যাহা কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন, সকলই দিয়া কৃতার্থ হইব।" রামমিশ্র যামুনের এতাদৃশ কারুণ্যপূর্ণ-বাক্য-শ্রবণে প্রীত হইয়া বলিলেন,—"রাজন্! তোমার নিকট হইতে আমি কোন ধন বা ক্ষেত্র আকাঙ্ক্ষা করি না, বরং তোমার পূর্ব্ব-পুরুষের উপার্জ্জিত ধন ও ক্ষেত্রাদি যাহা আমার তত্ত্বাবধানে আছে, উহাই প্রদর্শন-বাসনায় তোমার নিকট আসিয়াছি। সেই ধন-সকল দেখাইয়া দিতে কয়েক দিন সময় লাগিবে, এজন্য দ্বারপাল প্রভৃতি যাহাতে আমার গমনাগমনের প্রতিবন্ধক-স্বরূপ না হয়, এইরূপ আদেশ কর। আমি প্রত্যহই তোমার নিকট আগমন করিয়া তোমার পিতামহ-অর্জ্জিত ধন ও ক্ষেত্র দেখাইয়া দিব।"

এইরূপ বলিয়া রামমিশ্র বাটী আসিলেন ও কৃত্য-সমাপনান্তে **শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা** হস্তে লইয়া যামুন-সমীপে গমন করিলেন। কয়েক দিনের মধ্যে যামুনের নিকট সমগ্র গীতা-ব্যাখ্যা ও উহার তাৎপর্য্য তাঁহাকে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্যের উন্নতি করিতে সমর্থ হইলেন। যামুনাচার্য্যের ভক্তি ও বৈরাগ্য এতাদৃশী বৃদ্ধি হইল যে, তিনি রামমিশ্রকে বলিলেন,—"প্রভো! আমি নিতান্ত অজ্ঞান, দীন। আপনার নির্হেতুকী কৃপা ব্যতীত আমার অন্য উপায় নাই। কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে আমার ভগবদ্দর্শন ঘটে, ইহাই আমাকে উপদেশ করুন।" যামুনের দৈন্যোক্তি শ্রবণানন্তর রামমিশ্র মহোদয় পূর্ব্বাচার্য্য-কথিত শাসন-সমূহ গোপনে প্রদান করিলেন এবং চরম শ্লোকের তাৎপর্য্য প্রদান-পূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া রঙ্গক্ষেত্রে গেলেন। তথায় যামুনকে কাবেরী-স্নান করাইয়া রঙ্গনাথ-শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করাইলেন।

যামুনাচার্য্য রঙ্গনাথের কৃপা প্রাপ্ত হইয়া অতুলৈশ্বর্য্য সমস্ত পরিত্যাগ-পূর্ব্বক **রামমিশ্রের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ** করিলেন। **যাবতীয় সম্পত্তি শ্রীরঙ্গনাথের সেবায় অর্পিত** হইল। যামুনাচার্য্য রঙ্গক্ষেত্রে বৈষ্ণবগণের সঙ্গানন্দে আজীবন ঈশ-কৈঙ্কর্য্যে আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন।

এইকালে তাঁহার শিষ্য-সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। বৃহচ্চরণের বংশে মহাপূর্ণ জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীরঙ্গনগরে মহাপূর্ণ সুবিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। সৌভাগ্য-ক্রমে তিনি যামুনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন ও **শ্রীপরাঙ্কুশ দাস** নামে অভিহিত হইলেন। বেঙ্কটাদ্রির উত্তরে শ্রীশৈলপূর্ণাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া যামুন-মুনির চরণাশ্রয় করিলেন। পাণ্ড্যদেশ-সমুদ্ভূত গোষ্ঠীপূর্ণাচার্য্যও যামুনাচার্য্যের শিষ্য হইলেন। বেদ-বেদাঙ্গ-সম্পন্ন ভগবৎসেবাপরায়ণ সুন্দরাচলবাসী মালাধর যামুন-বৈভব

অবগত হইয়া আচার্য্যের শরণাপন্ন হইলেন। পাণ্ড্য-প্রদেশোৎপন্ন মারণের্ণবি নামক পণ্ডিতও শ্রীযামুন-মুনির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তৎসন্নিধানে বাস করিতে লাগিলেন। মহীসার (মহীশূর) ক্ষেত্রের অন্তর্গত শূদ্র-কুলোদ্ভূত কমলাপতির পুত্র কাঞ্চীপূর্ণ যামুনের একজন শিষ্য হইলেন। চোল-ভূপতি ও তদীয় মহিষী যামুনাচার্য্যের সংসার-ত্যাগ ও বৈরাগ্যাদি শ্রবণে আচার্য্যের শ্রীচরণ-দর্শনের জন্য শ্রীরঙ্গনগরে আগমন করিলেন। তাঁহাদের প্রার্থনানুসারে আচার্য্য যামুন তাঁহাদিগকে পঞ্চ-সংস্কার দ্বারা শোধিত করতঃ বৈষ্ণব-নাম-প্রদান-পূর্ব্বক শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন। ক্রমশঃ যামুনাচার্য্য স্বীয় অর্চ্চন-বলে এরূপ বৈভব লাভ করিলেন যে, দাক্ষিণাত্যে সর্ব্বত্রই তাঁহার স্তুতিবাদ সকলেই গান করিতে লাগিলেন। যামুন-মুনি ক্রমান্বয়ে একবিংশতি প্রধান শিষ্য ব্যতীত অনেক শিষ্য লাভ করিয়াছিলেন।

একদা যামুনাচার্য্য স্বীয় গুরু রামমিশ্রের নিকট পিতামহ শ্রীমন্নাথ-মুনি-প্রদর্শিত অষ্টাঙ্গ-যোগ প্রদান করিতে প্রার্থনা জানাইলে রামমিশ্র বলিলেন, —"বৎস! শ্রীমন্নাথ-মুনি **আমার গুরু পুণ্ডরীকাক্ষকে সিদ্ধান্ত-রক্ষার ভার দিয়াছিলেন**; অষ্টাঙ্গ-যোগ শিক্ষা দেন নাই। কুরকানাথ-নামক শিষ্যকে অষ্টাঙ্গ-যোগের ভার দিয়াছেন। অষ্টাঙ্গ-যোগ আমিও পাই নাই। অতএব তাঁহার নিকট গিয়া অষ্টাঙ্গ-যোগ গ্রহণ করিও।" রামমিশ্র যামুনাচার্য্যকে মহাবিষ্ণু-সিদ্ধান্ত সম্যগ্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিলেন এবং তাঁহার দ্বারা উহা বিশেষরূপে সমৃদ্ধ করাইলেন।

কিছুদিন পরে রামমিশ্র ইহলৌকিক কলেবর পরিত্যাগ করিলে যামুনাচার্য্য সর্ব্বতোভাবে বৈষ্ণব-সংস্কারে তাঁহার সৎকার সম্পন্ন করিলেন। তদীয় বিয়োগ যামুন ও তৎশিষ্যবর্গের শ্রীরঙ্গ-নগরে বাস করা বিষম কষ্টের কারণ হইলে দুঃখভারাবনত হইয়া যোগাভ্যাস-লালসায় শ্রীরঙ্গ-

নগর হইতে মহাপূর্ণ প্রভৃতি শিষ্য-সহ কুরকানাথের আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নিকটবর্ত্তী হইলে বহু-শিষ্য-সমভিব্যাহারে যাওয়া অসঙ্গত মনে করিয়া একাকী যামুন আশ্রমে উপনীত হইলেন। তথায় যোগীবরের ঐশ্বর্য্য অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন। যোগারূঢ় মহাত্মা পশ্চাতে অবলোকন না করিয়া বলিলেন, "গুরু শ্রীনাথের বংশের কোন মহাত্মা কি এখানে শুভাগমন করিয়াছেন ?" যোগীর বাক্য শ্রবণ করিয়া যামুন-মুনি অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন, "দেব, আপনার দাস যামুন আপনার চরণান্তিকে আসিয়াছে। আমি অপর গৃহে থাকা-সত্ত্বে আপনি কিরূপে আমার আগমন অনুভব করিতে সক্ষম হইলেন ?" যামুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কুরকানাথ-যোগীন্দ্র বলিলেন, "ভগবান্ নারায়ণ লক্ষ্মীর সহিত অহরহঃ ক্রীড়ায় নিযুক্ত থাকেন। এই মাত্র সেই সর্ব্বেশ্বর লক্ষ্মীর সহিত অপ্রতিবন্ধ বিহার ত্যাগ করতঃ আমার বাহু দুই তিনবার এই কুটীরের বহির্ভাগে নির্দ্দেশ করাইয়া দিলেন। এইজন্যই আমি ঐপ্রকার বাক্য দ্বারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম।" যামুন যোগীন্দ্রের অসামান্য ঐশ্বর্য্য স্মরণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ঐ যোগ-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করিলে যোগীবর কহিলেন, "আমার দেহাবসানে তোমাকে এই যোগ আমি অবশ্যই প্রদান করিব। আমি পৌষ-মাসে বৃহস্পতির পুষ্যা-নক্ষত্রে অবস্থান-কালীন অভিজিন্মুহূর্ত্তে দেহত্যাগ করিব। তুমি ঐ দিবসের পূর্ব্বে অবশ্য আমার নিকট আসিবে।" এই বলিয়া একখণ্ড পত্রে উহা লিখিয়া যামুনকে দিলেন, যামুনও প্রণতি-পূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীরঙ্গ-ক্ষেত্রে পুনরায় উপস্থিত হইলেন। রঙ্গক্ষেত্রে আসিয়াই যামুনাচার্য্য অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্র গায়কাগ্রণী বর-রঙ্গ শ্রীশঠকোপ-বিরচিত সহস্র-গীতি-দ্বারা সর্ব্বসাধারণের শ্রুতি-সুখ-সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বর-রঙ্গের অনন্তপুর-বৈভব-অভিনয় এতাদৃশ সুন্দরভাবে প্রকটিত

হইয়াছিল যে, যামুনাচার্য্যের অনন্তপুর-বৈভব-দর্শন-লালসা অতিশয় বৃদ্ধি হয়। দৈবযোগে তিনি অতি সত্বর অনন্তপুর দর্শন ও তথায় অনন্ত-শয়নকে প্রাপ্ত হইয়া শিষ্যাদি-পরিবৃত হইয়া কিছুকাল বাস করেন। এই সময়ে রঙ্গনগরে দেবারিনাথ নামক যামুনের এক শিষ্যের মুখ ও পদাদি বিবর্ণতা লাভ করে। তদ্দর্শনে বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় দেবারি-নাথ বলিয়াছিলেন যে, **গুরু-নিন্দা ও লঙ্ঘন-জনিত পাপ-প্রভাবেই তাঁহার এই দুর্দ্দশা হইয়াছে।** ইহা শুনিয়া বৈষ্ণবগণের অনুরোধ-ক্রমে যামুনাচার্য্যের নিকট দেবারিনাথ গমন করিতে যত্নবান্ হন। সত্বর রঙ্গনগর হইতে বাহির হইয়া তিন ক্রোশের মধ্যেই শ্রীযামুন-মুনিকে রঙ্গনাথে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া শ্রীদেবারিনাথ তাঁহার পদদ্বয় ভক্তি-পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। যামুন অসন্তুষ্ট হইয়া ভীত দেবারিনাথকে তাঁহার নিকট আগমন-জনিত উল্লঙ্ঘন-সম্বন্ধে ভৎর্সনা ও উপদেশ করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে শিষ্যগণের নিকট তাঁহার আগমন-বার্ত্তা জানিয়া স্বীয় পাদদ্বয়-দ্বারা কৃপা করতঃ তাঁহাকে অনন্তপুরে পদ্মনাভকে প্রণাম করিবার জন্য যাইতে বলিলেন। ইহা শুনিয়া দেবারিনাথ বলিলেন,—"গুরো! যে প্রদেশ ছাড়িয়া আপনি চলিয়া আসিয়াছেন, তথায় আমার যাওয়া বৃথা শ্রম ব্যতীত আর কিছুই নহে।" ইহা শুনিয়া যামুন সন্তুষ্ট হইয়া মনে করিলেন যে, এই শিষ্য বাস্তবিকই মহৎ ও সর্ব্বসদ্‌গুণ-মণ্ডিত। ইহার বিশ্বাস এই যে, **যথায় গুরু বাস করেন, সেই স্থানই পরম তীর্থ; তদপেক্ষা উত্তম স্থান আর কুত্রাপি নাই।**

যামুনাচার্য্য এই ভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে মধুর-পুরীতে উপস্থিত হইয়া 'বৈথা' স্নান করিলেন। এই সময়ে তাঁহার যোগানুশীলন-বাসনা প্রবলা হওয়ায় কুরকানাথ-যোগীবরের নির্ণীত দিবস কতদিন বিলম্ব আছে,

জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহে পত্রিকা-সন্দর্শনে জানিলেন যে, সেই দিবসেই মহানুভব কুরকানাথ নশ্বর শরীর ত্যাগ করিবেন। তিনি শিষ্যগণের নিকট এই দুঃখ-বারতা বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

তদবধি শ্রীযামুনাচার্য্য রঙ্গনগরে বাস করিতেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও পারলৌকিক অভিজ্ঞতায় দাক্ষিণাত্যবাসী সকলেই বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। শিষ্যগণ ও আধস্তনিক বৈষ্ণববৃন্দের উপকারার্থ শ্রীযামুনাচার্য্য **পাঁচখানি গ্রন্থ রচনা** করিয়াছিলেন। 'স্তোত্ররত্ন', যাহা আলবন্দারু-ঋষি-কৃত বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহার রচয়িতা শ্রীযামুনাচার্য্য। 'শ্রীগীতা-সংগ্রহ' যামুনের আর একখানি গ্রন্থ। শ্রীযামুনাচার্য্য তত্ত্ব-বিষয়ক 'সিদ্ধিত্রয়' নামক গ্রন্থত্রয় প্রস্তুত করেন। ঐ সিদ্ধিত্রয় জগতে, বিশেষতঃ বিদ্বৎ-সংসারে প্রভূত সম্মান লাভ করিয়াছে।

যামুনাচার্য্য শ্রী-সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্যগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্য শ্রীরঙ্গনাথের সেবায় নিযুক্ত করায় শ্রীরঙ্গনাথ-দেবের সেবা পূর্ব্বাপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে সমৃদ্ধি হইয়াছিল।

শ্রী-সম্প্রদায়স্থিত বৈষ্ণববৃন্দের বিশ্বাস যে, শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস ব্রহ্মসূত্র অবতারণা করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈত-মত জগতে প্রচার করেন। কালে ব্রহ্মসূত্রের বিশদ ভাষ্য হওয়ার প্রয়োজন হইলে মহর্ষি বৌধায়ন বিশিষ্টাদ্বৈত-মত পোষণ করতঃ সূত্র-ভাষ্য জগতে প্রচার করেন। নির্ব্বিশেষবাদিগণ যে-সময়ে বৌদ্ধ-বিশ্বাসে সন্তাড়িত হইয়া কেবলাদ্বৈত-মত প্রচার করেন, সেইকালে বৌধায়নের বিশিষ্টাদ্বৈত-মতের প্রতি মায়াবাদিগণ অযথা আক্রমণ করেন। যামুনাচার্য্য এই নির্ব্বিশেষবাদি-গণকে বুঝাইবার সঙ্কল্প করিয়া 'আত্মসিদ্ধি', 'সম্বিৎসিদ্ধি'ও 'স্বপ্রকাশসিদ্ধি' নামক গ্রন্থত্রয় রচনা করেন। বৌধায়ন-মত পর্য্যবসান হইবার পূর্ব্বেই

তন্মতাবলম্বী **দ্রমিড়াচার্য্য** ও **টঙ্কাচার্য্য** নামক **বিশেষবাদী কর্ত্তৃক বিশিষ্টাদ্বৈত-মত পুষ্ট** হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত **গুহদেব, ভারুচি** প্রভৃতি বিশিষ্টাদ্বৈতিগণ কয়েকখানি বেদান্ত-বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়া ঐ মতের পোষকতা করিয়াছিলেন। যামুনাচার্য্যের সময় নির্ব্বিশেষবাদি-গণের বিশেষ দৌরাত্ম্যে সনাতন-মত ক্ষীণতা লাভ করে। এইজন্যই যামুনাচার্য্য সিদ্ধিত্রয় রচনার প্রয়াস করেন। যামুনাচার্য্যের এই সিদ্ধি-ত্রয়ের বিরুদ্ধে নির্ব্বিশেষ-মতাবলম্বিগণও যুক্তিকুঠার প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। সর্ব্ববেদান্ত-পারঙ্গত শ্রীভাষ্যকার যামুনাচার্য্যের অনুশিষ্য শ্রীমদ্ যতীন্দ্র রামানুজ শ্রীযামুনাচার্য্য-সম্বন্ধে তাঁহার 'বেদার্থ-সংগ্রহে'র মঙ্গলাচরণে কিরূপ লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে যামুনের বেদান্তাধিকার সম্যক্ প্রস্ফুট হইবে —

পরং ব্রহ্মেবাজ্ঞং ভ্রমপরিগতং সংসরতিতৎ
পরোপাধ্যা লীঢ়ং বিবশমশুভস্যাস্পদমিতি।
শ্রুতিন্যায়পেতং জগতি বিততং মোহনমিদং
তমো যেনাপাস্তং স হি বিজয়তে যামূনমুনিঃ ॥

নির্ব্বিশেষ-মত-পোষ্টা শ্রীমান্ শঙ্করারণ্য বলেন, পরব্রহ্মের অজ্ঞতাই জীবত্ব। পরব্রহ্ম ভ্রান্ত হইয়া বিবিধ ভেদ দর্শন করেন। জন্ম-জরা-মরণাদি সাংসারিক দুঃখ-সকল অজ্ঞতা ও ভ্রান্তি-প্রসূত। ভাস্কর ভট্ট বলেন,— উপাধ্যন্তর-নিরপেক্ষ-ব্রহ্ম উপাধি-সংবদ্ধ হইলে কর্ম্মবশ্যতা লাভ করেন। যাদবপ্রকাশ-মতে অচিদ্বস্তুতে পরিণাম-যোগ্যতা অবশ্যম্ভাবী, এজন্য অশুভাস্পদত্ব। এই ত্রিবিধ শ্রুতি-ন্যায়-বিরুদ্ধ, জগতে প্রচারিত যথার্থ-জ্ঞানাবরণ-মোহন-মত শ্রীযামুনাচার্য্যপাদই দূরীকৃত করিয়াছেন। তিনি জয়যুক্ত হউন।

শঙ্করাচার্য্যের মতে কেবলাদ্বৈত-সত্তাই যথার্থ। অদ্বৈতের বিশিষ্টতা-

লোপই তাঁহার উদ্দেশ্য। কেবলাদ্বৈত রক্ষা করিতে হইলে অদ্বৈতের বিশিষ্টতা দূর করাই প্রয়োজন হয়। তজ্জন্য 'মায়া' নামক ভ্রমের সাহায্য-অবলম্বনে মায়াধীশকে জীবত্বে সংস্থাপিত করা হইয়াছে। কেবল শব্দের অর্থ—অবিমিশ্র, সহায়-রহিত। তাহা হইলে মায়ার সহায়তা ব্রহ্ম কেন গ্রহণ করিবেন, বুঝা যায় না। পরব্রহ্মের মায়া-সঙ্গের স্পৃহাও অজ্ঞতা-জ্ঞাপী। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"—এই বেদ-বচনের সার্থকতা কোথায়? মায়ার পরব্রহ্মগ্রাসিতা-শক্তি ও মায়াধীশের মায়াধীন হইবার ভ্রম-যোগ্যতা সংসার-দুঃখ বুঝাইবার উপাদান না করিলে জীবত্ব অবস্থা বুঝিবার উপায় থাকে না। শঙ্করের অধস্তন মায়াবাদিগণ স্বকপোল-কল্পিত শব্দার্থ নির্ম্মাণ করিয়া কোন-প্রকারে আত্মরক্ষার জন্য নানা অপ্রাসঙ্গিক কথার আবির্ভাব করাইতে বাধ্য হন। অবিদ্যা ব্রহ্ম-স্বরূপকে তিরোধান করাইয়া মিথ্যা-প্রসবিনী মায়া নানা দ্রব্য সৃষ্টি করতঃ পরব্রহ্মের মিথ্যা-ভেদ-প্রতীতি করাইতে পারিলেই মিথ্যা-দুঃখ-সুখাদি ভোগ করায়। স্বরূপ-জ্ঞানরূপ তত্ত্বস্তুর আশ্রয়ে অবিদ্যা-বিধ্বংসতা লাভ করিলে ভেদের উপলব্ধি হয়। ভেদ না থাকিলে সুখ-দুঃখাদি অবস্থা থাকে না, পরব্রহ্মত্ব লাভ হয়। ইহাই শঙ্কর-মত। অবিদ্যা যথার্থই মিথ্যা—এই জ্ঞান শঙ্কর স্বয়ং যথার্থ বিশ্বাস করিলে কখনই অবিদ্যা-সহকারে নির্ম্মিত মায়াবাদ প্রচার করিতেন না, যেহেতু তাঁহার মিথ্যা-স্বরূপ অবিদ্যার সাহায্য-কল্পনাই তাঁহার অবিদ্যা-কল্পিত বাক্যের সংহার করিয়াছে।

যে বাদ তিনি প্রচার করিলেন, তাহাই ব্রহ্মকে অবিদ্যা-গ্রস্ত করা তাঁহার নিজ-অবিদ্যা-গ্রস্ত-বুদ্ধির বিবর্ত্ত-মাত্র। ভাস্কর ভট্ট বলেন,—ব্রহ্ম ও অচিৎএর ভেদাভেদ স্বাভাবিক। চিৎ ও ব্রহ্মের অভেদ স্বাভাবিক, ভেদটী ঔপাধিক মাত্র। মুক্তি হইলে অভেদ সিদ্ধ হয়। ইহাই ভাস্কর ভট্টের মত। চিৎ ও ব্রহ্মের ভেদাভেদ স্বাভাবিক, মুক্তিতেও ভেদ থাকে, ইহাই

যাদবপ্রকাশের মত। যামুনাচার্য্য এই তিন মতের শ্রুতি-প্রমাণ-বিরুদ্ধতা ও তর্কানুগৃহীত প্রমাণ-বিরুদ্ধতা প্রদর্শন করিয়া স্বীয় বৈদান্তিক পরিমল-বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। রামানুজাচার্য্য যামুনের নিকট হইতে নানা বিষয় শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, ইহা তিনিই স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন।

যামুনাচার্য্য তাঁহার সদৃশ অথবা তদপেক্ষা অধিক উপযুক্ত শিষ্য লাভ করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকিতেন। এইজন্য তিনি সর্ব্বদাই স্থানে স্থানে যোগ্য-পাত্র-অন্বেষণে লোক প্রেরণ করিতেন। শ্রীরামানুজ মহোদয় তৎকালে শৈশব ও বাল্য অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও নির্ম্মল-বুদ্ধিশক্তি তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যে সর্ব্বত্র মারুত-গতিতে প্রচারিত করিতেছিল। শ্রীযামুন-মুনি রামানুজের গুণগ্রাম শ্রবণ করতঃ তাঁহার দর্শন-কামনায় অচিরেই কাঞ্চীনগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যামুনের শিষ্য কাঞ্চীপূর্ণ গুরুর কাঞ্চীপুরীতে আগমন শ্রবণ করিয়া গুরু-দর্শনে গমন করিলেন। যামুনাচার্য্য বরদরাজের যথাবিধি পূজা সমাপন-পূর্ব্বক রামানুজকে স্বচক্ষে দর্শন করিবার জন্য নগরে ভ্রমণ করিতে বাহির হইলেন। সেইকালে যাদবাচার্য্য রামানুজ ও অন্যান্য শিষ্যাদিপরিবৃত হইয়া গমন করিতেছিলেন। শ্রীকাঞ্চীপূর্ণ গুরু যামুনের নিকট যাদবের পরিচয় দিয়া কহিলেন, ইঁহারই ছাত্র রামানুজ, ইঁহার নিকট তিনি বেদান্ত-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

যামুনাচার্য্য রামানুজকে দূর হইতে দর্শন করিয়া বিশেষ উৎফুল্লিত হইলেন। সেইকালে মনের ভাব গোপন করতঃ শ্রীরামানুজের সহিত অন্য কোন সম্ভাষণাদি না করিয়া তাঁহাকে স্ব-মতে আনয়নের জন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। যামুন স্বীয় নগরে ফিরিয়া গিয়া পূর্ণাচার্য্যকে কাঞ্চীস্থ বরদরাজের নিকট স্বীয় রচিত স্তোত্র পাঠ করিবার জন্য

পাঠাইয়া দিলেন। পূর্ণাচার্য্য গুরুর নিদেশ-মত দেবালয়ে স্তব পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। রামানুজ যামুন-রচিত স্তব শ্রবণ করিয়া তাঁহার দর্শন-লাভে ব্যগ্র হইলেন। পূর্ণাচার্য্য মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে দেখিয়া সাতিশয় পুলকিত হইয়া রামানুজকে সঙ্গে লইয়া রঙ্গক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। পথে যামুনাচার্য্যের লীলা-সম্বরণ শ্রবণ করিয়া উভয়েই ভগ্ন-মনোরথ হইলেন।

পূর্ণাচার্য্য গুরু-বিরহে নিতান্ত অধৈর্য্য হইলেও রামানুজের দুঃখ-নিবৃত্তি ও শোকাপনোদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মহাপূর্ণ রামানুজকে বলিলেন,—"চলুন, আমরা যত শীঘ্র পারি রঙ্গনগরে উপস্থিত হই; যেহেতু যামুনের পারলৌকিক-সংস্কার-কার্য্যে ব্রাহ্মণগণ ব্রতী হইবেন। তাঁহাদের ঐ কার্য্য করিবার প্রারম্ভেই আমাদের উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। সাধারণ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা যতিপুঙ্গবের পারলৌকিক-কার্য্য হওয়া বৈষ্ণব-জগতের অভীপ্সিত নহে।" নানাপ্রকার বিয়োগ-বিলাপ করিতে করিতে উভয়ে যামুন-কলেবরের নিকট উপস্থিত হইলেন।

রামানুজ দেখিলেন যে, যামুনাচার্য্যের তিনটী অঙ্গুলী সঙ্কুচিত রহিয়াছে। তিনি বলিলেন,—"আচার্য্যের অঙ্গুলীত্রয় কি স্বাভাবিক জন্মাবধি কুঞ্চিত,—না এক্ষণে কুঞ্চিত হইয়াছে?" সন্নিহিত বৈষ্ণবগণ কুঞ্চিতাঙ্গুলী দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"এক্ষণেই অঙ্গুলী কুঞ্চিত হইয়াছে। কি জন্য কুঞ্চিত হইয়াছে, তাহা আমরা জানি না। আপনি মহানুভব, অনুগ্রহ করিয়া ইহার কারণ বলুন।"

রামানুজ যামুনের অঙ্গুলী সঙ্কোচের কারণ সহসাই বুঝিতে পারিলেন। যতীন্দ্র-রামানুজ প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"আমি বৈষ্ণব-মতে থাকিয়া অজ্ঞান-মোহিত জীবগণকে পঞ্চ-সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া দ্রাবিড়-আম্নায় অধ্যয়ন করাইব এবং ভগবৎ-প্রাপ্তি-ধর্ম্ম-নিরত করাইয়া জগতের মঙ্গল সাধিত

করিব।" রামানুজের প্রথম অঙ্গীকার শেষ হইতে না হইতেই যামুনাচার্য্যের একটী অঙ্গুলী পূর্ব্বের ন্যায় সারল্য লাভ করিল। "বেদব্যাস-প্রণীত শারীরক ব্রহ্মসূত্রের 'শ্রীভাষ্য'-নামে ভাষ্য রচনা করিয়া সজ্জনগণের পরমোপকার সাধন করিব।" এই দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা উচ্চারিত হইবামাত্র যামুনাচার্য্যের দ্বিতীয় কুঞ্চিতাঙ্গুলী স্বভাব প্রাপ্ত হইল। রামানুজ তৃতীয়বার প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"লোকোপকারের জন্য পরাশর ঋষি কৃপা-পূর্ব্বক জীব, ঈশ্বর ও জগতের সম্বন্ধ প্রভৃতি নিরূপণ করিয়া পুরাণরত্ন রচনা করিয়াছেন; তাহার অভিধান রচনা করিব।" এই তৃতীয় অঙ্গীকার সমাপ্ত হইলে যামুনাচার্য্যের অঙ্গুলীত্রয় অসঙ্কুচিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় ধারণ করিল। এই পরমাশ্চর্য্য-ব্যাপার দর্শন করিয়া উপস্থিত সকলেই অত্যাশ্চর্য্য হইলেন। এক্ষণে রামানুজাচার্য্য স্ব-নগরে যাইবার বাসনা করায় দ্বিজগণ তাঁহাকে অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু রামানুজ তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া কাঞ্চী-অভিমুখে তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিলেন।

যামুনাচার্য্য এইরূপে রামানুজ-দ্বারা স্বীয় অভীষ্ট অসিদ্ধ-কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। তাঁহার অনেক দিনের বাসনা রামানুজাচার্য্য দ্বারা অনেক পরে সাধিত হইল। যামুনাচার্য্য শ্রী-সম্প্রদায়ে বিশেষ পূজিত। তাঁহাকে রামানুজ-দাসগণ অনুক্ষণ এই বলিয়া প্রণাম করেন—

নমো নমো যামুনায় যামুনায় নমো নমঃ।
নমো নমো যামুনায় যামুনায় নমো নমঃ॥

(সঃ তোঃ ১০।৫, ৭-১২ ; বঙ্গাব্দ ১৩০৫ ; খৃষ্টাব্দ ১৮৯৯)

অন্যাভিলাষ

আচার—লৌকিক ও পারমার্থিক—অনাদি-বাসনা হইতে স্বভাব গঠিত ও সঞ্চিত অজ্ঞাত-বাসনা দ্বারা পুষ্ট—প্রাক্তন-বাসনা ও প্রকাশমান বাসনার সংঘর্ষ—বাসনা-তৃপ্তির জন্যই ক্রিয়া—বাসনা বিনাশ—লৌকিক আচারিগণ অভিলাষ-সেবক—জীবের অস্তিত্ব-জ্ঞানই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রেরণা-দায়ক—কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার অভিব্যক্তি—প্রাক্তন-বাসনা ও প্রবৃত্ত-বাসনার প্রীতিতে জীবের প্রীতি—লৌকিক-বুদ্ধি ও অপ্রাকৃত-বুদ্ধির বিরোধ—অভিলাষিতাশূন্য অবস্থা আধ্যক্ষিক-জ্ঞানে অন্য অভিলাষেরই রূপান্তর—বঞ্চিত-বিশ্বাসক্রমে দুইপ্রকার জগৎ প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত—প্রবৃত্ত জগৎকে প্রাকৃত-আখ্যা ও নিবৃত্ত-জগৎকে অপ্রাকৃত-আখ্যা-প্রদান—ছয় রিপুকে ছয়টী মন্ত্রী ও কামকে প্রধান মন্ত্রী করিয়া প্রবৃত্ত-রাজ্য-শাসন—প্রবৃত্ত-মানবের প্রধান আশ্রয় প্রাকৃত-দেহ—প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত-মানবের বিবাদের মীমাংসায় মনু ও শ্রীমদ্ভাগবত—স্বার্থ ও পরার্থ—জড়ীয় সরল বিশ্বাসী—পরমেশ্বরের কৌশল—অন্যাভিলাষীর নিকট পারমার্থিকের নিজ-স্বরূপ-গোপন ও অযোগ্য ব্যক্তির নিকট প্রতিকূলানুশীলনকারীরূপে আত্ম-প্রকাশ।

'আচার' বলিলেই অনেকে স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত বিহিত কর্ম্মকেই বুঝিয়া থাকেন। যাঁহারা এরূপ বুঝেন, তাঁহাদের সহিত পারমার্থিক আচারিগণের লৌকিক ভেদ ঘটিয়া থাকে। প্রাকৃত-বিবেক-বলে বরাবর নির্ণয় করিতে গেলে রুচিভেদে স্মৃতি-শাস্ত্রের আদেশ-ভেদ অবশ্যম্ভাবী। স্বীয় স্বভাব হইতে সঙ্গের কারকতায় রুচির উৎপত্তি হয়। অনাদি-বাসনা হইতে স্বভাব গঠিত হয় এবং সঞ্চিত অজ্ঞাত বাসনার দ্বারা পুষ্ট হইয়া সেই জীব-স্বভাব অজ্ঞাতভাবে স্বীয় উপযোগী সঙ্গ লাভ করে। প্রাকৃত-বাসনা প্রকাশমান জগতে নবীন-কর্ম্ম-প্রারম্ভকে আলিঙ্গন করিবার প্রয়াস পায়; কিন্তু অজ্ঞাত বাসনা তাহার অনুকূল হইলে প্রাকৃত-জগতে অভিলাষ-মত সিদ্ধি প্রদান করে। প্রাক্তন-বাসনা অনেক সময়ে প্রকাশমান-বাসনাকে প্রতিহত করে। এই পরস্পর সঙ্ঘাতেই ভেদ-জগতে

অপ্রীতির উদয় করায়। বাসনাই যে ভবরোগের মূল, তাহা জগতের সকল শ্রেণীর প্রবুদ্ধগণের বিশ্বাস। বাসনা-বিনাশই জীবমাত্রের বৃত্তি। মানবের যাবতীয় ক্রিয়াই বাসনা-তৃপ্তির জন্য। **বাসনা-মাত্রই বিনাশ প্রাপ্ত না হইলে তৃপ্ত হয় না।** পারমার্থিকগণ স্বীয় বাসনাকে যে যেরূপভাবে খর্ব্ব করিতে পারিয়াছেন, তিনি তাঁহার চরিত্রে বাসনা-বিনাশের ততই সুখকর বর্ত্ম দেখাইতে পারিয়াছেন।

লৌকিক বিবেক সম্বল করিয়া এই বাসনা লইয়া খেলা করিতে গিয়া জগতে মনুষ্যের ত্রিবিধ আচার পরিলক্ষিত হয়। লৌকিক আচারিগণের মধ্যে **অভিলাষ-সেবকের** সংখ্যাই অতি বহুল। তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে বাসনাকে সুবৃহৎ করিয়া বাসনা-তৃপ্তিকেই জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া জানেন। **আমার অস্তিত্ব-জ্ঞানই আমার প্রীতির উদ্দেশক।** যাহাতে আমার মুখ্য বা গৌণভাবে স্বার্থ-লাভ-জনিত প্রীতি নাই, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। নরের প্রকাশের প্রথম দিন হইতে অন্তকাল পর্য্যন্ত সকল অবস্থাতেই এই বাসনা-জাত প্রীতির অনুসন্ধান সকল প্রাণীতেই লক্ষিত হয়। যে-ক্ষণেই মানব স্বীয় অস্তিত্ব অনুভব করেন, সেই অনুভবই তাহাকে অনুভূত আনন্দের দিকে লইয়া যায়। ক্রমে-ক্রমে অভিলাষ-জাত বৃত্তি-সমূহ সঙ্গগুণে সমৃদ্ধ হইতে থাকে। দৃশ্য-পদার্থের অনুশীলনে চক্ষু ব্যস্ত হইয়া উঠে, শ্রোতব্য পদার্থের উদ্দেশে কর্ণের ক্রিয়া দেখা যায়, গন্ধ-সংগ্রহের জন্য নাসিকার বৃত্তি উন্মুখ হয়, রস-গ্রহণের জন্য জিহ্বার চেষ্টা বুঝা যায় এবং স্পর্শানুভূতির জন্য ত্বকের ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। বাক্, পাণি, পাদ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়-সমূহ চক্ষু-কর্ণাদি বৃত্তির সহায়ে স্ব-স্ব উপযোগী কর্ম্ম-সমূহের অভিব্যক্তি করে। অস্তিত্বানুভূতির সমৃদ্ধি-বলে উদ্দেশ্যের স্বরূপানুভূতি প্রাণীমাত্রেরই সেই একমাত্র স্বীয় আনন্দেই পর্য্যবসিত হয়। মানব তখন সাংসারিক কর্ম্মে

প্রবৃত্ত হন। প্রাকৃত-জগতের ভোক্তৃস্বরূপ অহঙ্কারে প্রণোদিত হইয়া কর্ম্মারম্ভ করেন। প্রাক্তন-বাসনা-দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইয়া প্রতি-পদেই তাঁহাকে এক অভিলাষ হইতে অপর অভিলাষের আশ্রয়ে ভ্রমণ করাইতে থাকে।

প্রকাশমান বাসনা যে-স্থলে প্রাক্তন বাসনা দ্বারা প্রতিরুদ্ধ না হয়, তৎকালাবধি জীব বাসনা-দ্বয়ের প্রীতিতে প্রীতি লাভ করেন। যে-স্থলে বাসনা-দ্বয়ের পরস্পর বিরুদ্ধ-ভাব, তথায় অপ্রীতি লাভ করতঃ প্রীত্যনুসন্ধিৎসু-জীব সেই বিফল-নাম বাসনা-পুত্রকে নির্ব্বাসিত করিয়া অপর পুত্রোৎপত্তির চেষ্টায় ব্যস্ত হন। কোথায়ও বা বাসনানুকূল পুত্রফল লাভ করিয়া প্রাকৃত-বিষয়ে প্রোৎসাহিত হইয়া বহু ফল-লাভে যত্ন করেন। অভিলাষ-সহকারে প্রবৃত্ত-মানব স্বীয় প্রাক্তন-বাসনার বিরুদ্ধে প্রবৃত্ত-বাসনার বল-সমূহ প্রয়োগ করিতে থাকেন। এই যুদ্ধই অভিলাষিতাযুক্ত প্রীতির অনুসন্ধান। লৌকিক-বুদ্ধি হইতে অপ্রাকৃত-বুদ্ধি এই স্থলে বিরোধ করে। যে-কাল-পর্য্যন্ত অভিলাষ-দূষিত-বুদ্ধি প্রবল থাকে, তৎকালে উহা অন্যাভিলাষিতা-শূন্য অপ্রাকৃত-বৃত্তিকে থাকিতে দেয় না। লৌকিক-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া মানব বাসনাজাত জড়ীয় সরলতার আশ্রয়ে অপ্রাকৃত-বুদ্ধির সংজ্ঞা করিবার জন্য চঞ্চলতা প্রকাশ করেন। সেই চাঞ্চল্য-বশে তাঁহার জড়ীয় সরলতা-রূপ মূর্খতা তাঁহাকে বঞ্চিত-দলে স্থাপন করে। দুর্ভাগা প্রীতির দাস প্রীতির জন্য অপ্রাকৃত নির্ণয় করিতে গিয়া—বাসনাজাত অভিলাষিতা-শূন্য-অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া জড়ীয় অপ্রীতির ঘোরতর অন্ধকারে পড়িয়া যান। অভিলাষিতা-শূন্য-অবস্থা তাঁহার সরল-বুদ্ধিতে যাহা কল্পনা করিয়া উদ্ভব করিল, তাহাও অভিলাষ-সাগরের একটি মাত্র ঊর্ম্মিতে পরিণত হইল। **প্রাক্তন-দুর্ব্বাসনা তাঁহাকে এরূপভাবে বঞ্চিত করিল** যে, তিনি **সেই বঞ্চনার হাত**

হইতে আপনাকে বিমুক্ত করিতে না পারিয়া সেই অভিলাষ-পঙ্কেই হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। অতিলাষিতা-শূন্যাভিমানী বঞ্চিত সরল বিবেকী অভিলাষ-বিষে জর্জ্জরিত হইয়া যেরূপ সরলভাবে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত-বিচার-ভেদ স্থাপন করেন, সেই **বঞ্চিত বিশ্বাস-ক্রমে** তাঁহার নিকট জগৎ দুই ভাগে বিভক্ত হয়—প্রবৃত্ত-জগৎ ও নিবৃত্ত-জীবন। **অভিলাষযুক্ত ব্যক্তি প্রবৃত্ত-জগৎকে প্রাকৃত আখ্যা দিয়া নিবৃত্ত-অবস্থাকে অপ্রাকৃত-ভূষণে ভূষিত করেন।**

মানবের প্রবৃত্তি-সমূহের বিকাশ-স্থল প্রবৃত্ত-জগৎ। তথায় কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মৎসরতা—এই **ছয়জন মন্ত্রী** নিষ্কপটে প্রবৃত্ত-রাজ্য-শাসনের সহায়তা করেন। প্রবৃত্ত-মানব মন্ত্রী-সভাধিষ্ঠিত হইয়া বস্তু-বিশেষের অনুশীলন আরম্ভ করিলেই **প্রধান মন্ত্রী কামের** মূল সাহায্য লাভ করেন, তখন অবশিষ্ট পাঁচ জনও কার্য্যকারিতা দেখান।

প্রবৃত্ত-মানবের মুখ্যাশ্রয় প্রাকৃত-শরীর। শরীরের বৃত্তি—প্রতিগ্রহ ও দান। বাহ্য-পঞ্চভূত-জাত শরীরে যেরূপ স্থূল-বস্তুর গ্রহণ ও বিসর্জ্জন আছে, সেই প্রকার **অন্তঃশরীরেও সূক্ষ্ম-দান ও প্রতিগ্রহ আছে।** বাহ্য-শরীর রক্ষার জন্য যেরূপ বাহ্য-দ্রব্যের প্রতিগ্রহ করিতে হয়, তদ্রূপ বাহ্য-বিসর্জ্জনেরও উপযোগিতা আছে। নিবৃত্ত-জীবনে বাহ্যিক বা আন্তরিক গ্রহণ বা প্রতিগ্রহণের ব্যবস্থা নাই। প্রবৃত্ত-পুরুষ স্বীয় বৃত্তি-লোভে বিমুগ্ধ হইয়া বৃত্তির বিকাশের সম্মুখীন। নিবৃত্ত-জীব বৃত্তি-বিনাশ-লোভে প্রবৃত্ত হইয়া প্রবৃত্তি-সঙ্কোচনে ব্যস্ত। প্রবৃত্ত-পুরুষ বৃত্তি-সঙ্কোচকে 'পাপ' বলেন। কিন্তু নিবৃত্ত-পুরুষ তাহাকেই 'পুণ্য' বলেন। পক্ষান্তরে নিবৃত্ত-ব্যক্তি প্রবৃত্তিকে বহুমানন করেন না ও প্রবৃত্তিই অপ্রীতির আধার বলিয়া প্রবৃত্তির বিপরীত-ধর্ম্মই উপাসনা করেন। বাস্তবিক উভয়ের চেষ্টাই প্রাকৃত-বুদ্ধি-প্রসূত। ব্যবায়, মদ্য ও মাংস-ভক্ষণ প্রভৃতি প্রবৃত্ত-

পুরুষের স্বাভাবিক-বৃত্তিনিচয় নিবৃত্ত-চক্ষে দোষের বিষয়। এজন্য ঐগুলি পরিহার করার ব্যবস্থা নিবৃত্ত-পুরুষগণের কণ্ঠে গীত হয়। বৈষ্ণবপ্রবর মনু এবং শ্রীমদ্ভাগবত নিরপেক্ষভাবে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে রুচিভেদ-জনিত বিবাদের মীমাংসা লিখিয়াছেন। এই **প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিলেই যে শুভফল পাওয়া যাইবে, এরূপ বিশ্বাস নিবৃত্ত সরল বিশ্বাসিগণেরই শোভা পায়। আবার প্রবৃত্তি-দ্বারা অভিলাষের উদ্দণ্ড-নৃত্য করাইলেই যে বাসনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, এরূপ নয়।** অভিলাষের সদ্ব্যবহার করিতে গিয়া কতকগুলি ব্যক্তি স্বীয় রুচিক্রমে নিবৃত্তিকেই পরম উচ্চ করিয়া পরম-জড়ীভূত হইলেন। কেহ বা প্রবৃত্তি-তরঙ্গে ভুবন-সকলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-ঘাত-প্রতিঘাতে দোদুল্যমান হইয়া পরস্পর বিবাদ-সমুদ্রের উত্তাল-তরঙ্গ-মালায় পাপ-পুণ্যের সৃষ্টি করিয়া কি প্রকারের প্রীতি পাইলেন, তাঁহারাই জানেন।

প্রবৃত্ত-পুরুষ কিছুকাল কল্পিত-বিশ্বাসানুসারে কর্ম্ম-তরঙ্গে ভাসমান হইয়া তাঁহার প্রবৃত্তিকে প্রতিহত দেখিয়া নিবৃত্তিকে প্রবৃত্তির পরিণাম বলিয়া স্থির করিয়াছেন। **স্বার্থ ও পরার্থ নামক প্রবৃত্তিগত ভেদদ্বয়** তাঁহার নয়ন-পথে আসিল। তিনি পরার্থ-সাধনে স্বার্থোপার্জ্জনকে স্বার্থ-সাধনে স্বার্থোপার্জ্জন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে স্থান দিলেন। এক্ষণে তাঁহার আনন্দে স্বার্থ ও পরার্থ-ভেদ বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিল। শরীর রক্ষা করিতে হইলে গ্রহণ, বিসর্জ্জন প্রভৃতি ক্রিয়া-সমূহে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণে যত্ন প্রকাশ করিলেন। তাহার ফলে তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার বিষয়-গ্রহণ-তালিকার মধ্যেও দুই শ্রেণীর দ্রব্য-অভিনিবেশ আছে। এক শ্রেণীর দ্রব্য তাঁহার প্রীতির কারণ হইলেও অপরের অপ্রীতির কারণ হয়। অপরের প্রীতির দ্বারা তাঁহার অপ্রীতি বর্দ্ধিত

হয় দেখিয়া উভয়ে উভয়ের সহিত প্রীতি-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এক্ষণে এই প্রীতি-সূত্র বিচ্ছিন্ন না হইবার উপায়-স্বরূপ পুণ্য ও পাপ ভেদ করতঃ পুণ্যারাধনে নিযুক্ত হইলেন। এখন হইতে তিনি আর প্রবৃত্তির নামে যে-কোন উপায়ে ব্যবায় বৃদ্ধি করেন না, মত্ততার উৎপাদনকারী মদ্যসেবা ও শরীর-বল-বিধানকারী আমিষ-সেবন-দ্বারা যথেচ্ছাচার-অভিলাষের সেবা করিতে প্রস্তুত নহেন। যে-কোন উপায়ে বিষয়-গ্রহণের মূর্ত্তি-স্বরূপ ধন-সংগ্রহ তাঁহার নিকট অকিঞ্চিৎকর। পুণ্য-কর্ম্মের জন্য ধন-সংগ্রহের পিপাসা প্রবল থাকে বলিয়া তিনি অর্থ-সংগ্রহে চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু মুখ্যতঃ সেই চেষ্টাকে পাপ-পথে প্রধাবিত করিয়া কাহারও ক্ষতি করেন না ; বিদ্যা-সংগ্রহ-পিপাসা প্রবল থাকে বলিয়া তিনি বিদ্যার সংগ্রহে চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু সেই উদ্যমকে পাপ-পথে চালাইয়া কাহারও উপর আধিপত্য করেন না। স্বাদু-ভোজনে প্রবল চেষ্টা থাকিলেও তিনি দুর্ব্বল প্রাণী বধ করিয়া আত্ম-শরীর পুষ্ট করেন না। ভোগের বিষয় তৎকালে অনেক খর্ব্ব হইয়া পড়ে। নিবৃত্ত-জীবনের সম্পত্তি-সমূহ অলক্ষিতভাবে তাঁহার হৃদ্দেশ অধিকার করে। জগতের সকলের সুখোদয় হউক, এরূপ বিশ্বজনীন উদার ভাব আসিয়া তাঁহার পুণ্যাগ্রহ বৃদ্ধি করে। তিনি নিবৃত্ত-পুরুষকে আদর করিতে থাকেন। নিবৃত্ত-চিহ্ন তাঁহার নিকট ক্রমে ভাল বলিয়া বোধ হয়। **অভিলাষের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় 'নিবৃত্তি' বলিয়াই স্থির করেন। কিন্তু এরূপ সরল জড়ীয় বিশ্বাস অভিলাষের মূর্ত্তিভেদ** ব্যতীত আর অধিক দেখাইতে সমর্থ নয়।

জগতে সরল জড়ীয় বিশ্বাসজাত ধর্ম্ম-সমূহের অত্যুচ্চ চিন্তা ইহাতেই আবদ্ধ। পারমার্থিকের কিন্তু এরূপ সরল বিশ্বাস নহে। তিনি **জড়ীয় সরল-বিশ্বাসিগণকে** তাঁহার পরিচয় দিবার জন্য ব্যস্ত নহেন।

যে-সকল জড়বুদ্ধি সরল-বিশ্বাসী ব্যক্তি তাঁহার অন্যাভিলাষিতা-শূন্যত্বের স্বরূপ কৃষ্ণভক্তির কথা শুনেন, তাঁহারাই তাঁহাকে নিতান্ত বুদ্ধিহীন বলিয়া মনে করেন। পরম-কারুণিক পরমেশ্বর ইহা দ্বারা দুইটি কৌশল রক্ষা করেন। প্রথমতঃ **অনধিকারী ব্যক্তি স্বীয় অযোগ্যতা-বশতঃ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণদাস চিনিয়া লইতে অক্ষম এবং সেই অযোগ্যতা-রূপ সাধন কখনই কৃষ্ণ ও কৃষ্ণদাসের কৃপা-সংগ্রহে সক্ষম নহে।**

ভক্তবেষধারী জড়ীয় সরল-বিশ্বাসীর অশান্ত হৃদয় কৃষ্ণদাস্যের অভিমানে কপটতাক্রমে প্রাকৃত-প্রতিষ্ঠা-বৃদ্ধির জন্য অন্তরে লালায়িত। কিন্তু প্রাকৃত-প্রতিষ্ঠা বিনষ্ট হইলে তাঁহার বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি জাগরূক হয়। তজ্জন্য প্রাকৃত-জগতে প্রতি-ব্যক্তির হস্তে তাঁহার নিগ্রহ-বিধানের ব্যবস্থা। বস্তুতঃ অন্যাভিলাষিতা-শূন্য কৃষ্ণদাসের নিগ্রহ-বিধান প্রাকৃত-জীবের দূরের কথা, সরল বিশ্বাসীর কল্পিত ফলদাতারও করায়ত্ত নহে। "আশ্লিষ্যং বা পাদরতাং"—শ্লোকের ভাব হইতেই তাহা অভিব্যক্ত হয়।

দ্বিতীয়তঃ বিশুদ্ধ কৃষ্ণদাসের পরিচয় অন্যাভিলাষিতা-শূন্য কৃষ্ণদাসই জানেন। **অন্যাভিলাষিতা থাকিলে অপ্রাকৃত পারমার্থিক কপট-অভিলাষীকে নিজ-স্বরূপ দেখান না।**

এজন্যই অন্যাভিলাষিতাশূন্য-ভক্ত প্রাকৃত চিন্তাতীত কৃষ্ণ ব্যতীত অপর যাবতীয় পুণ্য-বিগ্রহকে, অব্যক্ত-প্রকৃতিকে বা জ্ঞেয় ব্রহ্ম-সাযুজ্যকে নরক অপেক্ষা কোন অংশে অপ্রাকৃতিক-বিচারে শ্রেষ্ঠ দেখেন না। তিনি কুণ্ঠবুদ্ধি সরল-ব্যক্তিকে প্রবল কৃপার পাত্র জানেন ও স্বয়ং **সরল অযোগ্য ব্যক্তির নিকট প্রতিকূলানুশীলনের বিগ্রহরূপে প্রতিভাত হন।**

('নিবেদন' ১০ম খণ্ড ১২৬ সংখ্যা ; ২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩০৭ সন ; ১১ই ডিসেম্বর, ১৯০০ খৃষ্টাব্দ)

উচ্ছলিত ভাব

'পল্লীবাসী' ও 'বিষ্ণুপ্রিয়া' পত্রিকায় নদীয়া-নাগরীভাবের উচ্ছ্বাস—বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্ত ও রসাভাস—শ্রীচৈতন্য পূর্ণতম-বিপ্রলম্ভরস-বিগ্রহ—জড়ীয় বিপ্রলম্ভ ও অপ্রাকৃত-বিপ্রলম্ভ—নবগৌরাঙ্গবাদি-দলের অন্তর্ভুক্ত সখীভেকী-সম্প্রদায়ের ক্রিয়া।

শ্রীযুক্ত *** 'পল্লীবাসী' ও 'বিষ্ণুপ্রিয়া' প্রভৃতি সংবাদ-পত্রে আজকাল নদীয়া-নাগরীভাবের উচ্ছ্বাস লিখিতেছেন। 'বিষ্ণুপ্রিয়া'-সম্পাদক, যিনি আউল মনোহর দাসকে "ছন্নঃ কলৌ"রূপে দেখিবার মৌনাভিমতি দিয়াছেন, তিনি ***বাবুর কবিতা পাঠ করিয়া লিখিতেছেন, "এ কবিতা দেব-দুর্ল্লভ। নয়ন-জলধারা অনিবার্য্য, প্রুফ দেখাই দুঃসাধ্য, অশ্রু-প্রবাহে চক্ষু পরিপ্লুত হইল, কাগজ আর্দ্র হইয়া গেল।" শ্রীহট্ট হইতে শ্রীযুত ** দাস প্রভৃতি কএকজনও এইরূপ নদীয়ানাগরী-ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া সমরুচিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উপকারের জন্য স্ব-স্ব অন্তর্ভাবকে বাহ্য-কবিতায় পরিণত করেন। এই সকল কবিতা লিখিতে গিয়া তাঁহারা শ্রীল লোচন-দাস ঠাকুরের পদানুসরণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, এরূপ মনে করেন! কিন্তু স্মরণ রাখেন না যে, "বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্ত আর রসাভাস" শুনিলে বৈষ্ণব-মাত্রের হৃদয়েই তাদৃশ উল্লাস হয় না। আমরা এই শ্রেণীর কবিতা-লেখক ও পাঠকদিগকে বলি যে, যদি পারমার্থিক-বুদ্ধিতে নিত্য রসিত হইয়া, প্রাকৃত-জ্ঞানাতীত অবস্থায় নিত্য-স্থিত হইয়াছেন, এরূপ নিত্যাভিমানের প্রাবল্যে সকল অন্তর-ভাব বাহ্য-কবিতা-মাত্রেই উদ্গীর্ণ হয়, তাহা হইলে 'পল্লীবাসী' বা 'বিষ্ণুপ্রিয়া'র ন্যায় সংবাদ-পত্রে মুদ্রাঙ্কিত করিবার আবশ্যক কি? যদি গ্রাম্য-কবিতা লিখিবার বা পড়িবার বুদ্ধিতে এরূপ কবিতা নিঃসৃত হয়, তাহা হইলে সজ্জনগণ এরূপ কবিতা পাঠ করিয়া সময়ের

অপব্যবহার করেন কেন? ঈদৃশ ভাবুক-অভিমানী পাঠক বা লেখকগণকে একটি কথা স্মরণ রাখিতে বলি। আমাদের হৃদয়নাথ **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিপ্রলম্ভ-রসের পূর্ণতম প্রকাশ।** জড়-বুদ্ধিতে এই রস প্রাকৃত-জগতে সোপান-বিশেষ, যেহেতু ইহার পরিণামে রসান্তর সংঘটিত হয়। **প্রাকৃত-জগতে প্রাপ্য সম্ভোগ-রস উৎপাদন করিয়া বিপ্রলম্ভ বিরাম লাভ করে।** চিত্রের নিত্যতা ও পূর্ণতা-ধর্ম্মক্রমে জড়-ধর্ম্মের পরিণামের হেয়ত্ব চিদ্ধামে কার্য্য করে না। **শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্য বিপ্রলম্ভ-রসকে** জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞান-ক্রমে **প্রাকৃত করিবার প্রয়াসকে** শ্রীচৈতন্যের ভক্তমাত্রেই বিশেষ ভয় করেন। ঔপন্যাসিকগণের শুভ পরিণাম-ময় (Commedy) উপন্যাসের জড়-ছায়া স্কন্ধ হইতে নামাইলে হৃদয়ে অপ্রাকৃত-লীলা প্রকটমান হয়। বর্ত্তমান কালের নবগৌরাঙ্গবাদি-দলের অন্তর্গত বাহ্য-স্ত্রী-বেষী ভাবুক-দলে যে বেষ-জাত বাহ্য-ব্যাধির লক্ষণ দেখা যায়, তাহাও এই শ্রেণীর। কেবল ভেদ এই যে, এই শ্রেণীর কবিতা-লেখক বা পাঠকগুলির ঐ বিকৃতি বাঙ্ময়ী, স্ত্রীবেষি-দলে ক্রিয়াময়ী। প্রভু বলিয়াছেন—

অন্তর নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥

("নিবেদন" ১২শ খণ্ড ১৬৩ সংখ্যা; ২৫শে ভাদ্র মঙ্গলবার, ১৩০৮ সন; ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯০১ খৃষ্টাব্দ)

আধুনিক বাদ

সাম্প্রদায়িক সাময়িক সংবাদ-পত্র-বিশেষের সমালোচনা—জ্ঞানালোচনার নামে আত্মম্ভরিতা—মহাপ্রভুর "তৃণাদপি সুনীচ" শ্লোক আত্মম্ভরিতার প্রতিষেধক—লেখকের নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানবাদের কুসংস্কার—নির্ভেদ-জ্ঞানের শৃঙ্খল হইতে মুক্তিই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবেশিকা—কর্ম্মানলে বদ্ধ ও ক্লান্ত জীবের জ্ঞানানুশীলন-পিপাসা—জ্ঞান উপায় মাত্র, উপেয় নহে—ভক্তি বা প্রেম উপায় হইয়াও উপেয়—ভক্তে জ্ঞান আনুষঙ্গিক-ভাবেই সিদ্ধ—জ্ঞানী কেবল ক্ষুধার সমালোচক, ভক্ত আস্বাদক—নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান আত্মবিনাশক বিষ—ভক্ত জ্ঞানীর সকল বিচারে অভিজ্ঞ হইয়াও উহার অকিঞ্চিৎকরতার উপলব্ধি-কারী—প্রেমের একবিন্দুর নিকট জ্ঞানসিন্ধু অতি ক্ষুদ্র—জ্ঞানবাদী সংস্কার কুসংস্কারের দাস—ভক্ত তাহার অতীত—ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎএর পৃথগ্‌ভাবে জ্ঞানানুশীলন পিষ্ট-পেষণ-ন্যায়-মাত্র—ভক্ত বা ভক্তির বিকৃত-রূপ ভক্ত বা ভক্তি নহে—নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানী বা মায়া-বাদীর দুঃসঙ্গ-ত্যাগই ভক্তি-বৃদ্ধির উপায়—ভক্তিই বিশুদ্ধ-জ্ঞান।

কোন এক সাম্প্রদায়িক সাময়িক পত্র পাঠ করিতে গিয়া দেখিলাম যে, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ-বর্ত্মে ভ্রমণশীল জনৈক পথিক সঙ্কীর্ণ-জ্ঞানে আত্মহারা হইয়া উপাদেয়-গ্রহণে যোগ্যতা-লাভের পূর্ব্বেই শ্রীধর্ম্ম-সম্বন্ধে নবীন ব্যবস্থা করিতে উন্মুখ হইয়াছেন। দুঃখের বিষয়, লেখকের সমুদয় দর্শন-শাস্ত্র ও বেদান্তের আলোচনা এবং আচার্য্যের অনুগমন-ধর্ম্ম একত্রিত করিয়া জ্ঞানালোচনা সত্ত্বেও তাঁহার পরিপুষ্ট ধর্ম্মভাবে আত্মম্ভরিতা আশ্রয় করিয়াছে। এইরূপ জ্ঞানালোচনা দ্বারা আত্মম্ভরিতা-রূপ ধর্ম্ম পুষ্টি না করাই ভাল। লেখকের চিহ্নিত কুকর্ম্মকারিগণ তাঁহার ন্যায় ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অক্ষম; যেহেতু, অনন্ত-জ্ঞানসিন্ধু পতিতপাবন শ্রীমদ্গৌরচন্দ্রই তাঁহাদের আত্মম্ভরিতা শিক্ষা করার প্রতিপক্ষে "তৃণাদপি সুনীচেন

তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই আজ্ঞা দিয়াছেন। 'সজ্জনতোষণী'র পবিত্র কলেবরকে এই প্রকার প্রলপিত ও কলুষিত কথা অবতারণা করিয়া আপ্লুত করা অনুচিত হইলেও শ্রীবৈষ্ণবের হৃদয়ে অকারণে ক্লেশ দিয়া ভ্রান্ত আধুনিকবাদী শুদ্ধভক্তি-পথ কণ্টকিত না করেন, তজ্জন্যই কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। লেখকের পঙক্তি কয়েকটী এখানে উদ্ধৃত হইল—

"জ্ঞানালোচনা ব্যতীত ধর্ম্মভাব কখনও পরিপুষ্টি লাভ করিতে সক্ষম হয় না এবং আপনাকে কুসংস্কারের আবর্জ্জনা হইতে রক্ষা করিতে পারে না। প্রেমের প্রবল বন্যায় যখন শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভাসিয়া গিয়াছিল, তখন ধর্ম্মক্ষেত্রে যে আবার জ্ঞানের কোনও আবশ্যকতা আছে, তাহা না বুঝিলেও সে-ক্ষেত্রে যাঁহারা নেতা ছিলেন, তাঁহারা আজ ফিরিয়া আসিয়া যদি দেখিতে পারিতেন জ্ঞানের অভাবে তাঁহাদের সেই প্রেম দুর্গতির কি চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে, তাহা হইলে তাঁহারা স্বতঃই বলিতেন, জ্ঞানকে উপেক্ষা করা কি কুকর্ম্মই হইয়াছিল।"

লেখক জ্ঞানমার্গীর সেবক। তাঁহার জ্ঞান ব্যতীত অন্য কথা ভাল লাগে না। বিশুদ্ধ প্রেমকেও জ্ঞানকঙ্কর দ্বারা মিশ্রিত না করিলে তাঁহার তৃপ্তি হয় না। রুচি এমনই পদার্থ যে, পরম-জ্ঞানলভ্য প্রীতিকেও জ্ঞানের সহিত সাম্য করিতে প্রয়াসযুক্ত হইতে হয়! যাহা হউক, এস্থলে অল্প কথায় ও সাধারণ ভাষায় উক্ত লেখককে জ্ঞান ও ভক্তির সম্বন্ধ কিছু জানাইয়া দেওয়া উচিত। শক্তিমান্ ও শক্তি-সম্বন্ধ-জ্ঞানই 'পর জ্ঞান'; এতদ্ব্যতীত অন্যান্য জ্ঞান 'অপর জ্ঞান' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। অন্য কথায় ভগবত্তত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব যথার্থভাবে অবগতিই জ্ঞান। জ্ঞানের জ্ঞাতৃত্ব ব্যতীত আর কোন ক্রিয়া নাই। এখানেই জ্ঞানের শেষ-সীমা। জ্ঞানবাদী আর অধিক দূর যাইবার অধিকারী নহেন। যাঁহার অনন্ত শক্তির একটী-মাত্র বহিরঙ্গা শক্তি লইয়া জ্ঞানবাদিগণ অহঙ্কার-শৈলের পরমোচ্চ-শৃঙ্গে আরোহণ করিতেছেন, সেই অনন্ত শক্তিমান্ সম্বিদ্-বিগ্রহের শক্তির এক

কণ লাভ করিবামাত্রই লব্ধ-জ্ঞান ও উদ্বুদ্ধ-স্বরূপ হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানকে খদ্যোত-ময়ূখ জ্ঞান করিয়া প্রেম-কণা পাইবার জন্য জীব উন্মত্ত হন। এরূপ অবস্থায়ও যদি জ্ঞানবাদী পরব্রহ্মের সহিত আপনাকে সমজ্ঞান করিয়া জ্ঞানের সাহায্য অবলম্বন করাইবার পরামর্শ দেন, তাহা হইলে তাঁহার দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। জ্ঞানবাদী সম্বন্ধ-জ্ঞানেই আবদ্ধ। তাঁহার উদ্দেশ্য প্রয়োজন-সিদ্ধি নহে।

শ্রীধর্ম্মের প্রবেশিকা পরীক্ষাই জ্ঞানের সুদৃঢ় শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হওয়া। মানব যে-কাল-পর্য্যন্ত কর্ম্ম-গর্ত্তে পতিত থাকেন, তৎকাল-পর্য্যন্ত তাঁহার ভোগ-বাসনা প্রবল থাকে। যখন তিনি কর্ম্ম-চক্রে ক্লান্ত হন, তখন কর্ম্মের বিরামই তাঁহার পক্ষে উপাদেয় হইয়া পড়ে। তিনি যে উপাদানে গঠিত, তাহাতে তাঁহার জ্ঞানের অনুশীলনই বাড়িয়া যায়। কর্ম্ম-আবরণ উন্মুক্ত হইলে জ্ঞানময় জীব জ্ঞানের চক্রে পড়িয়া থাকেন। জ্ঞানানুশীলন ব্যতীত দুর্দ্দম কর্ম্মচক্র হইতে মুক্তি নাই। জ্ঞানের চরম ফল—কর্ম্মের বিনাশ। কর্ম্ম-রাহিত্য জ্ঞানের গৌণ লভ্য বিষয়। জ্ঞানানুশীলন চরমে সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত পরিচয় করাইয়া নিরস্ত হয়। এতদূর্দ্ধে জ্ঞানের চলৎশক্তির আর অধিক গতি নাই। জ্ঞান কিছু প্রাপ্য-বস্তু নহে। ইহার সাহায্যে অভীষ্ট লাভ হয়। **জ্ঞান কেবল উপায়-মাত্র, ইহা উপেয় নহে।** জ্ঞান লাভ হইয়াছে বলিয়াই যে অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, এরূপ বলা যায় না; তবে অভীষ্ট-সিদ্ধির পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে মাত্র। **জীবের স্বরূপ জ্ঞানময়, এজন্য জ্ঞান একটি মুখ্য পদার্থ বলিয়া পরিচিত; কিন্তু জ্ঞান মুখ্য পদার্থ হইলেও উদ্দিষ্ট প্রাপ্য পদার্থ নহে,** উদ্দেশ জ্ঞান নহে, ইহা অপর বস্তু; ইহাই ভক্তি বা প্রেম। ভক্তি বা প্রেম উপায় হইয়াও তাহাই উপেয়। উপায়-জ্ঞানের সাহায্যে উপেয়-বস্তু লাভ হইলে জ্ঞানী জীব কখনই আর জ্ঞান

আলোচনা করিবেন না ; তাঁহার জ্ঞানালোচনার প্রয়োজন নাই। আমার লক্ষ মুদ্রা আছে বলিলেই দুই কড়া, চারি কড়া আছে,—এরূপ পৃথক্ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই, তবে জ্ঞানবাদীর সম্পত্তি সর্ব্বশুদ্ধ এক কড়া ; তিনি উহার অধিক গণনা করিতে শিখেন নাই। সুতরাং লক্ষপতির সম্পত্তির পরিমাণ করিতে সক্ষম না হইয়া অপগণ্ড শিশুর ন্যায় মধ্যে মধ্যে কুবাক্য বলিয়া ফেলেন। জ্ঞানানুশীলন পরিপক্ক হইলে অভিজ্ঞতা লাভ হয়। জ্ঞানীর অভিজ্ঞতা-লাভই প্রেমানুশীলন।

শিশু জ্ঞানবাদী নিজ জ্ঞান-কাচকেই অধিক মূল্যবান জ্ঞান করতঃ প্রেম-চিন্তামণিকেও সমজ্ঞান করিতে কুণ্ঠিত নহেন। অভিজ্ঞ ভক্তগণ জানিয়াছেন যে, ক্ষুধাবশ-যোগ্য মানবের সুখাদ্য ভোজন-দ্বারাই ক্ষুন্নিবারণ করা কর্ত্তব্য। এই ক্ষুন্নিবারণ-ব্যাপারে যদি অনধিকারী জ্ঞানবাদী আসিয়া বলেন যে, ক্ষুধাটা কি, কেবল তাহার আলোচনা করাই কর্ত্তব্য, আস্বাদন না করিয়া কেবল আলোচনা করিলেই কার্য্য সম্পন্ন হইবে, তবে তাহা জ্ঞানের নামে অজ্ঞানতা ব্যতীত আর কি? যে-কাল-পর্য্যন্ত আলোচনা ভোজন-প্রবৃত্তি হইতে ন্যূন থাকে, সেইকাল পর্য্যন্তই ব্রহ্ম-জ্ঞান, সম্বন্ধ-জ্ঞান প্রভৃতি কথায় সময়-ক্ষেপ ভাল লাগে। জ্ঞানানুশীলন বা আলোচনাই যদি কেবল ধর্ম্ম হয় এবং আলোচনায়ই যদি তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে জ্ঞানবাদী ও ভক্তের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। স্থপতিগণের উদ্দেশ্য—প্রাসাদ-প্রস্তুতকরণ এবং রাজন্যবৃন্দের উদ্দেশ্য—উহাতে অবস্থিতি। মোদকের উদ্দেশ্য—মিষ্টান্ন-রন্ধন, ক্ষুধিতের উদ্দেশ্য—উহার আস্বাদন বা ভোজন। জ্ঞানবাদী ও ভক্তের যদি উদ্দেশ্য ভিন্ন হয়, তাহা হইলে জ্ঞান-সেবককে ভক্তের সহিত সমীকরণ-প্রয়াস ত্যাগ করিতেই অনুরোধ করি।

ভক্ত—বুভুক্ষু (অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের আস্বাদক) ; তিনি যে-কোন

প্রকারেই হউক না কেন, তাঁহার অভীষ্ট-খাদ্য-সম্বন্ধে প্রয়োজনমত জ্ঞান-সংগ্রহ অবশ্যই করিয়াছেন ; তিনি ভোজনকালে হরিদাস মোদক বা রামদাস মোদকের পূর্ব্ব-পুরুষ জাতিতে নরসুন্দর ছিল, বা শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় মোদকত্ব লাভ করিয়াছে, এই প্রকার বাগ্‌বিতণ্ডাকে ভোজনের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন না। ভোজনের পূর্ব্বে তিনি এই আশ্বাস পাইয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্বে মহাজনগণ ঐ খাদ্য লাভ করিয়া অভীষ্ট-প্রীতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা মায়াবাদ-বিষ ভক্ষণ করিয়া আত্ম-বিনাশ সাধন করেন নাই। কেবল-ব্রহ্মজ্ঞান, নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান, কপিলের প্রকৃতি-জ্ঞান প্রভৃতি শিশু-প্রমোদকারী বিষময় লড্ডুক তাঁহাদের গ্রহণীয় বিষয় নহে। আত্মজ্ঞান, আত্মানুভূতি, শক্তিমত্তত্ত্ব, শক্তি প্রভৃতির সম্বন্ধ-জ্ঞান প্রেমিকের আস্বাদনীয় পদার্থের চমৎকারিতা সাধন করে। অমৃতময় ও বিষময় খাদ্যের ভেদ-বিচারে তাঁহাদের বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা আছে। কত ছানা ও কত মিষ্ট লাগিয়াছে এবং কি প্রকারে কাহার দ্বারা কিরূপ ভাবে খাদ্য প্রস্তুত হইল, তাহাতেও তাঁহাদের অভিজ্ঞতা নাই, এ কথা বলিয়া অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করা অপগণ্ড জ্ঞানবাদীর পক্ষেই শোভা পায়। শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের মধ্যে জ্ঞানবাদীর বিষময় লাড্ডুর আমূল-প্রস্তুত-করণ-প্রণালী বিষয়ে ও তদাস্বাদনে যে আত্মবিনাশ লাভ হয়, তদ্‌বিষয়ক বিচারের উপদেশ করিতে সমর্থ অনেক ব্যক্তি আছেন। কিন্তু তাঁহারা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া জ্ঞানবাদী অপেক্ষা অধিক জ্ঞানে জ্ঞানী বলিয়া আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করেন না। জ্ঞানবাদীর উপকারের জন্য আচার্য্যবর শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামী তদীয় ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে ভক্তি-সম্বন্ধে যাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া নতশীর্ষে গ্রহণ করাই জ্ঞানীর পক্ষে মঙ্গল। ক্ষুদ্দহনই জ্ঞানীর জ্ঞান-চেষ্টা, তাহাই যদি অগ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম আর কি হইল ?

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥
(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।১৫)

[ভুক্তি-স্পৃহা ও মুক্তি-স্পৃহা,—এই দুইটী পিশাচী ; যে-পর্য্যন্ত ইহারা কোন ব্যক্তির হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, সে-পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ে ভক্তি-সুখের অভ্যুদয় হইতে পারে না।]

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥
(ভঃ রঃ সিঃ ১।১।৯)

[অনুকূল-ভাবে কৃষ্ণ-বিষয় অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি। তাদৃশ ভক্তিতে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ নাই ; তাহা নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতি দ্বারা আবৃত নহে।]

ভক্তিকে যিনি উপাদেয় বলিয়া স্বীকার করিলেন, তিনিই পরম-জ্ঞানের অভীষ্ট-ফল লাভ করিলেন। জ্ঞানময় জীবের যে-কোন উপায় দ্বারা উপেয় ভক্তি লাভ করাই উদ্দেশ্য। উপেয় নির্দ্দিষ্ট হইলে পুনরায় উপেয় নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বিকৃত মস্তিষ্কের ন্যায় জ্ঞানমল মৃক্ষণ করা কর্ত্তব্য নহে। যদি জ্ঞানের সাহায্য তখনও আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ভক্তি উদয় হয় নাই, বলিতে হইবে। ব্রহ্মজ্ঞান সম্যক্ লাভ হইলে যে ভাব প্রাপ্তি হয়, তাহা এত ক্ষুদ্র যে, তাহাকে 'ভক্তি' বা 'প্রেম-কণা' সংজ্ঞা দেওয়া তাহার প্রশংসা-মাত্র। শ্রীপাদ তদীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ।
নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি ॥
(ভঃ রঃ সিঃ ১।১।২৫)

[যদি ব্রহ্মানন্দ-সুখকে দ্বিপরার্দ্ধ সংখ্যার দ্বারাও গুণ করা যায়, তাহা

হইলেও ঐ ব্রহ্মানন্দ-সুখ ভক্তি-সুখ-সাগরের পরমাণু-তুল্যও হইতে পারে না।]

জ্ঞান সাধন করিয়া, খাদ্যদ্রব্য পাক করিয়া, মুচি হইয়া, পাদুকা প্রস্তুত করিয়া যদি ভক্তির উপাদেয়তা সম্বন্ধে জ্ঞান না হয়, ভোজন-সুখোদ্দেশ্য সিদ্ধি না হয় ও পাদুকার ব্যবহার না হয়, তাহা হইলে এই জ্ঞান সাধন করিয়া, খাদ্য পাক করিয়া এবং চর্ম্মকার-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সমস্তই বৃথা পরিশ্রমে পর্য্যবসান করাই জ্ঞানবাদীর উদ্দেশ্য বলিতে হইবে। চর্ম্মকার-বৃত্তির আমূল-বৃত্তান্ত আলোচনা করিলেই কি পাদুকাধারীর অভীষ্ট লাভ হইবে,—না পাদুকা পরিধান করিলে অভীষ্ট পাওয়া যাইবে? ভক্তের জ্ঞানালোচনার আবশ্যক কি? ঐ প্রকার বাল-চাপল্যের দিনে অর্থাৎ ভক্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি ত' নিজের পাণ্ডিত্য বিকাশ করিয়া তাহার অকর্ম্মণ্যতা বুঝিয়াই ছাড়িয়াছেন। তবে কেন আবার তাঁহাকে বৎস্যের দলে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিতেছ?

জ্ঞানবাদীই সংস্কার-কুসংস্কার প্রভৃতি অবস্থার দাস। লব্ধ-জ্ঞান হইলে সুসংস্কার বা কুসংস্কারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি-লাভের সিদ্ধান্ত হয়, তখন আর পুনরায় জ্ঞানানুশীলনের প্রয়োজন হয় না। জ্ঞানবাদিগণ নিজের নিজের সম্প্রদায়ের সভ্যগণের মনোগত ভাবের তালিকা সংগ্রহ করিলে তাঁহারাই পরস্পর একজন অপরকে কুসংস্কারে আবদ্ধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিবেন। হাক্সলি, চার্ব্বাক, দ্বারবিন (Darwin) প্রভৃতির ন্যায় জ্ঞানবাদী আধুনিক বৈদান্তিক জ্ঞানবাদীকে কুসংস্কারাপন্ন হেয় জ্ঞান করিবেন ও নানা আবর্জ্জনা-কূপে বদ্ধ মনে করেন।

সঙ্কীর্ণ-সাম্প্রদায়িক-উন্নতিশীল জ্ঞানবাদিন্! তোমার আবর্জ্জনাগুলি জ্ঞানাতীত ভক্তের পূত-কলেবরে নিষিক্ত করিবার কেন প্রয়াস পাও, জানি না। তোমার আবর্জ্জনার পূতি-গন্ধে দিক্‌সকল আপূরিত করিবার

প্রয়াসই অজ্ঞান অনুশীলনের পরিচয়। যেহেতু তোমার জ্ঞান লাভ হয় নাই। যদি তোমার জ্ঞানানুশীলনের দ্বারা বাস্তবিক কোন উপকার হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি সিদ্ধান্ত নিরূপণ করিয়া তোমারই মতে কোন এক কুসংস্কারের আবর্জ্জনার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে। তোমার আবর্জ্জনা পরিষ্কারের আর উপায় নাই। তোমার দ্বিহৃদয়-বাক্যে নিতান্ত অশ্রদ্ধা উৎপাদন করাইতেছ। সিদ্ধান্ত হইয়া গেলে আর জ্ঞানানুশীলনের আবশ্যকতা থাকে না। কাল-জ্ঞানের জন্য ঘটিকা দেখিয়া জানিতে পারিলে,—মধ্যরাত্র হইয়াছে ; এই জ্ঞাত-বিষয় পুনরায় জানিতে যাওয়া কি বিকৃত-চিত্তের পরিচয় নহে ?

জ্ঞানের লভ্য, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও প্রয়োজনীয় বিষয়রূপে যদি ভক্তি বা প্রেম স্বীকৃত হইল, তবে আবার তাহাকে কি নিমিত্ত মলযুক্ত করিবার প্রয়াস হয় ? যাত্রা-দলের বৈষ্ণব-সজ্জায় সজ্জিত নায়ককে 'বৈষ্ণব' অভিধান করা কতটা জ্ঞানের কার্য্য, জ্ঞানবাদীই তাহা বলিতে পারেন। যাত্রা-দলের জ্ঞানবাদী বা ব্রহ্মবাদী সাজিয়া ঐ নামে পরিচিত হইলে যাত্রাওয়ালার অন্য সময়ের ব্যবহার বা তাহাতে জ্ঞানবাদীর বিরুদ্ধ ব্যবহার দেখিয়া জ্ঞানবাদের নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হওয়াই বা কিপ্রকার প্রবৃত্তির পরিচয়, বুঝা যায় না। জ্ঞানবাদী সাজিয়া অজ্ঞানবাদকে জ্ঞান বলিয়া পরিচয় দিবা-মাত্রই যে অন্ধ-বিশ্বাস-বশে তাহাকে লব্ধজ্ঞান-ঋষি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, এরূপ ত' যথার্থ-জ্ঞানবাদী স্বীকার করিবেন না। দুর্নীতি-পরায়ণ স্বার্থপর নীচচেতা ব্যক্তিগণ পরম-পবিত্র ধর্ম্মের অন্তরালে বকের ন্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, বলিয়াই যে তাহাদিগকে ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ও লব্ধজ্ঞান-মহাপুরুষ ভক্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, এরূপ নহে। জ্ঞানবাদের অধীনেও যে এইপ্রকার নীচ-হৃদয়গণ আশ্রয় লাভ করে নাই বা করিবে না, এরূপ কে আশ্বাস দিতে পারে ? এই

শ্রেণীর লোকের জন্য মহাজনগণ অদূরদর্শী জ্ঞানপ্রিয় ব্যক্তির নিকট উপহাসিত হইবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন না। প্রেমধর্ম্মে জ্ঞানরূপ মল প্রবিষ্ট হইয়াই নানা উপধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছে। ভক্তিদেবীকে আহত করিয়া, নিজ সঙ্কীর্ণ জ্ঞানকে প্রবেশ করাইয়া, কপট ভক্ত সাজিয়াই ভক্তিতেও মায়াবাদ-বিষ আরোপণ করিবার প্রয়াস অনেক বারই হইয়াছে। এই নবীন জ্ঞানবাদীর চেষ্টা নূতন নহে। ভক্তিকে জ্ঞানাধীন করিতে গিয়াই নিজ-অপরিণাম-দর্শিতার প্রতি লক্ষ্য কম হইয়াছে ; তাহাতেই বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি ভক্তিবিরুদ্ধ অপধর্ম্ম-সকলও পবিত্র-ধর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া অর্ব্বাচীনগণের নিকট প্রতিভাত হইতেছে। বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি নাম ত্যাগ করিয়াও আজকাল কতকগুলি ঐ প্রকার জ্ঞানি-ভক্ত-সম্প্রদায় মায়াবাদমূলে ভক্তি প্রচার করিয়া মূর্খদিগকে হিতাহিত-বোধ-রহিত করিতেছে। এই প্রকার সম্প্রদায়েরও আজকাল বড়ই প্রতিপত্তি দেখা যায়।

যাত্রার দলের বৈষ্ণব বা জ্ঞানীর স্বগত চরিত্র হইতেই তত্তদ্ধর্ম্মের আচার্য্যগণের অদূরদর্শিতার আরোপ স্বার্থসিদ্ধির জন্যই স্বার্থপরের মুখে শোভা পায়। জ্ঞানকঙ্কর ভক্তি-ক্ষীর-নবনীতের মধ্যে নাই বলিয়াই যে উহা পচিয়া যাইবে, এই ভয়ে কেবল জ্ঞানকঙ্কর আস্বাদন করিতে হইবে,—এরূপ নহে। বিশুদ্ধ ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া তাহাই সেবন করা কর্ত্তব্য। জ্ঞান-কঙ্করে মিশ্রিত করিলেই ক্ষীর বা নবনীত নিশ্চয়ই বিকৃত হইবে। নবীন প্রস্তাবকের কুমত সমর্থন করিয়া সনাতন-জৈবধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিতে গেলে বাউলিয়া, কর্ত্তাভজা, নবগোরা, থিয়সফি, নবযুগীয় ব্রাহ্ম, তান্ত্রিক, বৈদিক-নামধারী সুবিধাবাদি-সম্প্রদায়-সমূহ সৃষ্ট হইবে। ভক্তি জগতে লোপ পাইবে। জ্ঞানবাদিগণ যতই কেন পোষাক পরিয়া ভক্তের নিকট মনোগত ভাব অব্যক্ত

রাখিবার চেষ্টা করুন না, তাঁহার হৃদয়ে মায়াবাদ-বীজ ভক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিবেই করিবে। এই জন্যই কলিপাবন অকৃত্রিম দয়াধার শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র মায়াবাদীর সঙ্গ-ত্যাগই ভক্তি-বৃদ্ধির একমাত্র উপায় বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। এই জ্ঞানি-দলে কোথাও মায়াবাদ সুপ্ত অবস্থায়, কোথাও বা মূর্ত্তিমান্ হলাহলরূপে বিরাজিত। অভক্ত মায়াবাদিগণ বিভিন্ন স্তরে স্থাপিত হইলেও ব্রহ্মবিরোধী, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। পবিত্র ভাস্কর-স্বরূপ প্রেমকে সামান্য ব্রহ্মজ্ঞানরূপ খদ্যোত-ময়ূখে অধিক আলোকিত করিবার প্রয়াসই কুকর্ম্ম। এই কুকর্ম্মটা অপরিণামদর্শী জ্ঞানবাদীর দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছে। তাঁহাদের সম্প্রদায়ের লোকের অনুগ্রহ কম হইলেই সাধারণে ভক্তির বিশুদ্ধতা অধিক উপলব্ধি করিবে। জ্ঞানকে বাড়াইয়া ভক্ত হইতে গেলেই এই প্রকার কলঙ্ক অবশ্যম্ভাবী।

কাকতালীয়-ন্যায়-যোগে যেরূপ কাকেরই কার্য্যকারিতা আরোপ করা হয়, জ্ঞানবাদীর হেতু-নির্ণয়-প্রস্তাবও সেইরূপ। ভক্তির সহ জ্ঞানের মিশ্রণে নির্ম্মল-ভক্তি সমল হইল, দোষ-ক্ষালনের জন্য উপায় হইল—'জ্ঞান অধিক পরিমাণে ভক্তির সহিত মিশ্রিত করিলে তাহাতে ঐ দোষ থাকিবে না'! এসিড্ দ্বারা কোন অঙ্গ দগ্ধ হইয়া বিকৃত হইল; তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল যে, সর্ব্বাঙ্গ এসিড্ দ্বারা পূর্ব্বে বিকৃত হইলে আর এ দোষ সম্ভব হইত না! জ্ঞানবাদিন্! যে দুর্গতি তুমি দেখিতেছ, তাহা জ্ঞান-কঙ্কর-রহিত নির্ম্মল ভক্তির জন্য নহে, তাহা ভক্তির অভাব-জন্য। ভগবানে ভক্তি থাকিলে অথবা ভক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইলে কখনই তোমার ভক্ত-সংজ্ঞিত অভক্তগণের মধ্যে এইরূপ বিকৃতি হইত না। ভক্তির অভাব সৃষ্টি করিবার প্রধান উপকরণই অজ্ঞান, যাহাকে তোমরা 'জ্ঞান' আখ্যা দাও। উপযোগিতা হইলেই জ্ঞান-লাভের সঙ্গে-সঙ্গে তোমার অজ্ঞান তিরোহিত হইবে। যে-কাল-পর্য্যন্ত জ্ঞানের অনুশীলন করিতেছ,

উহাই অজ্ঞান ; যেহেতু, বিশুদ্ধ জ্ঞান বা ভক্তি লাভ হইলে আর তুমি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলে, তাহাকে 'জ্ঞান' বলিতে পার না। জ্ঞানানুশীলন রহিত না হইলে ভক্তি বা প্রেম উৎপন্ন হইতে পারে না। 'জ্ঞান' বলিয়া যে ভক্তি-বিনাশক বস্তুর ভক্তির সহ সম্মেলনের আয়োজন করিতেছ, উহার সাহায্য গ্রহণ করিলেই উপধর্ম্ম বা অভক্তি-ধর্ম্ম উৎপন্ন হইবে। কে কুকর্ম্ম করিল, তোমার যন্ত্র দ্বারাই বুঝিয়া লও।

(সঃ তোঃ ১১।১ ; বৈশাখ, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ ; এপ্রিল, ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ)

প্রাকৃতাপ্রাকৃত জ্ঞান

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মবিকার'-বক্তৃতার সমালোচনা—ভ্রমর ও লুতাকীট—রজস্তমোমিশ্রিত জড়-জ্ঞান ও রজস্তমো-বর্জ্জিত সম্বিৎ—বৈষ্ণব জড় ও জড়-নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সম্বিৎএর পূজা করেন বলিয়া অভিভাবকশূন্য নহেন—ভক্তি-বৃত্তি কি ?—মায়িক ভক্তি ও মায়িক প্রেম তথা পরা ভক্তি ও শুদ্ধপ্রেম—বৈষ্ণবের শুদ্ধপ্রেমে উচ্ছৃঙ্খলতা নাই—ধর্ম্ম কি ? নারী-পূজা ও তান্ত্রিক-ব্যভিচার শুদ্ধবৈষ্ণবতায় নাই—পূর্ণচন্দ্র আধ্যক্ষিকতার নিকট গুপ্ত, তাহা একমাত্র আচার্য্য-কৃপায় লোকের নিকট প্রকাশিত।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আল্‌বার্ট-হলে "ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মবিকার" শীর্ষক একটী সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছেন। তাহা গত বৈশাখের 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় মুদ্রিত হওয়ায় আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহা পাঠে আমরা যেরূপ ভাবে উপনীত হইয়াছি। অন্য লেখক বা পাঠকবর্গকে তাহা জানাইতে ইচ্ছা করি।

ফুলে মধু জন্মে, ভ্রমর তাহা প্রকাশ করে; আবার বিষও জন্মে লুতাকীট তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়। হয় ত' সংসারে বিষের সংমিশ্রণ ভিন্ন কেবল মধুর স্থান নাই। লুতাকীটেরও জন-সমাজে একটী স্থান আছে, নচেৎ কেবল মধুর উদ্ধার হয় না।

অবশ্য লুতাকীটের অপেক্ষা সংসারে ভ্রমরের আদর অধিক; কারণ, সাধারণে ভ্রমরের নিকটেই মধু প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ভ্রমরের নিকট লুতাকীটের অনাদর নাই। কারণ, লুতাকীটের সাহায্যে ভ্রমরকে মধু-সংগ্রহে অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হয় না।

অতএব লুতাকীট ভ্রমরের শত্রু নহে। না হইলেও মধ্যে মধ্যে উহাদের বিবাদ ঘটে। কারণ, মধুরূপ মাদকে ভ্রমরের সময়ে সময়ে যে উন্মত্ততা হয়, তাহা ভ্রমর না বুঝিতে পারে; কিন্তু লুতাকীট বুঝে,—বুঝে বলিয়াই সে মধু-আহরণে ভ্রমরকে বাধা দেয়। কিন্তু লুতাকীটের সে অপেক্ষা নহে। কারণ, বিষ ভোগের নহে,—ত্যাগের। সাবধানে বিষ ত্যাগ করাই লুতাকীটের কার্য্য। এজন্য লুতাকীটের বুদ্ধি উন্মত্ত-ভাবাপন্ন হয় না।

বস্তুমাত্রেই মিষ্টতার অংশ আছে। তবে কম আর বেশী। অম্লেও মিষ্টতা আছে। যেখানে সেই মিষ্টতার সারাংশ সহজে আকৃষ্ট হয়, ভ্রমর সেই স্থানেই গমনাগমন করে। মিষ্টতারও ইতর-বিশেষ আছে, জাগতিক বস্তুমাত্রই জড়রসে ভাবিত। তবে যেখানে যে রসের প্রাধান্য, তদনুসারেই নামকরণ হয়। এই হিসাবে মিষ্টতারও ভেদ নির্দ্দেশ হয়।

খায় ত' সকলেই; কিন্তু এই মিষ্টতার সূক্ষ্ম ভেদ নির্দ্দেশ করিবার লোক কয়জন মিলে? অনেক সময় শুভ্রবর্ণ সর্করাকে অনেকে মিশ্রি বলিয়া থাকেন। ধনবানের গৃহে মিশ্রির সরবত পান না করিতে পাইয়া বা দ্বারের বহিঃপ্রাঙ্গণ হইতে ঐ স্থান শর্করা-বর্জ্জিত শুনিয়া ধনবানের গৃহ মিষ্টতা-বর্জ্জিত,—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তৎসম্বন্ধে কেহ কেহ বক্তৃতাও করেন। এ বক্তৃতা নিজেকেই আত্মবঞ্চক করিয়া তুলে। শর্করা এবং মিশ্রি এক বস্তু হইলেও একটি মলিনাংশযুক্ত এবং অপরটি মলিনাংশ-বর্জ্জিত, অর্থাৎ জ্ঞান এবং সম্বিৎ এক-বস্তু হইলেও, যাহা রজস্তম-মিশ্রিত, তাহাই জড়-জ্ঞান এবং যাহা রজস্তম-বর্জ্জিত, তাহাই সম্বিৎ। অতএব বৈষ্ণব জ্ঞানকে দূরে রাখিয়া সম্বিৎকে পূজা করেন বলিয়া তাঁহাকে "অভিভাবক-শূন্য"রূপে নির্দ্দেশ করা উচিত নহে।

যাহা দ্বারা জ্ঞাতার জ্ঞেয় বস্তুর উপলব্ধি, তাহাই জ্ঞান বা সম্বিৎ।

সেই জ্ঞেয় চিৎ এবং অচিৎ। অতএব জ্ঞান চিদ্‌বস্তুকে উপলব্ধি করাইতে পারে না। কারণ, জ্ঞান রজস্তম অতিক্রম করিতে না পারিলে তাহার পক্ষে চিজ্জগতের উপলব্ধি অসম্ভব। সেই জ্ঞান যে-নামেই অভিহিত হউক না কেন, তাহা জড়-সীমা অতিক্রম করিতে পারে নাই। "তুমি ব্রহ্মই বল, আর কৃষ্ণই বল, একই কথা। মায়াবাদীর মত জগৎকে অলীক বল, সেও একই কথা।" কারণ, তোমার সবই মৌখিকতা, কাজে যে তুমি, সেই তুমি। আত্ম-প্রত্যয় তাহাতে হইবে না। জড়-সীমার অতীত না হইলে জড়তত্ত্ব নির্ণীত হইবার নহে।

ঈশ্বর—বিভু; জীব—অণু। **অণুস্বরূপ লৌহময় জীবে অয়স্কান্তরূপ বিভুর যে আকর্ষণ, তাহাই ভক্তি।** সে কর্ষণ জীবের নিত্য-সহচর হইলেও **জীব জড়গুণে অস্মিতার বিরূপে কর্দ্দম-লেপিত লৌহের ন্যায়** অয়স্কান্তের আকর্ষণ হইতে বিচ্যুত। জীব ভক্তির কর্ষণে জীবগত মায়িক সত্ত্ব-রজস্তমগুণ বিচ্ছিন্ন করিয়া পরসত্ত্বে নীত হয়। তখন সত্ত্ব-মার্জ্জিত লৌহের ন্যায় আপাত জ্ঞান ও মায়িক আনন্দের আবরণ-মুক্ত সম্বিৎ ও হ্লাদিনী সন্ধান প্রাপ্ত হয়।

বিভু স্ব-শক্তিতে অধিষ্ঠিত। সেই স্বরূপ-শক্তির তিন বৃত্তি। সন্ধিনী বৃত্তিতে তিনি সৎ-স্বরূপ, সম্বিতে তিনি চিৎ-স্বরূপ, হ্লাদিনীতে তিনি আনন্দ-স্বরূপ। তাঁহার লীলাময় ভাবে হ্লাদিনী বৃত্তিই প্রধান। সন্ধিনীর শুদ্ধশক্তির বিলাসরূপ প্রেমবৃত্তিতে সম্বিৎ অপেক্ষা আনন্দেরই প্রাচুর্য্য-ভাব হইলেও সম্বিৎ 'শূন্য' নহে। মায়িক প্রকৃতিও সর্ব্বকালেই ত্রিগুণা। অতএব কর্ষণ-রূপ প্রেম যখন তিন বৃত্তিতেই সংঘটিত, তখন কখনও সম্বিৎ 'শূন্য' হইতে পারে না।

সেই ভক্তিই প্রেম-স্বরূপ। তবে যে তাহার গাঢ়-অবস্থাকে প্রেম-রূপে নির্দ্দেশ করা হয়, তাহার কারণ, পৌর্ণমাসীর ন্যায় ভক্তি নিত্য-পূর্ণ-

প্রেমস্বরূপ হইলেও তাহার কলা-নির্দ্দেশে ভক্তি, ভাব ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করা হয়। প্রেম নিত্য-আবরণশূন্যস্বরূপ ; যখন শুদ্ধ-সত্ত্ব-রজস্তম আবরণে আবৃত হয়, তখন ঐ আকর্ষণ বিপরীতমুখী হইয়া চিদ্‌বিলাস সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ত্যাগ করিয়া মায়িক বিলাসে ক্রিয়া করিতে থাকে, তাহাই মায়িক কামরূপে নির্দ্দিষ্ট। এই কামেরই বিলাস-কলা-বিশেষ মায়িক-ভক্তি। বৈষ্ণব প্রেমের বা ভক্তির আদর করেন বটে ; কিন্তু যাহা এই মায়িক কামগত, তাহা বৈষ্ণবে সম্পূর্ণ বর্জ্জিত। কারণ, তাহা পরা ভক্তি নহে। পরা ভক্তিই বৈষ্ণবের পূজনীয়। অর্থাৎ বৈষ্ণব যেমন রজস্তম-আচ্ছন্ন সম্বিৎরূপ আপাত-জ্ঞানকে বর্জ্জন করেন, তেমনি ঐ মায়িক ভক্তিকেও বর্জ্জন করেন। অতএব লেখকের বুঝা উচিত, বৈষ্ণব যেরূপ মায়িক জ্ঞানকে বর্জ্জন করেন, তদনুরূপ মায়িক-প্রেমকেও (?) বর্জ্জন করেন। যিনি অন্তর্মুখী সম্বিৎরূপ জ্ঞানকে মাথায় করেন, তিনি তদনুসঙ্গী প্রেমকেও মাথায় করেন। ফল কথা, বৈষ্ণবের শুদ্ধসত্ত্বগত সম্বিৎ ও প্রেমই পূজনীয়; মায়িক জ্ঞান বা প্রেম বর্জ্জনীয়।

এখন দেখা যাউক, জ্ঞানদ্বারা কল্পিত বা করণীয় প্রেম. বৈষ্ণবের পূজনীয় হইতে পারে কি না ? যদি না হয়, তবে সে প্রেমে যে উন্মত্ততা, তাহা জ্ঞান দ্বারাই হউক, বা জ্ঞানাভাবেই হউক, বৈষ্ণবের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ ? যদি সম্বন্ধই না থাকে, তবে বৈষ্ণবের নামে সে কলঙ্ক বিদ্বদ্‌-ব্যক্তি দ্বারা আরোপিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

লিঙ্গ-শরীর দ্বারা অনুভূত আত্ম বা পরমার্থ-বিষয়ক জ্ঞানকে 'আধ্যাত্মিক জ্ঞান' বলা যায়। এই লিঙ্গ-শরীরই প্রাকৃত বলিয়া ঐ জ্ঞান মায়িক জ্ঞান, তাহা শুদ্ধ সম্বিৎ নহে। সেই জ্ঞানগত বৃত্তি প্রেম নহে, তাহা কাম। সেইরূপ কোন কাম-বিতরণ বৈষ্ণবের ভজনে নাই। লেখক সেই জাতীয় কাম-স্বরূপ প্রেমনামধৃক্ বৃত্তির যথেচ্ছাচারিতা দেখিয়া,

প্রেমে উন্মত্ততা ও উচ্ছৃঙ্খলতার উল্লেখ করিয়াছেন। লেখকের জানিয়া রাখা হউক, সেই বৃত্তি বৈষ্ণবের নহে। বৈষ্ণবের প্রেম উচ্ছৃঙ্খল হইবার নহে। কারণ, জড়ীয় ভাব লইয়াই উচ্ছৃঙ্খলতা। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম জড়াতীত। তবে বৈষ্ণব-বেষধারী অনেক উপশাখার (যথা—কর্ত্তাভজা, সহজিয়া, বাউল ইত্যাদির) জড়-সঙ্গে যে সাধন-প্রণালী, তাহাতে জড়ীয় কামেরই তাণ্ডব থাকায় তাহা যে উচ্ছৃঙ্খল হইবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি? তাই-বলিয়া একের বোঝা অপরের ঘাড়ে দেওয়া প্রাসঙ্গিক নহে। বৈষ্ণব না চিনিয়া বৈষ্ণবের সম্বন্ধে বিচার অপরাধ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত কয়েকটী গুণ বৈষ্ণবের থাকা আবশ্যক। যাঁহাতে ঐ সকল গুণ বর্ত্তমান, তাঁহার প্রেম-ধর্ম্ম কি উচ্ছৃঙ্খল? বৈষ্ণবধর্ম্ম কখনও অবসাদ প্রাপ্ত হইতে পারে না। লেখক ঐ জাতীয় উচ্ছৃঙ্খল-ধর্ম্মকে বা বহির্ম্মুখ কামসেবী উপশাখাগত সম্প্রদায়কে 'বৈষ্ণব-সম্প্রদায়' মনে করিয়া এরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার জানা উচিত, ধানের 'আগড়া' বাদে যাহা, তাহাই তণ্ডুল। সেইরূপ শুদ্ধ-বৈষ্ণবের স্থিতিও যথারীতিই আছে। তবে তাহা সাধারণে উপলব্ধি করিতে পারে না।

যাহা দ্বারা বস্তু নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাই ধর্ম্ম। যে ধর্ম্মে ভগবান্ বিষ্ণু আরাধিত, যে আরাধনা বা সেবা-বৃত্তি অণুস্বরূপ জীবের নিত্যসহচর, তাহাই **বৈষ্ণব-ধর্ম্ম**। যাঁহাতে অবিদ্যার যাবতীয় আবরণ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত পরিলক্ষিত হয়, তিনিই **বৈষ্ণব**।

বক্তারই কথানুসারে ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম বিকাশশীল। অতএব বৈদিক-কাল যাহার মুকুল, পৌরাণিক-কাল তাহার ফল-স্বরূপ। মুকুলে যাহা অব্যক্ত, ফলে তাহা ব্যক্ত। মুকুলে ব্রহ্ম নিরাকার, নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার; ফলে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। সক্রিয়-মায়ায় নিষ্ক্রিয় 'নির্ব্বিকার' হইলেও সবিলাস; ইহাতে এত আক্ষেপ কেন? চক্ষু থাকে, উপভোগ কর। না

থাকে, চক্ষুর জলে প্রার্থনা কর। চক্ষু না পাইয়াই চক্ষুবানের মত কথা কেন? আত্ম-বঞ্চিত হওয়া কেন? ব্যক্তে মুক্তি সাক্ষাৎ। মাথা আপনিই নত হইয়াছিল, কেহ চিন্তা করিয়া, বহি খুলিয়া, তর্ক করিয়া নত করে নাই। যিনি সেই প্রাণাধিক শ্রীমূর্ত্তির সহিত সাক্ষাৎ করাইবার শুভাকাঙ্ক্ষী, তাঁহার পদে আপনিই মাথা নত হইয়াছিল। তাহাতে আর নূতনত্বই বা কি? আর আশ্চর্য্যই বা কি? বা তাহাতে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অবসাদই বা কি? বিষ্ণুর চিন্ময়-মূর্ত্তি বৈষ্ণবের নিত্য-সহচর আগে ছিল না, এখন হইয়াছে, তাহা নহে। অংশ বিষ্ণুর অংশী যেখানে যেরূপ ভাবে, সেই ভাবেই অবতার। সে অংশের জ্যোতিঃ ভক্ত-নয়নে যে-ভাবে আপনি প্রতিভাষিত হয়, ভক্ত সেরূপ ভাবেই বর্ণন করেন। বিচার করিয়া, সভা করিয়া, ইতিহাস খুলিয়া গবেষণা করিবার তখন ত' সময় হয় না। সে দরকার অন্ধের। * * * তবে নারী-পূজা, তান্ত্রিক-অনাচার, ব্যভিচারের কথা বৈষ্ণবে কেন?

পূর্ণচন্দ্র নিত্যই পূর্ণচন্দ্র। পৃথিবীর আবরণ-ভেদে কলাদির সংখ্যা। যে পূর্ণচন্দ্রের স্বরূপ দেখিয়াছে, সে কলাদি হইতে পূর্ণচন্দ্রকে নিত্য পৃথক্ দেখে। এইরূপ যিনি বৈষ্ণব, তিনিই বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে নিত্য নারী-পূজা বা অনাচার-ব্যভিচার হইতে পৃথক্ দেখেন।

লেখক—ভ্রমর; আমি সামান্য লুতাকীট। মধুর-মত্ততায় তিনি উপনিষদে কবিত্বই দেখিতেছেন। কল্পনা ভিন্ন কবিত্বের সত্তা নাই। কল্পনা মায়াতীত নহে। যদি উপনিষদের বাক্য মায়াতীত হয়, তবে তাহা কল্পনা নহে। নিত্য-সত্যের প্রতি-বাক্যই সত্য। কোথাও অমিল নাই। মায়াবরণে কলা দেখায়। নচেৎ **পূর্ণচন্দ্র পূর্ণচন্দ্রই আছে। ইতিহাসে তাহার তত্ত্ব পাওয়া যায় না।** এইরূপে তাহা ধরিতে পারা যায় না। যাহা ধরিতে পারা যায়, তাহা সব পুস্তকেই আছে।

আচার্য্য-অভাবে লোক তাহা বুঝিতে অক্ষম। ইতিহাস নিত্য তাহার কলার সংখ্যা করিয়াই দিন কাটায়। এ কথায় লুতাকীট ভ্রমরের বাদী হইলেও প্রকৃত-পক্ষে বাদী নহে, এই ধারণায় কৃষ্ণচৈতন্যের নিকট লেখকের জন্য কৃপা ভিক্ষা করি এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে আমিও তাঁহার কৃপায় জয়-পরাজয়, বাদ-প্রতিবাদ হইতে দূরে দাঁড়াইতে ভিক্ষা করি। আজও তাহা হয় নাই, তাই লেখকের সহিত এ পরিচয়; অথবা কৃষ্ণচৈতন্যের কি ইচ্ছা, জানি না।

(সঃ তোঃ ১১।২ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ বঙ্গাব্দ, মে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ)

পাণ্ডিত্যে অসাধুত্ব*

আধ্যক্ষিকগণের পাণ্ডিত্য অপ্রাকৃত বৈষ্ণব-সাহিত্য ও অপ্রাকৃত বৈষ্ণব-চরিত্র সমালোচনায় অসমর্থ—ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকায় কল্পিত যুক্তি-চাঞ্চল্য—জগদীশ্বর গুপ্তের শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর চরণে অপরাধ—দীনেশ বাবু ও গোবিন্দের কড়চা।

ব্রাহ্ম-যুবকগণ পাশ্চাত্ত্য-যুক্তি-চাঞ্চল্যে হিন্দোলিত হইয়া নিজ-পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবার নামে বৈষ্ণব-গ্রন্থ ও বৈষ্ণব-সাধুগণের চরিত্র সমালোচনা করিতে কেন সমুদ্যত হন, আমরা বুঝি না। তাঁহারা মনে করেন যে, তাঁহারাই বঙ্গদেশের পাণ্ডিত্য-ভাণ্ডারের একচেটিয়া মালিক। সকল কথায় বিতণ্ডা চালাইবার জন্য যেন বিধি তাঁহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। পরিণত বয়স্ক শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা ওরফে শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল বাবু একদিন ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকায় নিজ-মনোগত কল্পিত-যুক্তি-চাঞ্চল্য দ্বারা প্রেম-ময়ের চরিত্রের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। একজন বক্সীবাবু একদিন শ্রীচৈতন্যচরিত লিখিয়া ভক্তের বন্ধু সাজিতে উদ্যম করিয়াছিলেন। পরলোক-প্রাপ্ত শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত বাবু একদিন শ্রীভগবানের চরিত প্রকাশ করিতে গিয়া কএকখানা অস্পৃশ্য গ্রন্থকে বহুমানন করতঃ আপনাকে বৈষ্ণবাপরাধে কলুষিত করিয়াছেন। নিরাকার ব্রহ্ম গুপ্ত মহাশয়কে আরও অধিক বৈষ্ণবাপরাধ হইতে রক্ষা করিবার বাসনায়

---

* 'সাহিত্য' নামক মাসিক পত্রের ১৩০৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসের সংখ্যায় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি-এ-লিখিত 'গোবিন্দ দাসের কড়চা' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র সেন 'নিবেদন'-সম্পাদকের নিকট যে পত্র প্রেরণ করেন, তদুত্তরে এই সমালোচনা লিখিত হইয়াছে।

স্বধামে টানিয়া লইয়াছেন। গুপ্ত মহাশয়ের শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর চরণে অপরাধের কথা প্রবৃত্ত-বৈষ্ণব-হৃদয়ে আজও জাগরূক আছে। বাউলিয়া প্রভৃতি অপ বা উপ-সম্প্রদায়ের সহিত বিশুদ্ধ-বৈষ্ণবের পার্থক্য যে-কাল-পর্য্যন্ত পরিদৃষ্ট না হইবে, সে-কাল-পর্য্যন্ত সাধুদিগকে নিন্দা করিবার গূঢ় ব্যাজে প্রেম-ময়ের ভক্ত সাজিতে যাওয়া ধৃষ্টতার ও অনভিজ্ঞতার পরিচয়-মাত্র। বাবু দীনেশচন্দ্র এত বাংলা-সাহিত্য পড়িয়া শ্রীবৈষ্ণবের হৃদয়-ভাব বুঝেন না, ইহা তাঁহার দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। শ্রীবৈষ্ণব-সাহিত্য ভাল করিয়া পাঠ করুন। তাঁহার দুর্ব্বল-যুক্তিজাত অহঙ্কার বিচূর্ণিত হইবে। প্রত্যহ শ্রীল বৃন্দাবন দাসের ও শ্রীল কৃষ্ণদাসের গ্রন্থ আসূর্য্যোদয়াস্তকাল পাঠ করুন। শ্রীচৈতন্য-চরিত্রের অদ্ভুত কারুণ্য তাঁহার হৃদয়-দেশ অধিকার করিবে। অজ্ঞাত, অপরিচিত ও সম্প্রদায়-বিশেষের গ্রন্থ গোবিন্দের কড়চা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থের মাহাত্ম্য দেখাইতে গিয়া শ্রীল বৃন্দাবন দাস, কবিরাজ গোস্বামী প্রভুদ্বয়ের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিতে হইবে না। লেখক শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র যদিও শারীরিক রোগে ক্লিষ্ট, তথাপি রুগ্নাবস্থায় চিকিৎসার পরিবর্ত্তে এই সকল আলোচনা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে তাঁহার শুভানুধ্যায়ী বা চিকিৎসকগণ কেন কার্পণ্য করেন, বুঝি না। এ সময়ে যাহা-তাহা লিখিতে প্রয়াস করিবার পরিবর্ত্তে অহোরাত্র শ্রীভগবচ্চরণ-প্রপত্তিই তাঁহার পক্ষে মঙ্গলকর।

('নিবেদন' ১২শ খণ্ড, ১৫৯ সংখ্যা ; ২৮শে শ্রাবণ, ১৩০৮ সন ; ১৩ই আগষ্ট, ১৯০১ খৃষ্টাব্দ)

প্রথম খণ্ড

—পূর্ব্বার্দ্ধ

প্রাকৃত-অর্থ-লাভ, ইন্দ্রিয়সুখেপ্সা, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি শুদ্ধ-কৃষ্ণসেবার ফল নহে—এই কথা সাধুদিগের মুখে, লেখনীতে ও উপদেশ-সমূহে অসংখ্য স্থলে কথিত হইয়াছে। আমরা তাহা ছাড়িয়া যদি ভববন্ধকারক প্রাকৃত দ্রবিণ, জাতরূপ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া হরিভজন সম্পাদিত হইল মনে করি, তাহা হইলে আমরা অন্ধশব্দবাচ্য বিষয়ী হইব।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

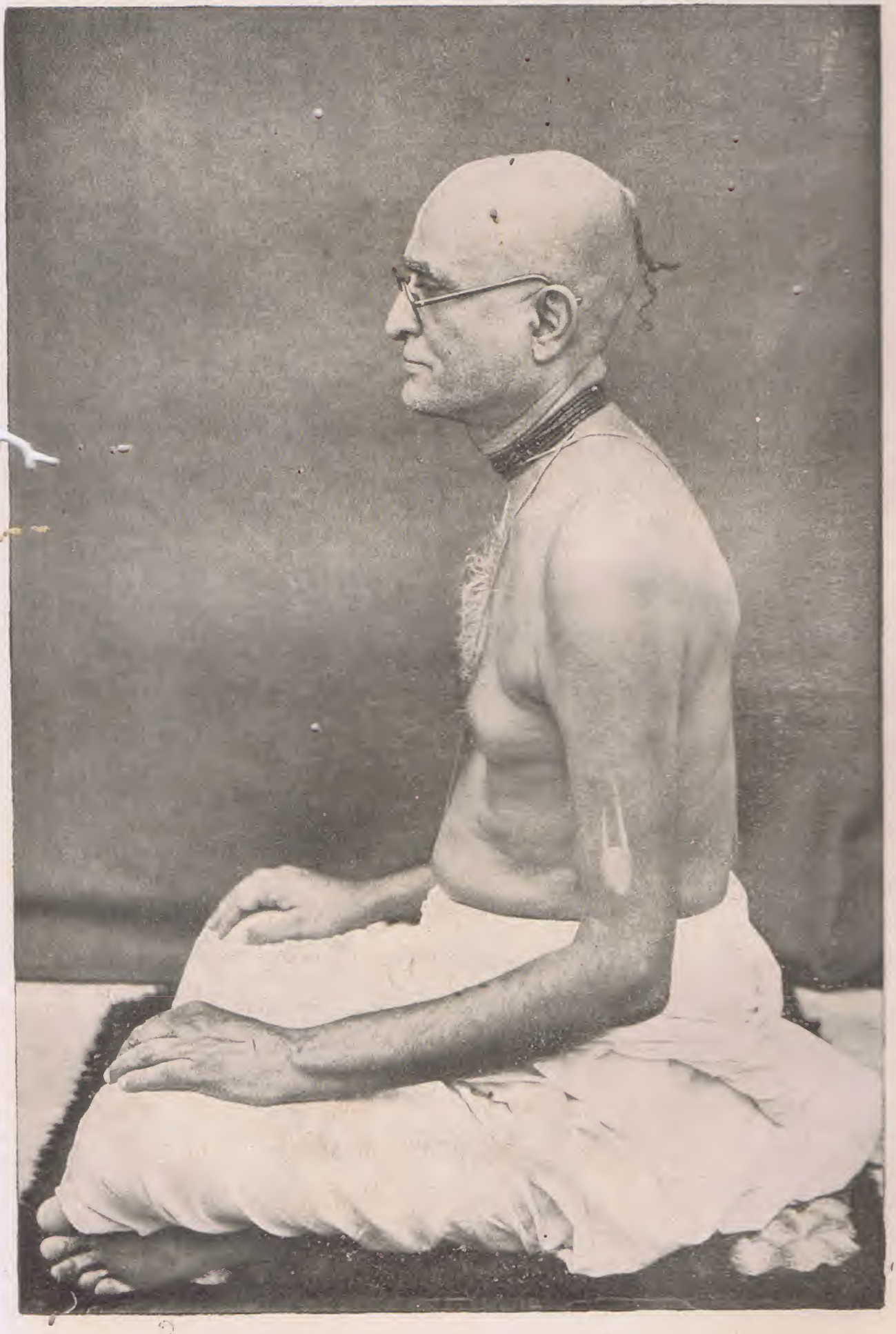

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

প্রথম খণ্ড

উত্তরার্দ্ধ

শ্রীমধ্বমুনি-চরিত

জন্ম—দেশ, পাত্র ও কাল

দক্ষিণ ক্যানারার উড়ুপী গ্রামের নিকটস্থ পাজকাক্ষেত্রে পিতা মধ্যগেহ ও মাতা বেদবিদ্যাকে আশ্রয় করিয়া বাসুদেবের আবির্ভাব—এই বাসুদেবই পরবর্ত্তিকালে মধ্বাচার্য্য-নামে খ্যাত—বৈষ্ণবগণ কর্ম্মফলবাধ্য জীব নহেন—বৈষ্ণবগণের বৈকুণ্ঠস্থ নিত্যস্বরূপ সিদ্ধিকালে প্রস্ফুটিত হয়—জৈমিনী প্রভৃতির ন্যায় আচার্য্য কর্ম্মফল-নিগড়ে আবদ্ধ নহেন—শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বায়ুর অবতার বলিয়া "প্রাণনাথ" সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত—ত্রেতায় যিনি হনুমান, দ্বাপরে ভীম, কলিতে তিনিই ব্যাসদেবের অনুচর মধ্বাচার্য্য—মধ্বাচার্য্যের উদয়কাল-সম্বন্ধে ছয়টী মত—(১) শকাব্দা ১০৪০, ১১০০ বা ১১৬০ বিলম্বী বর্ষে আচার্য্যের আবির্ভাব; (২) শকাব্দা ১০৪০; (৩) ডাক্তার বুকাননের মতে ১১২১ শকাব্দার কোন বর্ষে; ৪। ছলারি নৃসিংহাচার্য্যের মতে ১১০০ শকাব্দ; (৫) নরহরি তীর্থের প্রস্তরফলক-ত্রয়ের প্রমাণানুসারে ১২০৩ শকের পূর্ব্বে নরহরি তীর্থের মধ্বের নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণ ও ১২১৫ শকের পর তদীয় পীঠে অধিরোহণ; (৬) উক্ত প্রমাণাবলীর নিরপেক্ষ আলোচনায় ১১৬০ শকাব্দে বিলম্বী বর্ষে মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব।

উত্তরে হিমালয় এবং অন্য দিকত্রয়ে সমুদ্রবেষ্টিত ভূখণ্ড ভারতবর্ষ। ভারতের মধ্যদেশে বিন্ধ্যগিরি অবস্থিত। বিন্ধ্যের উত্তরাংশ আর্য্যাবর্ত্ত এবং দক্ষিণভাগ দাক্ষিণাত্য-নামে প্রসিদ্ধ।

দাক্ষিণাত্যে পূর্ব্বাচল ও পশ্চিমাচল নামে দুইটী গিরিশ্রেণী বিরাজমান। পশ্চিমাচলকেই সংস্কৃত ঐতিহ্যে **সহ্য-পর্ব্বত** বলিয়া উল্লিখিত হয়। এই সহ্য-গিরিমালার পশ্চিমে তিনটী প্রদেশ আছে। বোম্বাইর দক্ষিণাংশ হইতে কোন্‌কান্, তদ্দক্ষিণে ক্যানারা এবং তাহার দক্ষিণে কেরল-রাজ্য। কোন্‌কান্, ক্যানারা এবং কেরল, এই প্রদেশত্রয়ের পশ্চিমসীমা পশ্চিম-সাগর বা আরব-সমুদ্র দ্বারা আবদ্ধ। কোন্‌কান্-প্রদেশের ভাষা মহারাষ্ট্রীয়ের ন্যায়। বর্ত্তমান সময়ের ম্যালেবার জিলা এবং কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর দেশীয় শাসনাধীন রাজ্যদ্বয় কেরলান্তর্গত ভূমি।

ক্যানারা-প্রদেশ সম্প্রতি দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। উত্তর ক্যানারা জিলা বোম্বাই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। দক্ষিণ ক্যানারা জিলা মাদ্রাজ বিভাগে অবস্থিত। উত্তর ক্যানারায় কেবল ক্যানারিজ ভাষা প্রচলিত আছে, পরন্তু দক্ষিণ ক্যানারায় ক্যানারিজ, তেলেগু এবং মলায়লম —তিন ভাষাই প্রচলিত দেখা যায়। উত্তর ক্যানারা জিলায় আটটী তালুক ও দক্ষিণ ক্যানারায় পাঁচটী তালুক বা উপ-বিভাগ আছে।

দক্ষিণ-ক্যানারার উত্তরাংশে খোশালপুর বা কুণ্ডাপুর তালুক। তদ্দক্ষিণে উড়ুপী তালুক, তদ্দক্ষিণে ম্যাঙ্গোলোর তালুক। ম্যাঙ্গোলোরের পূর্ব্বে পুত্তুর বা উপ্পিনন্‌গড়ি তালুক এবং দক্ষিণে কাষারগড় তালুক। দক্ষিণ-ক্যানারা ১৪ অংশ ৩১ কলা উত্তর অক্ষাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫।৩১ উত্তর-অক্ষাংশ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট আছে। কলিকাতা হইতে ক্যানারা জিলা ৫৬ মিনিট পশ্চিমে অবস্থিত অর্থাৎ কলিকাতায় ১২টার সময় তথায় ১১টা ৪ মিনিট হয়।

দক্ষিণ-ক্যানারা জিলার প্রধান নগর ম্যাঙ্গোলোর। উহা ম্যাঙ্গোলোর তালুকের অন্তর্গত এবং নেত্রাবতী নদীর উপর স্থিত। কাষারগড় চন্দ্রগিরি বা পয়স্বিনী নদীর উপরে। উড়ুপী তালুকের প্রধান স্থান **উড়ুপী**। উড়ুপী তালুকের উত্তরাংশে কুণ্ডাপুর, পূর্ব্বাংশে মহীশূর রাজ্য, দক্ষিণে ম্যাঙ্গোলোর তালুক এবং পশ্চিমে আরব সাগর।

বর্ত্তমান উড়ুপী নগরের পশ্চিম-দক্ষিণ-কোণে পাজকাক্ষেত্র-নামে একটী জনপদ ছিল। উড়ুপী হইতে **পাজকাক্ষেত্র** সমুদ্রকূলে কিঞ্চিদধিক এক ক্রোশের মধ্যে অবস্থিত। সম্প্রতি পাজকা-ক্ষেত্র নির্জ্জন ত্যক্ত পল্লী। এখানে দণ্ডতীর্থ নামে এক পুষ্করিণী আছে এবং বিমান-গিরি নামে পর্ব্বতের উপর দেবী দুর্গার মন্দির আছে। বিমানগিরির পাদদেশে উপত্যকায় পাজকাক্ষেত্র। পৌরাণিকগণের নির্দ্দেশে সহ্যাদ্রিতে ত্রেতাযুগে পরশুরাম নির্জ্জন বাস করেন। উড়ুপী ও তন্নিকটবর্ত্তী পাজকাক্ষেত্রের সন্নিহিত ক্রোশব্যাপী স্থান-মধ্যেই পরশুতীর্থ, ধনুস্তীর্থ, গদাতীর্থ এবং বাণতীর্থ বিরাজমান। এই সকল তীর্থ তীর্থ-যাত্রীর এখনও পরম শান্তির কেন্দ্র।

উড়ুপী নগরে চন্দ্রমৌলেশ্বর-নামে শিব-মূর্ত্তি বহুকাল হইতে আছেন। গ্রামের নাম উড়ুপী চন্দ্রমৌলেশ্বর হইতে উদ্ভূত। 'উড়ুপ'-শব্দে 'চন্দ্র' এবং উড়ুপী বলিয়া চন্দ্রমৌলেশ্বরকেই সাধারণতঃ স্বল্পাক্ষরে লক্ষ্য করা হয়। এই উড়ুপী নগরই রজতপীঠপুর বলিয়া আখ্যাত হয়। এখানে অনন্তেশ্বরেরও এক মন্দির পূর্ব্বকাল হইতে আছে। অনন্তেশ্বর ও চন্দ্রমৌলেশ্বরের মন্দির পূর্ব্বমুখী ও একটী অপরটীর পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত।

সহ্য-গিরিরাজের পশ্চিমে সমুদ্র-কূলবাসী ব্রাহ্মণগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। কেহ কোন্‌কান্, কেহ বা সারস্বত এবং অন্য কেহ বা শিবাল্লী বলিয়া নিজ-ব্রাহ্মণ-শাখার পরিচয় প্রদান করেন। কোন্‌কান্-ব্রাহ্মণ

ও সারস্বত-ব্রাহ্মণ দেশ হইতে শ্রেণী স্থির করিয়াছেন। শিবাল্লীগণ তদ্রূপ নহেন। ক্যানারি ভাষায় শিবাল্লী বা শিববেল্লী শব্দে শিবের রূপা বুঝায়। ইঁহারা রজতপীঠপুরস্থ অনন্তেশ্বরের রৌপ্য-সিংহাসনের উল্লেখে নিজ-পরিচয় প্রদান করেন। অনন্তেশ্বরের মূর্ত্তি—লিঙ্গমূর্ত্তি, কিন্তু অনেকে বলেন, পরশুরাম স্বয়ং ঐ রূপে রৌপ্য-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন। কেহ কেহ বলেন,—অনন্তেশ্বর বিষ্ণু-মূর্ত্তি। শৈবগণ শিব-বুদ্ধিতে শিব-সহস্রনাম এবং বৈষ্ণবগণ বিষ্ণু বুদ্ধিতে একই অনন্তেশ্বরের বিষ্ণু-সহস্র-নামদ্বারা পরিতোষ বিধান করেন। বিষ্ণু-বিগ্রহ যেরূপ অন্যত্র পাঞ্চ-রাত্রিক-বিধানানুসারে পূজিত হন, অনন্তেশ্বর তাদৃশ নহেন। ইঁহার তন্ত্র-মতে পূজা হইয়া থাকে। দক্ষিণ ক্যানারার এই সকল গ্রামে ভূত-প্রেতেরও উপাসনা অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। এ প্রদেশে বিষ্ণু-মন্দির বা বিষ্ণু-বিগ্রহ-সংখ্যা নিতান্ত বিরল।

কাষারগড় ও বেকালের মধ্যে চন্দ্রগিরি বা পয়স্বিনী নদী প্রাচীন তুলুব-রাজ্যের দক্ষিণ সীমা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। তুলুব-রাজ্যের অধিবাসিগণের ভাষা টুলু। শিবাল্লী ব্রাহ্মণগণ টুলু-ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকেন।

কাষারগড় জনপদের চারি ক্রোশ উত্তরে সমুদ্রকূলে কুম্ব্লা নাম্নী নগরী, এখানে রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। এই নগরী পূর্ব্বকালে বিশেষ সমৃদ্ধিশালিনী ছিল। এখানে এক সামন্তরাজের বাস ছিল। ইঁহাদের অধীনেই ম্যাঙ্গোলোর ও উড়ুপী তালুকগুলি ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। আজও কুম্ব্লার সামন্ত রাজবংশ ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টের নিকট বৃত্তিভোগ করিয়া রাজা বলিয়া পরিচিত আছেন।

রজতপীঠপুর বা শিবাল্লী বা উড়ুপী গ্রামের সন্নিহিত পাজকাক্ষেত্রে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য প্রথম সূর্য্যালোক দর্শন করেন। পাজকাক্ষেত্রে অদ্যাপি তাঁহার জন্মস্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। তাঁহার অভ্যুদয়-কালের পর্ণকুটীরা-

ধিষ্ঠিত স্থান তাঁহার ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন কোন সেবক কর্ত্তৃক পরে পাষাণ-নির্ম্মিত-গৃহে পরিণত হইয়াছে। তবে পাথরের ঘর ক্ষুদ্র ও পল্লীটি জনহীন; পূর্ব্বের স্মৃতি-চিহ্ন-মাত্র অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

উড়ুপী নগরে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি অতি ক্লেশে শুক্ল-বিত্তার্জ্জন-পূর্ব্বক পতিব্রতা পত্নীর সহিত দিনপাত করিতেন। সাংসারিক বিচারক্রমে পুত্রই পিতার পারত্রিক মঙ্গলের হেতু জ্ঞান করিয়া অনন্তেশ্বরের নিকট দেব-সদৃশ একটী অপত্য-লাভের প্রার্থনা করেন। এই দম্পতির দুইটী পুত্র হইয়া অকালে পরলোকগত হওয়ায় এবং দরিদ্রতা-বশতঃ উড়ুপী গ্রামের বাসস্থান ত্যাগ-পূর্ব্বক পাজকাক্ষেত্রে গমন করেন। ইঁহাদের একমাত্র কন্যা ছিল; কিন্তু নৈষ্ঠিক বিপ্র-পুঙ্গব পুত্রার্থী হইয়া প্রত্যহই উড়ুপীতে অনন্তেশ্বরের নিকট আগমন করিতেন। ইহার ফলে এক বিষুবৎ সংক্রান্তির দিনে অসংখ্য লোক কোন পর্ব্বোপলক্ষে অনন্তেশ্বর-মন্দিরে সমাগত হইলে এক সাধু মন্দিরের সম্মুখস্থ স্তম্ভের ধ্বজোপরি উঠিয়া উচ্চরবে অনতিকাল-মধ্যে বায়ুর অবতারের প্রসঙ্গ প্রচার করিলেন। তাহাতে মধ্যগেহ তাঁহার বর-প্রার্থনা সিদ্ধ হইল বুঝিতে পারিলেন।

পাজকাক্ষেত্রে আরও কতিপয় সমজাতীয় ব্রাহ্মণের বাস ছিল। একবংশীয় কতকগুলি ব্যক্তি একটি পল্লীতে বাস করিলে পূবের বাড়ী, পশ্চিমের বাড়ী, মাঝের বাড়ী, পার্শ্বের বাড়ী প্রভৃতি সংজ্ঞা দ্বারা পরস্পরের বাড়ীর কর্ত্তৃপক্ষগণকে সংজ্ঞিত করা হয়। এই প্রকার সংজ্ঞা পূর্ব্বেও দেওয়া হইত। শ্রীমধ্বাচার্য্যের পিতৃদেবও এইরূপ সংজ্ঞাক্রমে মধ্যগেহ বলিয়া কথিত হন। অনেক সময় সম্মানিত ব্যক্তিগণের উল্লেখ করিতে হইলে কার্য্যক্ষেত্রে ঐরূপ নামকরণের আবশ্যকতা লক্ষিত হয়। শ্রীমধ্বমুনির পূর্ব্বপুরুষগণ পবিত্র ব্রাহ্মণ এবং শাস্ত্র-পারদর্শী ছিলেন। পাজকাক্ষেত্রে

ভট্ট-পল্লীর মধ্যগেহ ভট্ট পরম সদাচার-নিপুণ এবং আনুষ্ঠানিক বিপ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, মধ্যগেহ ভট্টের নাম মধেজী ভট্ট; তুলু ভাষায় নড়ু ভন্‌তিল্লয় অর্থাৎ মাজের বাড়ী। তৎকালে তুলুব দেশে বিষ্ণু-বিগ্রহের বিরল অধিষ্ঠান ছিল। বিশেষতঃ শিবাল্লী ব্রাহ্মণ-কুল সাধারণ বিচারে শৈবধর্ম্মাবলম্বী বিপ্র বলিয়া পরিচিত। এই কুলে **আমাদের বৈষ্ণবাচার্য্য** উদ্ভূত হন। পিতা মধ্যগেহ ও মাতা বেদবিদ্যা অনন্তেশ্বরের কৃপায় দেবোপম পুত্ররত্ন লাভ করিয়া তনয়ের নাম বাসুদেব রাখিয়াছিলেন। বাসুদেবের মাতৃদেবী বেদবিদ্যা কাহারও মতে বেদবতী সংজ্ঞায় কথিত হইয়াছেন। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবা-মাত্র পূবের বাড়ী, মাঝের বাড়ীর সদ্য-প্রসূত সুকুমার শিশুর জন্য এক দুগ্ধবতী গাভী প্রদান করিয়াছিলেন। মধ্যগেহ ভট্ট শিবাল্লী ব্রাহ্মণ হইলেও ভগবান্ বিষ্ণুতে তাঁহার যথেষ্ট মতি ছিল। পুত্রের নামকরণে বাসুদেব-সংজ্ঞাই তাঁহার বিশিষ্ট পরিচয়। এই কুলে বিষ্ণুর পারতম্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা-জ্ঞান কিছুকাল হইতে পুষ্টি লাভ করিতেছিল, ইহারও নিদর্শন পাওয়া যায়। যদিও শ্রীরামানুজাচার্য্য মধ্ব-জন্মের দুই শতাব্দী পূর্ব্বে অবৈষ্ণব-মত-নিরসন-পূর্ব্বক লোক-সমাজে নারায়ণের সর্ব্বোত্তমতা স্থাপন করিয়াছিলেন, তথাপি সহ্যাদ্রির পশ্চিম-বিভাগে তৎকালীয় রামানুজীয় বিশিষ্টাদ্বৈতা-লোকের প্রবেশ করে নাই। সহ্যাদ্রির প্রাক্-প্রদেশ কর্ণাট ও চোল-দেশে রামানুজ-প্রভাব ন্যূনাধিক অদ্বৈত-পন্থিগণের কঠোর গ্রন্থি অবশ্যই শিথিল করে। শঙ্করের অহংব্রহ্মোপাসনার কুফল **অচ্যুতপ্রেক্ষ** স্বীয় গুরুর নিকট হইতে অন্তিমকালে গৌণভাবে শ্রুত হইয়াছিলেন। সুতরাং ভাগবত-সম্প্রদায়ের কথঞ্চিৎ অস্তিত্ব মধ্বাবির্ভাব-কালের পূর্ব্বেও তুলুব-দেশে লক্ষিত হয়।

শ্রীমধ্বাবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতে আমরা পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবত-

সম্প্রদায়ের কথা শুনিয়া থাকি। পাঞ্চরাত্রিকগণের মধ্যে শঙ্খ-চক্রাদি মুদ্রা-ধারণ-বিধি প্রবর্ত্তিত ছিল; পরন্তু ভাগবতগণ গোপীচন্দন বা গোপী-মৃত্তিকা দ্বারা তিলকাদি অঙ্কিত করিতেন। এক্ষণেও তুলুবদেশে মাধ্ব-বৈষ্ণবগণের মধ্যে পাঞ্চরাত্রিক ব্যবহার মত মুদ্রা ধারণের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তুলুব-দেশীয় ভাগবত-সম্প্রদায় মাধ্বগণের ন্যায় মুদ্রাদি ধারণ করেন না। মধ্ব-জন্মের পূর্ব্বে রামানুজীয় পাঞ্চরাত্রিক-মত সহ্যাদ্রির পশ্চিমে প্রাবল্য লাভ না করিলেও তথায় ভাগবত-সম্প্রদায়ের অধিষ্ঠান প্রশ্নের বিষয় হইতে পারে না। শঙ্কর-মতের প্রবল বিস্তৃতি অনেকটা রামানুজীয়-গণের পাঞ্চরাত্রিক-ধর্ম্ম এবং ভাগবত-সম্প্রদায়ের বৈভবক্রমে খর্ব্বিত হয়। শিবাল্লীগণের মধ্যে সেই ফল মধ্বের উদয়কালের পূর্ব্বেই কিছু কিছু লক্ষিত হয়।

কর্ম্মফল-বশে যে-প্রকার অবৈষ্ণব জীবগণ ভিন্ন ভিন্ন শরীর ধারণ-পূর্ব্বক নিজ-যোগ্য কর্ম্মফল ভোগ করেন এবং ভোগান্তে বাসনা-বশে পুনরায় কর্ম্মযোগ্য শরীর পাইয়া কর্ম্মফল লাভ করেন, নিত্য-বিষ্ণুদাস বৈষ্ণবগণ তাদৃশ নহেন। জীবের সৌভাগ্যক্রমে কখনও তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীনারায়ণ নিজে অবতার হইয়া জীবের মঙ্গল বিধান করেন, কখনও বা বৈকুণ্ঠস্থ নিজ-পার্ষদগণকে ধরাধামে অবতারণ-পূর্ব্বক লৌকিক-তনু গ্রহণ করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করেন। যে-কালে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়া অধর্ম্মের প্রবলতা হয়, তৎকালে ভগবান্ মর্ত্ত্য-জীবলোকে শুভা-গমন-পূর্ব্বক ধর্ম্ম স্থাপন করেন। যেরূপ শ্রীরামানুজীয় পূর্ব্বতন সিদ্ধসূরি-সকল বৈকুণ্ঠ হইতে কালে-কালে অবতীর্ণ হইয়া হরি-কৈঙ্কর্য্যের প্রভাব অজ্ঞান-জীব-হৃদয়ে বিকাশ করিয়াছেন, তদ্রূপ **সকল বৈষ্ণবের নিত্য-স্বরূপ আছে**। বৈকুণ্ঠস্থ নিত্য-স্বরূপ সিদ্ধিকালে আপনা হইতেই পরিস্ফুট হয়। সেই নিত্য-পার্ষদ-তনুর অবতার বলিয়া বৈষ্ণবগণ

সমাজে পরিচিত হন। নির্ব্বিশেষবাদী বৈকুণ্ঠের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইয়া সিদ্ধিতে সোহং প্রভৃতি ভাব-মাত্র অবস্থিত বিশ্বাস করেন। সুতরাং নির্ব্বিশেষ-বাদের অধীনে যে-সকল কর্ম্মফলবাদী জগতে উদিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মতে ভগবানের বা ভক্তের নিত্য-স্বনাম, স্বরূপ, স্বগুণ, স্বক্রিয়া নাই, কেবল মায়া বা কুণ্ঠাদ্বারা পরিমিত হইয়া তাঁহারা কর্ম্মফল ভোগ করেন! অবৈষ্ণবগণের নিত্য-পরিচয়ে সোহংভাব আবদ্ধ, তজ্জন্য তাঁহারা বৈকুণ্ঠ হইতে অবতীর্ণ না হইয়া মায়া-রাজ্যে ভ্রান্তি-বশতঃ কর্ম্মফল-মাত্র ভোগের যোগ্য। আমাদের আচার্য্য শ্রীমধ্বমুনি মনু, জৈমিনী প্রভৃতির ন্যায় কর্ম্মফল-নিগড়ে আবদ্ধ ছিলেন না বলিয়া বৈকুণ্ঠে তাঁহার নিত্য-বিগ্রহ আছে। বিশেষতঃ নির্ব্বিশেষবাদিগণের মতে চিন্ময়-বিগ্রহ বা পরিচয়াদি বিশেষ-সমূহ কুণ্ঠা-বৃত্তির ক্রিয়া-বিশেষ। স্বর্গ-নিরয়াদি ধামে দেব-কীটাদি দেহ নশ্বর ও মায়াজাত মিথ্যা। সে-জন্য শ্রীশঙ্করাচার্য্যকে নির্ব্বিশেষবাদিগণ শঙ্করাবতার নির্দ্দেশ করিলেও তাদৃশ রুদ্র মহাশয়ের অনিত্য-দেহ মিথ্যা-মাত্র জানিতে হইবে। বৈষ্ণবের শ্রীঅঙ্গ তাদৃশ নহে।

আদিত্যপুরাণ নামে এক উপপুরাণের মধ্যে চত্বারিংশ (৪০শ) অধ্যায়ে কোন বৈষ্ণব-বিরোধী নির্ব্বিশেষবাদী স্বীয় ষড়্‌রিপুর চাঞ্চল্যে মধ্বাচার্য্য-সম্বন্ধে একটী ভ্রান্ত-চিত্র প্রতিফলিত করিয়া নিজ-ঘৃণিত স্বার্থের পরি-পোষণ করিয়াছেন। তাঁহার কল্পনা শ্রীমধ্বাচার্য্যকে ঋতুরাজ বসন্তের অবতার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছে; কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে তাহা নহে। শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড চতুর্থ অধ্যায়ের নিদর্শন-মত আমরা দেখিতে পাই যে, বৈকুণ্ঠ-ধাম এবং গোলোক-ধাম উভয় নিত্যাশ্রয়ই বায়ু কর্ত্তৃক ধৃত আছে। যেমন দেবীধামে বায়ু মরুতাখ্য-দেব বলিয়া পরিচিত, তদ্রূপ বৈকুণ্ঠে বায়ুদেব বৈকুণ্ঠ-ধারণ-সেবায় সর্ব্বদা নিযুক্ত

আছেন। বলা বাহুল্য, জড়ের বায়ু বা দেবলোকের মরুদ্দেব বৈকুণ্ঠের অপ্রাকৃত বায়ুদেবের সহ তুল্য নহে।

বৈকুণ্ঠং পরমং ধাম জরা-মৃত্যুহরং পরম্।
বায়ুনা ধার্য্যমাণঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডাদূর্দ্ধমুত্তমম্॥
ন বর্ণনীয়ং কবিভির্বিচিত্রং রত্ননির্ম্মিতম্।

"গোলোক-বিষয়ে ঊর্দ্ধং বৈকুণ্ঠতোঽগম্যং এবং বায়ুনা ধার্য্যমাণঞ্চ নির্ম্মিতং স্বেচ্ছয়া বিভোঃ" প্রভৃতি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-বাক্যে বায়ুর শ্রীনারায়ণের বৈকুণ্ঠ-ধারণ-সেবা জানা যাইতেছে। শ্রীমাধ্বগণ বলেন,—তাঁহাদের আচার্য্যপাদ বায়ুর অবতার। সুতরাং শ্রীমধ্বকে 'প্রাণনাথ' সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

তুলুব ও অন্যান্য প্রদেশে যে-কালে জৈন ও প্রচ্ছন্ন মায়াবাদী শঙ্কর-মতাবলম্বিগণ এবং শৈব-সমূহ ভাগবত-সম্প্রদায়ের গর্হণে ব্যস্ত ছিল, তদ্দর্শনে বিরিঞ্চি-প্রমুখ দেবগণ, তাহাদের ক্রিয়া-কলাপে উপদ্রুত অধি-বাসীবর্গের মঙ্গলের জন্য শ্রীনারায়ণের সমীপবর্ত্তী হইয়াছিলেন। শ্রীনারায়ণের আদেশক্রমে বৈকুণ্ঠ-ধারক প্রাণনাথ বায়ুদেব তুলুব-দেশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

ত্রেতা-যুগে বৈকুণ্ঠ-পতির সহচর হইয়া বৈকুণ্ঠ-ধারক হনুমদ্দেহে শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করিয়াছিলেন, দ্বাপরে দ্বারকাধীশের সহচর হইয়া সেই মরুদ্দেব ভীমরূপে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবা করেন। আবার কলিতে বিষ্ণুর আবেশাবতার শ্রীব্যাসদেবের অনুচর হইয়া শ্রীমধ্বাচার্য্যরূপে সেবা করিলেন।

শ্রীমধ্বাচার্য্যের উদয়-কাল-বিচার সর্ব্ববাদী-সম্মত নহে। এই কাল-বিষয়ক গবেষণায় আমরা সর্ব্বাগ্রে ছয়টী মূল প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি—

(১) শ্রীভাণ্ডারকার-দৃষ্ট পূর্ব্ব-মঠ-তালিকা এবং বায়ুপুরাণ প্রমাণ। ভাণ্ডারকার বলেন, বার্হস্পত্য বর্ষ নিরূপণ ব্যতীত অতি প্রাচীন মঠ-তালিকায় শকাদির উল্লেখ নাই। পর পর মঠ-তালিকায় গণনা দ্বারা অনুমান-ক্রমে শক-বর্ষাদি নিরূপিত হইয়াছে। অদমার মঠস্বামী মহোদয়ের সমক্ষে শ্রীপদ্মনাভাচার্য্য সম্প্রতি উড়ুপীস্থ পণ্ডিতকুলকে আহ্বান-পূর্ব্বক বায়ুপুরাণ ও অন্যান্য অপ্রামাণিক উদ্ধৃত শ্লোকাদি হইতে জানিয়াছেন যে, বিলম্বী বর্ষে মধ্বের জন্ম হয়। বায়ুপুরাণের শ্লোকার্থ মাঘী শুক্লা সপ্তমী বিলম্বী বর্ষে আচার্য্যের জন্ম; আবার অন্য শ্লোকের মতে ঐ বর্ষে বিজয়া-দশমীতে জন্ম হয়।

(২) উড়ুপীস্থ অষ্ট মঠস্বামিগণের এবং উত্তরাঢ়ী মূল মঠের তীর্থস্বামী মহোদয়ের মঠ-তালিকা। 'সৎকথা' নামক কানাড়ি ভাষায় ভীমরাও স্বামিরাও লিখিত গ্রন্থ যাহা ধারবাড়ের প্রসাদ-রাঘব-যন্ত্র হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। এই তালিকায় শ্রীমধ্বের অভ্যুদয়-কাল বিলম্বী বর্ষে ১০৪০ শকাব্দ বলিয়া উল্লিখিত আছে। শ্রীমাধ্ব-পণ্ডিতগণ এই মঠ-তালিকাকে বিশেষ সম্মান করেন। কেহই ইহাতে সন্দিহান হইতে পারেন না।

(৩) শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য স্বপ্রণীত মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়-গ্রন্থে কালের বিষয় দুই স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন—

প্রায়শো রাক্ষসাশ্চৈব ত্বয়ি কৃষ্ণত্বমাগতে।
শেষা যাস্যন্তি তচ্ছেষা অষ্টাবিংশে কলৌ যুগে।
গতে চতুঃসহস্রাব্দে তমোগাস্ত্রিশতোত্তরে ॥ ১০০ ॥

(তা, নি ৯ অধ্যায়)

চতুঃসহস্রে ত্রিশতোত্তরে গতে সম্বৎসরাণান্তু কলৌ পৃথিব্যাম্।
জাতঃ পুনর্বিপ্রতনুঃ স ভীমো দৈত্যৈর্নিগূঢ়ং হরিতত্ত্বমাহ ॥ ১৩১ ॥

(তা, নি ৩২ অধ্যায়)

মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ের স্থানদ্বয়ে যে কালের উল্লেখ উদ্ধৃত হইল, তাহাতে শ্রীমধ্বমুনি ৪৩০০ কল্যব্দ অতীত হইলে পর অর্থাৎ চতুশ্চত্বা-রিংশকলি-শতাব্দীতে তাঁহার উদয়কাল-নিরূপণ করেন। ঠিক শতাব্দী প্রারম্ভেই তাঁহার উদয়-কাল—এরূপ কথার নির্দ্দেশ নাই। বিলম্বী বর্ষে তাঁহার জন্ম হয়, এ কথা ভাণ্ডারকার-দৃষ্ট পূর্ব্ব-মঠ-তালিকাতে উল্লেখ আছে। আবার দেখা যায়, পর-মঠ-তালিকার নিরূপিত শক এবং স্মৃত্যর্থসাগর-লিখিত শক পরস্পর ভিন্ন হইলেও উভয়েই পরে বিলম্বীকে আশ্রয়-পূর্ব্বক শকে পরিণত করিয়াছেন। দক্ষিণ-দেশে **বার্হস্পত্য বর্ষের** যথেষ্ট প্রচলন পূর্ব্বে ছিল। পরে ক্রমশঃ শকাদি লিখিত হয়। সুতরাং ৪৩০০ কল্যব্দকে শকে পরিণত করিয়াই শ্রীকৃষ্ণস্বামী আয়ার এবং দক্ষিণ-ক্যানারা জিলা ম্যান্নুয়েল গ্রন্থে ১১২১ শকাব্দায় অর্থাৎ কল্যব্দ ৪৩০০ বর্ষে শ্রীমধ্বের আবির্ভাব স্থির করেন। ডাক্তার বুকানন ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৭২১ শকাব্দে মহীশূর, ক্যানারা ও ম্যালেবার রাজ্যের স্থানে স্থানে ভ্রমণ-পূর্ব্বক উড়ুপীতে পণ্ডিতমণ্ডলী আহ্বান করিয়া আচার্য্যের জন্মকাল ১১২১ শকাব্দ স্থির করিয়াছেন। বুকাননের মূল প্রমাণ আর কিছুই নাই।

(৪) শ্রীমচ্ছলারি স্মৃতি হইতে শ্রীগোপীনাথরাও "দক্ষিণা-পথে শ্রীবৈষ্ণব-ধর্ম্মের লঘু ইতিবৃত্ত-গ্রন্থের দ্বিতীয় গবেষণা খণ্ডে" শ্রীমধ্বের উদয়-কাল-জ্ঞাপক এই শ্লোকদ্বয় উদ্ধার করিয়াছেন—

কলৌ প্রবৃত্তে বৌদ্ধাদি মতং রামানুজং তথা।
শকে হ্যেকোনপঞ্চাশদধিকাব্দে সহস্রকে॥
নিরাকর্ত্তুং মুখ্যবায়ুঃ সম্মতস্থাপনায় চ।
একাদশশতে শাকে বিংশত্যষ্টযুগে গতে।

কৃষ্ণা-তীরস্থ বাইক্ষেত্র-নিবাসী বালাচার্য্য-তনুজ উদ্ধবাচার্য্য শ্রীমৎ পূর্ণ-প্রজ্ঞ-প্রণীত সর্ব্ব মূল গ্রন্থের ভূমিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন—

"উৎসন্নাম্নায়ং পুনর্নিরূপয়িতুং রৌপ্যপীঠে সুপীঠে মধ্যগেহ সুগেহে আবিরাস ভগবান্ দশশততমশকশতকে শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞঃ সুপ্রজ্ঞঃ। উক্তমেতচ্ছলারি নৃসিংহাচার্য্য-কৃত-স্মৃত্যর্থসাগরে।" নৃসিংহাচার্য্যের মতে ১১০০ শকাব্দে শ্রীমধ্বের আবির্ভাব-কাল।

(৫) শ্রীনরহরি তীর্থের প্রস্তর-ফলক-ত্রয়ের আর্কিয়লজিকেল বিভাগ কর্ত্তৃক যেরূপ ভাবে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, ১১৮৬ শকাব্দা হইতে ১২১৫ শকাব্দা পর্য্যন্ত উক্ত তীর্থস্বামী কলিঙ্গ-রাজ্যের শিশুরাজের অভিভাবক থাকিয়া নানাপ্রকার মহিমা বিস্তার করিতেছেন। পুরুষোত্তম তীর্থের সন্ন্যাসী শিষ্য আনন্দ তীর্থের নিকট নরহরি তীর্থ দীক্ষিত হইয়াছেন। আনন্দতীর্থ ব্যাসের বিপথগামী অনুচরবর্গকে দণ্ড-দ্বারা সুপথে আনয়ন করিয়াছেন। আনন্দতীর্থের বাক্যাবলী পালন করিলে জীব হরিপাদপদ্ম লাভ করেন। আনন্দ-তীর্থের বাক্য বিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয় এবং তৎপাদপদ্ম-দানে সক্ষম। এই শিলালিপি ১২০৩ শকাব্দে খোদিত হয়। অধ্যাপক কিলহর্ণ এই প্রস্তর-ফলকের তারিখ ২৯শে মার্চ্চ ১২৮১ খৃষ্টাব্দে স্থির করিয়াছেন। কূর্ম্মাচল চিকাকোলে এবং সিংহাচল নৃসিংহ-মন্দিরে ফলকদ্বয়ও নরহরি তীর্থের তথায় অবস্থানের কাল নির্ণয় করে।

বিদ্যারণ্য ভারতী ১২৬৮ শকাব্দে বিজয়নগর-রাজ হইতে তাঁহার শৃঙ্গ-গিরিমঠের জন্য ভূসম্পত্তি লাভ করেন। তিনি মাধ্ব চতুর্থ শিষ্য অক্ষোভ্যের সম-সাময়িক।

অসিনা তত্ত্বমসিনা পরজীবপ্রভেদিনা।
বিদ্যারণ্যমরণ্যানীমক্ষোভ্য মুনিরচ্ছিনৎ॥

আবার বেদান্ত-দেশিক ত্রয়োদশ শক-শতাব্দীতে জীবিত থাকিয়া বিজয়নগর-রাজের অনুরোধে বিদ্যারণ্য ও অক্ষোভ্যের বিচার-মীমাংসক হইয়াছিলেন। বেদান্ত-দেশিক বৈভব-প্রকাশিকা-গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। জয়তীর্থ বিজয়ে জয়তীর্থের সহিত বিদ্যারণ্য তীর্থের সাক্ষাৎ উল্লিখিত হইয়াছে। বিদ্যারণ্য নিজ-গ্রন্থে জয়তীর্থের ভাষ্য উদ্ধার-পূর্ব্বক বিচার করিয়াছেন; সুতরাং বিদ্যারণ্য, জয়তীর্থ, অক্ষোভ্য ও বেদান্ত-দেশিক একই সময়ের ব্যক্তি। উপরি-উক্ত প্রমাণাবলী হইতে আমরা অল্প কথায় এই বুঝি যে,—

১। শকাব্দা ১০৪০, ১১০০ বা ১১৬০ বিলম্বী বর্ষে জন্ম।

২। শকাব্দা ১০৪০।

৩। ১১২১ শকাব্দার পর কোন বর্ষে।

৪। শকাব্দা ১১০০।

৫। নরহরিতীর্থ ১২০৩ শকের পূর্ব্বে মধ্বের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ও ১২১৫ শকের পর তদীয় পীঠে অধিরোহণ করেন। প্রস্তর-ফলকত্রয় প্রমাণ।

৬। ভিন্ন ভিন্ন কাল-তালিকা হইতে জানা যায় যে, বিদ্যারণ্য, মধ্বশিষ্য অক্ষোভ্য ও বেদান্ত-দেশিক ত্রয়োদশ শক-শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। ইতিহাস ও প্রমাণ—এই প্রমাণের মধ্যে কোন্‌টী গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয় একটী শুদ্ধ মীমাংসা হওয়া উচিত। প্রমাণগুলি আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রথম প্রমাণ অন্য প্রমাণা-

বলীর মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও অন্য পাঁচটী প্রমাণের সকল গুলিরই পোষণ করে। প্রথম প্রমাণের সহিত অন্য প্রমাণগুলির বিরোধ নাই।

দ্বিতীয় প্রমাণ স্বীকার করিলে যদিও প্রথম প্রমাণের সহিত বিরোধ হয় না, তথাপি তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ—এই প্রমাণ-চতুষ্টয়কে পরিত্যাগ করিতে হয়। তৃতীয় প্রমাণ শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিলে দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রমাণ-দ্বয় ত্যাগ করিতে হয়।

চতুর্থ প্রমাণ স্বীকার করিলে যদিও প্রথম প্রমাণের সহিত বিরোধ হয় না, তথাপি দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রমাণ-চতুষ্টয় ত্যাগ করিতে হয়।

পঞ্চম প্রমাণ শুদ্ধ বলিলে দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রমাণ ব্যতীত প্রথম, তৃতীয় ও ষষ্ঠের বিরোধ হয় না।

ষষ্ঠ প্রমাণ শুদ্ধ হইলে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম প্রমাণের সহ বিরোধ হয় না। দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রমাণের সত্যতা থাকে না।

এই প্রমাণগুলির মধ্যে প্রত্যেকটী ভিন্ন ভিন্ন পক্ষের বিরুদ্ধ যুক্তির কিরূপ আক্রমণ-যোগ্য, তাহার পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। শ্রীমধ্বের নিজ-লিখিত গ্রন্থে, প্রস্তর-ফলকে বা ইতিহাসে প্রথম প্রমাণোক্ত বিলম্বী বর্ষের কথা উল্লেখ নাই। পূর্ব্বমঠ-তালিকায় শকের উল্লেখ না থাকায়, স্মৃত্যর্থসাগর নামক প্রসিদ্ধ স্মৃতি-লিখিত শকের সহ পার্থক্য হওয়ায়, শ্রীমধ্বের নিজ-লিখিত কালের সহ পার্থক্য হওয়ায়, প্রস্তর ফলকের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন না হওয়ায় এবং ঐতিহ্যের বিরুদ্ধ হওয়ায় ঐ পাঁচটীর প্রতিপক্ষে শক ১০৪০ নিরূপিত হইতে পারে না। শ্রীমধ্ব-লিখিত তাৎপর্য্য-নির্ণয়-গ্রন্থে কাল-বিষয়ক স্থান-দ্বয় প্রক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায়, অথবা অর্থান্তর-যোগ্যতা-ক্রমে ৪৩০০ কল্যব্দ লোক-কথিত বিলম্বী বর্ষ না হওয়ায় বা লেখকের কাল-বিষয়ে সূক্ষ্মতার যথার্থোপলব্ধি

না থাকিলে উহা প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে না। স্মৃত্যর্থসাগর রচনা-কালে লোক-মুখে বিলম্বী বর্ষে মধ্বের জন্মাব্দ শ্রবণ করিয়া অনুমানক্রমে ১১০০ শকাব্দের বিলম্বী বর্ষ মধ্ব-জন্ম-কাল নিরূপিত হইয়া থাকিলে, প্রস্তর-ফলকের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন না হওয়ায়, মধ্ব-লিখিত তাৎপর্য্য-নির্ণয়ের কালের সহিত বিরোধ হওয়ায়, ইতিহাসের সহ সামঞ্জস্যাভাবে সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। পঞ্চম প্রমাণের বিরুদ্ধে প্রস্তর-ফলক পরে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক রক্ষিত হইবার অসম্ভাবনা না থাকায় প্রস্তর-ফলকোক্ত ভাষার প্রকৃত অর্থের বিপর্য্যয় হইবার সম্ভাবনা থাকায় প্রস্তর-ফলক-প্রমাণ নির্ব্বিবাদে ধ্রুব সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। ঐতিহ্য-সমূহের নানাপ্রকার সাপেক্ষতা-নিবন্ধন নানাপ্রকার ভ্রম প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা থাকে বলিয়া উহাকেও ধ্রুব সত্য বলা যাইতে পারে না।

যাহা হউক, প্রমাণগুলি অবিশ্বাস করিবার নানাপ্রকার যুক্তি-সত্ত্বেও প্রমাণাবলী নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, শ্রীমধ্বাচার্য্য ১১৬০ শকাব্দে বিলম্বী বর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই জন্মকাল নব্য মঠ-তালিকা বা স্মৃত্যর্থসাগরের বিরোধী হইলেও অন্য চারি প্রকারের প্রমাণের বিরোধী নহে, পক্ষান্তরে ১০৪০ এবং ১১০০ শক পক্ষদ্বয় শ্রীমধ্বাচার্য্যের নিজ-লেখনীর প্রতিকূল। ১১৬০ শকাব্দায় জন্মগ্রহণ করিলে চারিটী প্রমাণ পক্ষাবলম্বন করে, অথচ ১০৪০ পক্ষে বা ১১০০ পক্ষে প্রথম প্রমাণ অর্থাৎ বিলম্বী বর্ষ ব্যতীত অন্য নিরপেক্ষ প্রমাণাভাব। ১১৬০ শক বিলম্বী বর্ষ। মধ্ব-লিখিত ১১২১ শকাব্দের পর ১১৬০ শক।

১১৬০ শকে জাত-ব্যক্তির ১২০৩ শকের পূর্ব্বে নরহরি তীর্থকে সন্ন্যাস দিতে বাধা নাই, ১১৬০ শকে জাত-ব্যক্তির নিকট গৃহীত

সন্ন্যাস অক্ষোভ্য তীর্থ, বিদ্যারণ্য ও বেদান্ত-দেশিকের সম-সাময়িক হইবার অযোগ্য নহেন।

ইতিহাস ও প্রস্তর-ফলকাভাবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিলম্বী বর্ষের উপর নির্ভর করাই স্বাভাবিক। তাঁহারাও এই দুইটীর সাহায্য পাইলে ১১৬০ শকাব্দাই এক বাক্যে স্থির করিতে পারিতেন।

(সঃ তোঃ ১৮।১ ; চৈত্র ১৩২১ বঙ্গাব্দ ; মার্চ্চ ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ)

ঠাকুরের স্মৃতি-সমিতি

বৈষ্ণবের অসাধারণ অনুষ্ঠান-দর্শনে মনীষী, এমন কি, শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণেরও ভ্রান্ত ধারণার উদয়—জগদ্‌গুরুর স্মৃতি-সংরক্ষণের আবশ্যকতা—ভগবদ্ভক্ত কর্ম্মের ফলভোক্তা নহেন—কর্ম্মী ও ভক্তের শব্দ-ব্যবহার সমতাৎপর্য্যবিশিষ্ট নহে—ভক্তিবিনোদের যাবতীয় চেষ্টাকে তাঁহার হরিভজনরূপে দর্শনের পরিবর্ত্তে কর্ম্মবীরের চেষ্টারূপে দর্শনে আত্ম-বঞ্চনা লাভ।

শ্রীমহাপ্রভু জীবের প্রতি করুণা করিয়া কালে কালে অলৌকিক চরিত্র-সম্পন্ন বৈষ্ণবগণকে জগতে প্রেরণ করেন। তাঁহাদের **অসাধারণ অনুষ্ঠান-দর্শনে** বিদ্বৎসমাজ দূরে যাক্, হরি-সেবা-পরায়ণ **শ্রদ্ধাবান্ জনগণেরও** অনেক সময় **ভ্রমপূর্ণ ধারণার উদয়** হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেরণাক্রমে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বীয় প্রভুর আজ্ঞাসমূহ পালন করিয়া প্রভুর নিকট ফিরিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে ভাগ্যহীন বৈষ্ণব-জগৎ তাঁহাকে সাক্ষাদ্ভাবে না পাইয়া কতই না অভাব অনুভব করিতেছেন। তবে যাঁহারা তাঁহার সাক্ষাৎ সান্নিধ্য লাভ করিয়া হরি-ভজনের অলৌকিক প্রণালী পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, আমাদের বিশ্বাস, তাঁহারা তৎসম্বন্ধীয় পবিত্র স্মরণ-প্রভাবে সমধিক ভজন-যোগ্যতা লাভ করিতেছেন। ঠাকুরের সুদীর্ঘ প্রকটকালের ঘটনাবলী শুদ্ধবৈষ্ণব-জীবনের প্রতিপদেই আদর্শ; সুতরাং তাঁহার ভক্তিময় চরিত্র শুদ্ধভক্তের করে অঙ্কিত হইলে তদ্দর্শনে বৈষ্ণব-জগতের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে।

গত সংখ্যায় * ভক্তিবিনোদ দেবের স্মৃতি-সমিতির বিবরণ সংক্ষেপে

---

* সজ্জনতোষণী ১৮শ বর্ষ ১ম সংখ্যা

বর্ণিত হইয়াছে। তাহা পড়িয়া কেহ কেহ মনে করেন যে, গৌড়ীয়-শুদ্ধভক্তগণ যে মহাত্মার অলৌকিক চরিত্র প্রতিপদেই অনুক্ষণ অনুসরণ করিয়া স্মরণ করেন, সেই আদর্শ-চরিত্র জগদ্‌গুরুর আবার বাহ্য-অনুষ্ঠানময়ী স্মৃতি সংরক্ষিত হইবার আবশ্যক কি? কেহ বলেন, নিত্য-বৈষ্ণবের নিত্য-চরিত্র নিত্যকাল স্থিত, সুতরাং স্মৃতিরক্ষণ-কার্য্য কর্ম্মান্তর্গত হওয়ায় ঐ প্রকার স্মরণের প্রয়োজন কি? বৈষ্ণবের তাদৃশ স্মৃতিরক্ষার যত্ন বৈষ্ণবোচিত নহে।

এই সকল তর্ক যাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে, তাঁহাদের জন্য কয়েকটী কথা এস্থলে উল্লেখ করিলে বোধ করি তাঁহারা আমাদের সবিনয় বাক্যকে নিজ-গুণে ক্ষমা করিতে পারেন। বিষয়-মদান্ধ নির্ব্বিশেষ-বাদী শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তির পূজাকে; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীনরোত্তমবিলাস, শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থকে; শঠকোপ দাস, মধুর ব বি, গোদা দেবী, কুলশেখর রামানুজাদির অর্চ্চা-বিগ্রহকে বাহ্য অনুষ্ঠানপূর্ণ কর্ম্মপ্রয়াস বলিয়া গর্হণ করিতে পারেন; ভক্তের কিন্তু সে-কথা হৃদয়ে স্থান পায় না। গৌর-গুণ-গান, তুলসীমালা ধারণ, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র সেবন, নাম-রূপ-গুণ-লীলা-কীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ-যাজন মায়াবাদীর বিচারে কর্ম্মান্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু ভগবানের সেবনোদ্দেশে এই সকল কৃতকর্ম্মের ফলভোক্তা ভগবদ্ভক্ত নহেন; তাঁহাদের ভোক্তা—ভগবান্ স্বয়ং। ভক্তির অনুষ্ঠান-সমূহ প্রাকৃত-দৃষ্টিতে বা মূঢ় নয়নে কর্ম্ম বলিয়া রূপান্তরিত হইলেও উহা হরিসেবা,—অনুষ্ঠাতার স্বার্থ-বিজৃম্ভিত ফল-ভোগ-কামনা নহে।

শ্রীভগবানের নববিধ ভক্তি-পর্য্যায়ে স্মরণকে "তৃতীয়া" আখ্যা দেওয়া হয়। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের স্মরণ দোষাবহ নহে। যে-স্থলে স্মৃতি-রক্ষানুষ্ঠান প্রাকৃত-রাজস-ভাবোত্থ অর্থাৎ অনুষ্ঠাতৃবর্গের প্রতিষ্ঠাবর্দ্ধক, সে-

স্থলে উহা আদরণীয় নহে। যে-স্থলে উহা নির্গুণ কৃষ্ণভজনের উদ্দেশে কৃত হয়, উহা শুদ্ধ হরিভজনের উৎসাহ-বৃত্তির অনুষ্ঠান-বিশেষ।

কর্ম্মিগণ ফলকামোদ্দেশে যে-সকল শব্দ ব্যবহার করেন, ভক্তগণের তত্তৎ শব্দ দ্বারা ঠিক সেই ধারণা হয় না। কর্ম্মফলবাদীর স্মৃতিরক্ষা শব্দে বৈষ্ণবের ব্যথিত হইবার কারণ নাই। কৃষ্ণনাম বলিলে অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী প্রভৃতি নামাপরাধিগণ যাহা বুঝেন, তাহা কখনই বৈষ্ণবের গ্রহণীয় হয় না; আবার কৃষ্ণনামের অপ্রাকৃতানুভূতি কখনই অভক্তের বুদ্ধিগম্য নহে। সুতরাং যাঁহারা "স্মৃতিরক্ষণসভা" শব্দ শুনিয়াই ক্ষুব্ধ, তাঁহাদের ধারণা উন্নত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃষ্ণের সেবা ও গৌরভক্তগণের হিতের জন্য কতই না করিয়াছেন। **তাঁহার সমগ্র প্রয়াসকে হরিভজন না দেখিয়া যিনি কর্ম্মবীরের ফল্গু চেষ্টামাত্র অনুভব করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে কর্ম্মবীর হইবার আদর্শ লাভ করিয়াছেন,** আমরা তাঁহাদিগকে কিছু অধিক বলিতে চাহি না। তাঁহারা নিজ-ফলভোগময় কর্ম্মবুদ্ধিগ্রস্ত হইয়া স্মৃতি-সমিতিতে যোগদান করিয়া **কর্ম্মজীবনের শেষ প্রাপ্য শুদ্ধভক্তিরাজ্যে** প্রবিষ্ট হউন্। সেখানে আসিলে তাঁহারা বুঝিবেন যে, ভগবন্মন্দির অপেক্ষা অপ্রাকৃত ভক্তের স্মৃতি-মন্দির কোন প্রকারে শুদ্ধভক্তির ন্যূন অনুষ্ঠান নহে; পরন্তু কোন কোন বিষয়ে কৃষ্ণের অধিক প্রসাদ লাভের সুযোগমাত্র।

(সঃ তোঃ ১৮।২; বৈশাখ ১৩২২ বঙ্গাব্দ, এপ্রিল ১৯১৬)

দিব্যসূরি বা আল্‌বর্

বিশিষ্টাদ্বৈত-সম্প্রদায়ে প্রাচীন সিদ্ধগণের আখ্যা—কোনমতে দশ, কোন মতে দ্বাদশ আল্‌বর—আল্‌বরগণের নাম-তালিকা—তাঁহাদের সংস্কৃত ও দ্রাবিড় নাম—দাক্ষিণাত্যে রঙ্গনাথের মন্দিরে ও শ্রীরামানুজের আবির্ভাব-স্থান পেরেম্বেদুরে আল্‌বরগণের অর্চ্চামূর্ত্তি।

আড়্‌বর্ বা আল্‌বর্—ইহা একটী দ্রাবিড়ীয় শব্দ, তামিল ভাষার অন্তর্গত। সংস্কৃত ভাষায় ইহার অর্থ—দিব্যসূরি, দিব্যযোগী বা নিত্য-যোগী। বিশিষ্টাদ্বৈত-বিশ্বাসমতে শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের অতি প্রাচীন সিদ্ধ পার্ষদ মহাত্মগণ এইরূপ সংজ্ঞায় কথিত হইতেন।

আল্‌বরগণের সংখ্যা কাহারও মতে **দশ** এবং অন্য মতে **দ্বাদশ**। বৈকুণ্ঠ হইতে এই সকল নারায়ণ-পার্ষদ ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যে ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের জীবন-বৃত্তান্ত সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত 'দিব্যসূরি-চরিতম্' ও 'প্রপন্নামৃতম্' গ্রন্থে, তামিল ও সংস্কৃত-মিশ্র মণিপ্রবাল ভাষায় লিখিত 'গুরুপরম্পরা-প্রভাব', 'প্রবন্ধসার', ও 'উপদেশরত্নমালায়', এবং দ্রাবিড়-ভাষায় লিখিত 'পড়নড়ই বিলক্কম্' নামক গ্রন্থ-চতুষ্টয়ে উল্লিখিত আছে।

প্রপন্নামৃতের ৭৪ অধ্যায় ১৫।১৬ শ্লোকে লিখিত আছে—

কাষায়ভূতমহদাহ্বয়ভক্তিসারাঃ শ্রীমচ্ছঠারিকুলশেখরবিষ্ণুচিত্তাঃ।
ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুমুনিবাহচতুষ্কবীন্দ্রাঃ তে দিব্যসূরয় ইতি প্রথিতা দশোর্ব্যাং ॥
গোদাযতীন্দ্রমিশ্রাভ্যাং দ্বাদশৈতান্ বিদুর্ব্বুধাঃ।
বিহায় গোদাং মধুরকবিনা সহ সপ্তম।
কেচিদ্দ্বাদশসংখ্যাতান্ বদন্তি বিবুধোত্তমাঃ ॥

১। **কাষার মুনি** বা সরোযোগী (দ্রাবিড় ভাষায়—পয়গই আল্‌বর্‌)
২। **ভূতযোগী** (দ্রাবিড়—পুদত্ত আল্‌বর্‌)
৩। **ভ্রান্তযোগী** বা মহদ্‌ (দ্রাবিড়—পে আল্‌বর্‌)
৪। **ভক্তিসার** (দ্রাবিড়—তিরুমড়িসাইপ্পিরাণ আল্‌বর্‌)
৫। **শঠারি,** শঠকোপ, পরাঙ্কুশ, বকুলাভরণ (দ্রাবিড়—নম্মাল্‌বর্‌)
৬। **কুলশেখর** (দ্রাবিড়—কুলশেখর আল্‌বর্‌)
৭। **বিষ্ণুচিত্ত** (দ্রাবিড়—পেরি ই-আল্‌বর্‌)
৮। **ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু** (দ্রাবিড়—তোণ্ডরড়িপ্পড়ি আল্‌বর্‌)
৯। **মুনিবাহ,** যোগীবাহ, প্রাণনাথ (দ্রাবিড়—তিরুপ্পাণি আল্‌বর্‌)
১০। **চতুষ্কবি,** পরকাল (দ্রাবিড়—তিরুমণ্‌গই আল্‌বর্‌)

এই দশজন সর্ব্ববাদি-সম্মত দিব্যসূরি ব্যতীত অন্য কেহ—

১১। **গোদা** (দ্রাবিড়—আণ্ডাল)
১২। **রামানুজ** (দ্রাবিড়—যংবারুমানার, উদইয়াবার বা ইলাই আল্‌বর্‌)

দ্বাদশটীকে আল্‌বর্‌ বা দিব্যসূরি বলিয়া থাকেন। অপরে গোদা দেবীকে বাদ দিয়া মধুর কবিকে দিব্যসূরি-তালিকার অন্তর্গত করেন।

১১। মধুর কবি (দ্রাবিড়—মধুরকবিগল্‌ আল্‌বর্‌)

শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে স্বতন্ত্রভাবে এবং শ্রীপেরম্বেদুরে এই দিব্যসূরি-গণের মূর্ত্তি সংরক্ষিত আছে। প্রত্যহ তাঁহাদের পূজা হয়।

(সঃ তোঃ ১৮।২ ; বৈশাখ ১৩২২ বঙ্গাব্দ, এপ্রিল ১৯১৬)

শ্রীজয়তীর্থ

শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের আচার্য্য—১১৪৮ শকাব্দায় মঙ্গলাবেড়ে আবির্ভূত—পত্নীর সহিত কলহ—অশ্বারোহী সৈন্যদলে প্রবেশ—অক্ষোভ্য গুরুর দর্শনে দিব্যজ্ঞান লাভ—সন্ন্যাস গ্রহণ—১১৯০ শকাব্দায় অপ্রকট—বহু মূলগ্রন্থ ও টীকার রচয়িতা—মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের পূর্ব্বগুরু—মধ্বাচার্য্য হইতে গুরুপরম্পরা, উড়পীর উত্তরাদী মঠের তত্ত্ববাদি-শাখা—গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-শাখা।

ইনি শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের একজন সন্ন্যাসী আচার্য্য। ইঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম ধোণ্ডরঘুনাথ পন্থ, পিতার নাম রঘুনাথ রাও, মাতার নাম রুক্মা বাই। পাণ্ডেরপুরের নিকট মঙ্গলাবেড় নামক স্থানে **১১৪৮ শকাব্দায়** জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রঘুনাথ ভীমাবাইর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। পত্নীর সহিত কলহ করিয়া স্বদেশ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীরঙ্গপত্তন নামক স্থানে গমন করিয়া তথায় অশ্বারোহী সৈন্যদলে প্রবেশ লাভ করেন। একদিন অশ্বারোহণে নদী পার হইতে গিয়া **অক্ষোভ্যের** সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিয়া অপূর্ব্ব জ্ঞান লাভ করেন এবং নিজ-বৃত্তি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তাঁহার নিকট ১১৬৭ শকাব্দায় অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। দ্বিচত্বারিংশৎ বর্ষ বয়ক্রমকালে হাইদ্রাবাদের ওয়াডি নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী মালখেড় গেট-ষ্টেশনে ১১৯০ শকাব্দার আষাঢ়ী কৃষ্ণা পঞ্চমীদিনে সমাধি লাভ করেন। মধ্ব-সম্প্রদায়ে প্রবেশ লাভ করিয়া জয়তীর্থমুনি ২২ বৎসর ৭ মাসের মধ্যে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের গুরু-পরম্পরার মধ্যে তাঁহার নাম দৃষ্ট হয়।

জয়তীর্থ-রচিত মূল গ্রন্থের মধ্যে (১) প্রমাণ-পদ্ধতি, (২) বাদাবলী,

(৩) শতাপরাধ-স্তোত্র ও (৪) পদ্যমালা ব্যতীত নিম্নলিখিত টীকা তাঁহার রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

(১) মাধ্বভাষ্য—পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনের তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা, (২) সুধা—মাধ্বভাষ্যের অনুব্যাখ্যান, (৩) ন্যায়বিবরণ-টীকা, (৪) প্রমেয়দীপিকা-টীকা, (৫) ন্যায়দীপিকা-টীকা, (৬) তত্ত্বসংখ্যান-টীকা, (৭) তত্ত্ববিবেক-টীকা, (৮) উপাধি-খণ্ডন-টীকা, (৯) মায়াবাদ-খণ্ডন-টীকা, (১০) মিথ্যাত্বানুমান-খণ্ডন-টীকা, (১১) তত্ত্বনির্ণয়-টীকা, (১২) ন্যায়কল্পতরু-প্রমাণ-লক্ষণ-টীকা, (১৩) কথালক্ষণ-টীকা, (১৪) তত্ত্বদ্যোত-টীকা, (১৫) কর্ম্মনির্ণয়-টীকা, (১৬) ষট্প্রশ্নভাষ্য-টীকা, (১৭) ঈশাবাস্য ভাষ্য-টীকা, (১৮) ঋগ্ভাষ্য-টীকা।

পূর্ব্ব-গুরু-পরম্পরা—(১) শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, (২) পদ্মনাভ—১১২০, (৩) নরহরি তীর্থ—১১২৭, (৪) মাধবতীর্থ—১১৩৬, (৫) অক্ষোভ্যতীর্থ—১১৫০, (৬) জয়তীর্থ—১১৬৭।

শিষ্য-পরম্পরা—(উদীপি মঠের তীর্থোপাধিক উত্তরাদী মঠের তত্ত্ববাদি-শাখা)—

(১) বিদ্যাধিরাজ ১১৯০, (২) কবীন্দ্রতীর্থ ১২৫৪, (৩) বাগীশতীর্থ ১২৬১, (৪) রামচন্দ্র ১২৬৯, (৫) বিদ্যানিধি ১২৯৮, (৬) রঘুনাথ ১৩৬৬, (৭) রঘুবর্য্য ১৪২৪, (৮) রঘুত্তম ১৪৭১, (৯) বেদব্যাস ১৫১৭, (১০) বিদ্যাধীশ ১৫৪১, (১১) বেদনিধি ১৫৫৩, (১২) সত্যব্রত ১৫৫৭, (১৩) সত্যনিধি ১৫৬০, (১৪) সত্যনাথ ১৫৮২, (১৫) সত্যাভিনব ১৫৯৫, (১৬) সত্যপূর্ণ ১৬২৮, (১৭) সত্যবিজয় ১৬৪৮, (১৮ সত্যপ্রিয় ১৬৫৯, (১৯) সত্যবোধ ১৬৬৬, (২০) সত্যসন্ধ ১৭০৫, (২১) সত্যবর ১৭১৬, (২২) সত্যধর্ম্ম ১৭১৯, (২৩) সত্যসঙ্কল্প ১৭৫২, (২৪) সত্যসঞ্জুষ্ট ১৭৬৩,

(২৫) সত্যপরায়ণ ১৭৬৩, (২৬) সত্যকাম ১৭৮৫, (২৭) সত্যেষ্ট ১৭৯৩, (২৮) সত্যপরাক্রম ১৭৯৪, (২৯) সত্যবীর ১৮০১, (৩০) সত্যধীর ১৮০৮।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-শাখা—

(১) জ্ঞানসিন্ধু, (২) দয়ানিধি, (৩) বিদ্যানিধি, (৪) রাজেন্দ্র, (৫) জয়ধর্ম্ম, (৬) পুরুষোত্তম ও বিষ্ণুপুরী, (৭) ব্রহ্মণ্য, (৮) ব্যাসতীর্থ, (৯) লক্ষ্মীপতি, (১০) মাধবেন্দ্রপুরী, (১১) ঈশ্বরপুরী, (১২) শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য—১৪২৬।

'জয়তীর্থবিজয়' নামক গ্রন্থে জয়তীর্থের জীবন-চরিত্র লিখিত আছে।

(সঃ তোঃ ১৮।২ ; বৈশাখ ১৩২২ বঙ্গাব্দ, এপ্রিল ১৯১৬)

শ্রীগোদাদেবী

বিষ্ণুচিত্ত আল্‌বরের তুলসীকাননে আবির্ভূতা ও তৎকর্ত্তৃক লালিতা-পালিতা—শ্রী, ভূ ও নীলা শক্তিত্রয়—নীলাশক্তির অংশে গোদাদেবীর আবির্ভাব—ভগবদুদ্দেশ্যে রচিত মাল্য গোদার স্বগলদেশে ধারণ—বিষ্ণুচিত্তের গোদাকে তিরস্কার—বিষ্ণুচিত্তের স্বপ্নদর্শন—গোদাতে লক্ষ্মীর অবতার-বুদ্ধি—গোদার নারায়ণ ব্যতীত অন্য পতি গ্রহণে অনিচ্ছা—রঙ্গনাথের সহিত গোদার বিবাহার্থ শোভাযাত্রা—রঙ্গনাথের শ্রীঅঙ্গে গোদার প্রবেশ—তামিল ভাষায় গোদা-রচিত ধর্ম্মগ্রন্থ।

শ্রীবিল্লিপুত্তর নামক নগরে শ্রীবিষ্ণুচিত্ত নামক জনৈক আল্‌বরের স্বহস্ত-কর্ষিত তুলসীকাননে শ্রীগোদাদেবী আবির্ভূতা হন। জনকরাজ-সদৃশ বিষ্ণুচিত্ত স্বীয় কন্যাজ্ঞানে গোদাকে লালন-পালন করিতেন।

৯৭ কলিগতাব্দে নলবর্ষে বৈশাখ মাসে পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে গোদাদেবী পৃথিবীতে আবির্ভূতা হন। স্থল-মাহাত্ম্য-গ্রন্থে লিখিত আছে যে, গরুড় বিষ্ণুচিত্তরূপে জন্মগ্রহণ করিলে লক্ষ্মী শ্রীনারায়ণের নিকট বিষ্ণুচিত্তের তনয়ারূপে পৃথিবীতে প্রকট হইবার প্রার্থনা করেন। নারায়ণ সেই প্রার্থনায় সম্মত হইয়া তাঁহার গোদা-মূর্ত্তি পৃথিবীতে সকল নারায়ণ-মন্দিরে অর্চ্চিত হইবেন, আজ্ঞা করেন। লক্ষ্মীর গোদা-নাম্নী অর্চ্চার উপাসনা-বলে শ্রীবৈষ্ণবগণ মোক্ষ লাভ করিবেন। শ্রীনারায়ণের ত্রিবিধ শক্তির মধ্যে ইচ্ছাশক্তি অন্যতমা। **ইচ্ছাশক্তি হইতে শ্রী, ভূ ও লীলা বা নীলা নাম্নী শক্তিত্রয়** মূর্ত্ত্যাকারে মহাবিষ্ণুর সেবা করিয়া থাকেন। নীলা বা দুর্গা-শক্তি ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্রী। তাঁহার অংশে গোদা ধরায় প্রকাশিত হইয়াছেন।

গোদা শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণবগণের মতে একজন আল্‌বর্। নারীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তিনিই একমাত্র আল্‌বর্-শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত

হইয়াছেন। কেহ কেহ তাঁহাকে আল্‌বর্‌ বলিতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহারা দশটী আল্‌বর্‌ স্বীকার করেন।

বিষ্ণুচিত্ত অহর্নিশ পুষ্প-তুলসীকানন রচনা করিয়া কাননজ পুষ্প-তুলসী সংগ্রহ-পূর্ব্বক মালা গাঁথিয়া বটশায়ী ভগবান্‌কে সমর্পণ করিতেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত গোদা ক্রমশঃ বালোচিত চাপল্যে অভ্যস্ত হইলেন। তাঁহার পিতা বিষ্ণুচিত্ত যে-সকল পুষ্প-তুলসী ও মালাদি ভগবান্‌ বটশায়ীর জন্য পবিত্রভাবে সঞ্চয় করিতেন, বালস্বভাবক্রমে গোদা সেইগুলি তাঁহার অনুপস্থিতিকালে নিজের ভোগ্যজ্ঞানে ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। একদিন সেইরূপ ব্যবহার বিষ্ণুচিত্তের নয়নপথে পতিত হইল। তিনি কন্যা গোদাকে যারপরনাই তিরস্কার করিলেন—"ভগবানের জন্য পুষ্প-তুলসী তাঁহাকে দিবার অগ্রে তুমি ঐগুলি নিঃশঙ্কচিত্তে ভোগ কর, ইহাতে মহা সেবাপরাধ হয়। ভগবদ্‌নির্ম্মাল্যই জীবের গ্রাহ্য। জীবের ভুক্তাবশেষ-দ্রব্য আমি ভগবান্‌কে জ্ঞাতসারে দিতে পারিব না।" বিষ্ণুচিত্ত সেই দিবস রিক্তহস্তে বটশায়ীর মন্দিরে গেলেন ও নিজ-কৃত্য সম্পন্ন করিয়া বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন। তিনি নিদ্রাবশে দেখিতেছেন যেন বটশায়ী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পুষ্প-তুলসী না লইয়া যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বিষ্ণুচিত্ত কারণ নিবেদন করিলে বটশায়ী বলিলেন "গোদা মাল্যাদি ধারণ করিলে তাহা অপবিত্র হয় না, বরং আমার অধিক প্রীতির বিষয় হয় জানিবে। তোমার কন্যা মাল্যাদি ব্যবহার করিয়া আমায় দিলে আমার অধিকতর প্রীতির বিষয় হইয়া থাকে।" বিষ্ণুচিত্ত নিদ্রা হইতে উদ্বুদ্ধ হইলে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া স্বীয় কন্যার সৌভাগ্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। তদ্দিবসাবধি তিনি তাঁহার কন্যাকে লক্ষ্মীর অবতার-জ্ঞানে পূজা করিতে লাগিলেন এবং তদীয় ব্যবহৃত পুষ্প-তুলস্যাদি শ্রীবটশায়ীকে প্রত্যহ প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

গোদার বয়োন্নতির সহিত তাঁহার ভগবানের একমাত্র দাস্যের নিমিত্ত মনোবৃত্তি প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। **শ্রীনারায়ণ ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন মর্ত্ত্য-পুরুষের পাণিগ্রহণ** হৃদয়ের কোন দেশে স্থান পাইল না। শ্রীকৃষ্ণ ও গোপ-ললনাদিগের অত্যাশ্চর্য্য ক্রীড়া তাঁহার আলোচ্য বিষয় হইল। তদ্ভাব-ভাবিত হইয়া ভগবৎপ্রেমলাভকল্পে তাঁহার চেষ্টাসমূহ লক্ষিত হইতে লাগিল। তখন হৃদয়ের ভাব কিছু কিছু বাহ্যে প্রকাশ হইল।

বিষ্ণুচিত্ত গোদার ভাবাদি সন্দর্শনে তাঁহার হৃদ্গতাভিপ্রায় সংগ্রহ-মানসে উদ্বাহের প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন। গোদা মর্ত্ত্যমানবের সহিত বিবাহের প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া যুগপৎ দুঃখিতা ও ক্রুদ্ধা হইলেন। "মর্ত্ত্য-জীবের সহিত বিবাহ দিলে আমার জীবনাবসান হইবে"—এ কথা পিতৃ-সন্নিধানে বলিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। বিষ্ণুচিত্ত গোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং নারায়ণের কোন্ বিশেষ মূর্ত্তির কমনীয়ভাবে তাঁহার কন্যা আকৃষ্টা হইয়াছেন জানিবার মানসে অষ্টোত্তরশত মূর্ত্তির উল্লেখ করিলেন। গোদা পরম কৌতূহল-সহকারে সকল অর্চ্চার কথা শ্রবণ করিয়া পরিশেষে শ্রীরঙ্গনাথের মাহাত্ম্য, অনুকম্পা ও সর্ব্বোত্তমতায় আকৃষ্টা হইয়াছেন, প্রকাশ করিলেন। শ্রীরঙ্গনাথের সহিত গোদার কিরূপে বিবাহ হইবে, তদ্ভাবনায় বিষ্ণুচিত্তের উৎকট চিন্তা উপস্থিত হইল। অবশেষে চিন্তামগ্ন হইয়া নিদ্রিত অবস্থায় শ্রীরঙ্গনাথ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কন্যা গোদার কর-গ্রহণ-প্রস্তাব করিতেছেন, দেখিতে পাইলেন।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রেরও প্রধান সেবক ভগবদাদেশে তত্রস্থ সেবকমণ্ডলী, ছত্র, আড়ানি প্রভৃতি শ্রীবিল্লিপুত্তুরে প্রেরণ করিলেন। তথায় গিয়া শ্রীগোদা-দেবীকে রাজকীয় সম্ভ্রম ও সমাদরের সহিত আনিবার জন্য অনুমতি করিলেন। শ্রীরঙ্গ হইতে প্রেরিত সম্প্রদায় যথাকালে বিল্লিপুত্তুরে গমন

করিয়া বিষ্ণুচিত্তকে শ্রীরঙ্গনাথের আদেশ জ্ঞাপন করিল। বিষ্ণুচিত্তও বটশায়ীর নিকট সকল কথা জানাইলেন এবং তাঁহার সম্মতিও প্রাপ্ত হইলেন। গোদার জন্য মণিময় সিংহাসন প্রস্তুত হইল। তাহার চতুর্দ্দিকে আবরণ। শ্রীগোদা আর মর্ত্ত্য-মানবের পরিদর্শনের যোগ্যবস্তু নাই; তিনি শ্রীভগবানের অন্তঃপুরচারিণী হইবার অধিকার লাভ করিয়াছেন।

মহাকোলাহলে গীত-বাদ্যভাণ্ডাদিদ্বারা দিক্-সমূহ প্রপূরিত করিয়া গোদাদেবী শ্রীরঙ্গে শ্রীরঙ্গনাথের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে নীতা হইলেন। বিষ্ণুচিত্তের শিষ্যকল্প মথুরাবাসী রাজা বল্লভদেব তৎকালে শ্রীরঙ্গনাথ-মন্দিরে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান। দেবী মণিময় শিবিকা হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক শ্রীরঙ্গনাথের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া শেষশয্যারোহণ-পূর্ব্বক শ্রীরঙ্গনাথে বিলীনা হইলেন; আর নরচক্ষুর গোচর হইলেন না। বিষ্ণুচিত্ত ও অন্যান্য দর্শকবৃন্দ আনন্দাশ্রু-পরিপ্লুত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইলেন।

তখন দৈববাণী হইল—"বিষ্ণুচিত্ত, তুমি আমাদের শ্বশুর হইলে। তোমাকে আমরা সম্মান প্রদান করি।" পঞ্চরাত্রোক্ত-বিধানমতে বিষ্ণুচিত্ত সমাদৃত হইলেপর তাঁহাকে বিল্লিপুত্তুরে গিয়া জীবনাবশিষ্টকাল বটশায়ীর পারিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিবার অনুমতি হইল। ইহাই গোদা-চরিত্র।

আধুনিক পণ্ডিতগণের কাল-বিষয়ক গবেষণা পাঠে জানা যায় যে, গোদাদেবী শকাব্দের দশম শতাব্দীতে শ্রীরঙ্গে আসিয়াছিলেন। তৎকালে যামুনাচার্য্য শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে ছিলেন। তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, গোদার ন্যায় কুলশেখরের কন্যা শ্রীরঙ্গনাথের করগ্রহণ করেন। সুতরাং যামুনাচার্য্যের দুই শতাব্দী পূর্ব্বে ইঁহাদের অভ্যুদয়কাল হওয়া উচিত।

গোদাদেবী-রচিত তামিল-ভাষায় **'তিরুপ্পাভই'** নামক গ্রন্থ আছে। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার রচিত তামিল-গ্রন্থের নাম 'নাচ্চিয়ার তিরুমড়ি'।

(সঃ তোঃ ১৮।২ ; বৈশাখ ১৩২২ বঙ্গাব্দ, এপ্রিল ১৯১৬)

পাঞ্চরাত্রিক অধিকার

পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবত দ্বিবিধ বৈষ্ণব—অর্চ্চনকারিগণ পাঞ্চরাত্রিক—ভাবমার্গানুশরণকারিগণ ভাগবত—উভয় মতেরই শুদ্ধভক্তিই লক্ষ্য—'পঞ্চরাত্র' শব্দের অর্থ—পঞ্চজ্ঞান—লোকাচার্য্য-প্রণীত 'অর্থপঞ্চক'—শ্রীমধ্বমতে পঞ্চভেদ—সপ্ত পঞ্চরাত্র—পঞ্চরাত্র ও বৈদিক অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য—ভাগবতগণের ন্যায় পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবগণেরও ত্রিবিধ অধিকার—নবেজ্যা কর্ম্ম—অর্থপঞ্চক-সম্বন্ধে শ্রীজীবগোস্বামী।

বৈষ্ণবগণ ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন দেশে নানা নামে পরিচিত। কোন ঐতিহাসিক তাহাদিগকে দ্বাদশটী ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। সাত্বত, ভক্ত, ভাগবত, পাঞ্চরাত্রিক, বৈখানস, কর্ম্মহীন, অকিঞ্চন, সাম্প্রদায়িক প্রভৃতি নামভেদ অনেকস্থলে কীর্ত্তিত হয়। আবার নির্ব্বিশেষবাদীর অনুচর-স্বরূপে পঞ্চদেবোপাসকের অন্তর্ভুক্ত বৈষ্ণব বা থিয়সফিষ্ট্-গণের মধ্যে বৈষ্ণব-পরিচয়াকাঙ্ক্ষ ব্যক্তিরও অভাব নাই। শেষোক্ত পঞ্চোপাসক, নির্ব্বিশেষ মত পোষণ করিয়া বৈষ্ণব-বিশ্বাস হইতে চ্যুত।

বৈষ্ণবগণ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেও স্থূলতঃ তাঁহাদের মধ্যে দুইটী প্রবল বিভাগ দৃষ্ট হয়। অর্চ্চন-আশ্রয়ে বৈষ্ণবগণ আপনাদিগকে **"পাঞ্চরাত্রিক"** এবং ভাবমার্গানুসরণে **"ভাগবত"** বলিয়া সংজ্ঞিত হন। শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ-মতে শ্রীভাগবতমার্গীয় ও পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ভেদ লক্ষিত হইলেও উভয়েই শ্রীভগবদ্ভক্ত। **পঞ্চরাত্র ও ভাগবত উভয় মতেই শুদ্ধভক্তিকেই লক্ষ্য করে।** শ্রীচরিতামৃত মধ্যলীলা ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ ১৬৮ সংখ্যায় শ্রীপ্রভুর উক্তি—

এই শুদ্ধভক্তি, ইহা হৈতে প্রেমা হয়।
পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥

'পঞ্চরাত্র'-শব্দে পাঁচটী জ্ঞান-বিষয়ক প্রণালী। 'রা' ধাতুর অর্থ দান করা। পঞ্চজ্ঞান-বিষয়ক কথা যে শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়, তাহাই 'পঞ্চরাত্র'। জ্ঞান-বচনই রাত্র। জ্ঞান পাঁচ প্রকার। তজ্জন্য পণ্ডিতগণ এই শাস্ত্রকে পঞ্চরাত্র বলেন—

রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতম্।
তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥

(নারদপঞ্চরাত্র ১।১।৪৪)

['রাত্র'-শব্দের অর্থ—'জ্ঞান'। জ্ঞান—পঞ্চ প্রকার। এইজন্য মনীষিগণ এই গ্রন্থকে 'পঞ্চরাত্র' বলিয়া থাকেন।]

প্রথম—সাত্বিক জ্ঞান, দ্বিতীয়—নির্গুণ জ্ঞান, তৃতীয়—সর্ব্বপর জ্ঞান, চতুর্থ—রাজসিক জ্ঞান এবং পঞ্চম—তামস জ্ঞান। রাজসিক জ্ঞান ভক্তের প্রাপ্য নহে এবং তামসিক জ্ঞান পণ্ডিতের বাঞ্ছনীয় নহে।

শ্রীরামানুজ-শিষ্য কুরেশের পুত্র পরাশর ভট্ট। পরাশরের শিষ্য বেদান্তী ও অনুশিষ্য নম্বুর বরদরাজ। ইঁহার শিষ্য পিল্লাই লোকাচার্য্য। ইনি 'অর্থপঞ্চক' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। অর্থপঞ্চকের বঙ্গানুবাদ পূর্ব্বেই সজ্জনতোষণী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে জীব, ঈশ্বর, পুরুষার্থ, উপায় ও বিরোধি-স্বরূপ—এই পঞ্চ স্বরূপজ্ঞানের অন্তর্গত পঞ্চভেদে পঞ্চবিংশতি অর্থ কথিত।

শ্রীমাধ্বগণের মতে বস্তু-বিষয়ে পঞ্চভেদ-জ্ঞান বর্ণিত হইয়াছে। ঈশ্বরে জীবে ভেদ, জীবে জীবে ভেদ, ঈশ্বরে জড়ে ভেদ, জড়ে জড়ে ভেদ ও জীবে জড়ে ভেদ—এই পঞ্চ জ্ঞান। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম—এই পঞ্চ-বিষয়ক জ্ঞানদ্বারা পুরুষার্থ-জ্ঞান লাভ ঘটে।

পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ সূক্ষ্মভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও তদতিরিক্ত মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি ও পুরুষ পঞ্চ-বিষয়ক পঞ্চ শুদ্ধজ্ঞানও

পঞ্চরাত্র। নির্ব্বিশেষবাদীর মতানুগত আগম-শাস্ত্রকেও পঞ্চোপাসকগণ পঞ্চরাত্র আখ্যা দেন।

পঞ্চরাত্র সাতটি—(১) ব্রাহ্ম, (২) শৈব, (৩) কৌমার, (৪) বাশিষ্ঠ, (৫) কাপিল, (৬) গৌতমীয় ও (৭) নারদীয়। ইহা নারদীয় পঞ্চরাত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ কৃষ্ণজন্মখণ্ড ১৩২ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, পাঁচটি পঞ্চরাত্রেই কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য-বর্ণন-পূর্ব্বক গ্রন্থের প্রবৃত্তি হইয়াছে। বাশিষ্ঠ, নারদীয়, কাপিল, গৌতমীয় ও সনৎকুমারীয়—এই পাঁচটি সাত্ত্বিক পঞ্চরাত্র। এতদ্ব্যতিরিক্ত হয়শীর্ষ, পৃথু, ধ্রুব প্রভৃতি পঞ্চরাত্রের অস্তিত্ব আছে। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবের মধ্যেও শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর ও শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ—এই পঞ্চতত্ত্বের অর্চ্চন হইয়া থাকে।

পাঞ্চরাত্রিকগণের অনুষ্ঠান আগমশাস্ত্র-বিহিত ; তজ্জন্য পাঞ্চরাত্রিকগণ অর্চ্চনপর। অযোগ্য ব্যক্তি অনুষ্ঠান-প্রভাবে যোগ্যতা লাভ করেন। যোগ্য ব্যক্তিই বৈদিক প্রয়োগের অনুষ্ঠান করেন। নারদাদি পঞ্চরাত্র ও বৈদিক সুপক্ক ফল শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দেশ্য এক হইলেও অনুষ্ঠান-ভেদ সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য।

অর্চ্চনপর বৈষ্ণবগণের অধিকার ভাগবতগণের ন্যায় তিন প্রকার, শাস্ত্রে কথিত আছে।

অর্চ্চনপর কনিষ্ঠ-বৈষ্ণব-লক্ষণে শাস্ত্র বলেন—

শঙ্খচক্রাদ্যূর্দ্ধপুণ্ড্রধারণাদ্যাত্মলক্ষণং।
তন্নমস্করণঞ্চৈব বৈষ্ণবত্বমিহোচ্যতে॥

(ভক্তিসন্দর্ভ—২০১ সংখ্যাধৃত পদ্মপুরাণ-বাক্য)

[শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মচিহ্নধারণ এবং ললাটাদি ঊর্দ্ধ দ্বাদশাঙ্গে হরি-মন্দির-পুণ্ড্র ধারণ করিয়া যিনি আপনাকে অপ্রাকৃত বিষ্ণুদাস-লক্ষণে অবগত আছেন এবং তাদৃশ বিষ্ণুমন্দির-চিহ্নের নমস্করণরূপ অনুষ্ঠানে জীবের

বৈষ্ণবত্ব কথিত হয়।] অর্চ্চনপর মধ্যম-বৈষ্ণব-লক্ষণ-সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যোগশ্চ পঞ্চমঃ।
অমী পঞ্চৈব সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥

(ভক্তিসন্দর্ভ—২০১ সংখ্যা ধৃত পদ্মপুরাণ-বাক্য)

[হরিতাপ, হরিপুণ্ড্র, বিষ্ণুদাস্যবোধক নাম, বিষ্ণুমন্ত্র ও বিষ্ণুযোগ—এই পঞ্চসংস্কারবিশিষ্ট হইলে বৈষ্ণব পরম ঐকান্তিক মহাভাগবত হইবার যোগ্য হন অর্থাৎ মধ্যম বৈষ্ণবাখ্যা লাভ করেন। পঞ্চসংস্কার পূর্ব্বে সজ্জনতোষণীতে আলোচিত হইয়াছে।] অর্চ্চনপর উত্তম-বৈষ্ণব-লক্ষণ-সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—

তাপাদিপঞ্চসংস্কারী নবেজ্যাকর্ম্মকারকঃ।
অর্থপঞ্চকবিদ্ বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ॥

(ভক্তিসন্দর্ভ—১৯৮ সংখ্যা ধৃত পদ্মপুরাণ-বাক্য)

[তাপ, পুণ্ড্র, নাম মন্ত্র ও যাগ—এই পঞ্চসংস্কারবিশিষ্ট মধ্যম বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ নয় প্রকার ইজ্যাকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া অর্থপঞ্চকে অভিজ্ঞতা লাভ করিলে 'মহাভাগবত' বলিয়া কথিত হন। তিনি সেই কালে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাদাতা গুরুর কার্য্য করিতে সমর্থ হন।] এজন্য গুরু-লক্ষণে শাস্ত্র-বচন-সমূহ হরিভক্তিবিলাসে এরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে—

অবদাতান্বয়ঃ শুদ্ধঃ স্বোচিতাচারতৎপরঃ।
আশ্রমী ক্রোধরহিতো বেদবিৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ॥
ধীমানমুদ্ধতমতিঃ পূর্ণোঽহন্তা বিমর্শকঃ।
সগুণোঽর্চ্চাসু কৃতধীঃ কৃতজ্ঞঃ শিষ্যবৎসলঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৩২ সংখ্যা ধৃত মন্ত্রমুক্তাবলী বচন)

[যাঁহার বংশ পাতিত্যাদি-দোষহীন, যিনি স্বয়ং পাতিত্যাদি-দোষহীন, স্বীয় বিহিত আচারে নিরত, আশ্রমী, ক্রোধহীন, বেদবিৎ, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ,

ধীমান্, স্থিরমতি, পূর্ণ, অহিংসক, বিবেচক, বাৎসল্যাদি গুণবান্, ভগবৎপূজায় কৃতবুদ্ধি, কৃতজ্ঞ, শিষ্যবৎসল।]

দেবতোপাসকঃ শান্তো বিষয়েষ্বপি নিস্পৃহঃ।
অধ্যাত্মবিদ্‌ব্রহ্মবাদী বেদশাস্ত্রার্থকোবিদঃ॥
উদ্ধর্ত্তুং চৈব সংহর্ত্তুং সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ।
তপস্বী সত্যবাদী চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৩৪ সংখ্যা-ধৃত অগস্ত্যসংহিতা-বচন)

[দেবোপাসক, শান্ত, বিষয়-সমূহে নিস্পৃহ, অধ্যাত্মবেত্তা, ব্রহ্মবাদী (বেদাধ্যাপক), বেদশাস্ত্রের অর্থবিশারদ, মন্ত্রোদ্ধারে ও মন্ত্রসংহারে সক্ষম, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, তপস্বী, সত্যবাদী ও গৃহী ব্যক্তিই গুরু বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।]

ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বকালজ্ঞঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষ্বনুগ্রহম্।

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৩৬ সংখ্যা-ধৃত নারদপঞ্চরাত্র-বাক্য)

[সর্ব্বকালজ্ঞ ব্রাহ্মণ যাবতীয় বর্ণের প্রতিই অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন।]

মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাম্।
সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৩৯ সংখ্যা-ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন)

[মহাভাগবত ও ভগবন্মাহাত্ম্যাদিবিৎ বিপ্রই লোকমাত্রের গুরু, তিনি যাবতীয় লোকের মধ্যেই হরিবৎ পূজ্য।]

মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥
গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৪০,৪১ সংখ্যা-ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন)

[মহাকুল-প্রসূত, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত ও সহস্রশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণও অবৈষ্ণব হইলে গুরুপদে অভিষিক্ত হইতে পারেন না। যে-ব্যক্তি বিষ্ণু-মন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণু-পূজাপরায়ণ, তিনিই বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত হয়েন ; তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি অবৈষ্ণব বলিয়া পরিগণিত।]

শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে নবেজ্যা কর্ম্মের এরূপ সংজ্ঞা উদ্ধার করিয়াছেন—

অর্চ্চনং মন্ত্রপঠনং যোগো যাগো হি বন্দনম্।
নামসংকীর্ত্তনং সেবা তচ্চিহ্নৈরঙ্কনং তথা ॥
তদীয়ারাধনঞ্চেজ্যা নবধা ভিদ্যতে শুভে।
নবকর্ম্মবিধানেজ্যা বিপ্রাণাং সততং স্মৃতা ॥

(ভক্তিসন্দর্ভ ১৯৮ সংখ্যা-ধৃত পদ্মপুরাণ-বাক্য)

[(১) অর্চ্চন, (২) মন্ত্র-পঠন, (৩) যোগ, (৪) যাগ, (৫) বন্দন, (৬) নামসঙ্কীর্ত্তন, (৭) সেবা, (৮) চিহ্নদ্বারা অঙ্কন, (৯) বৈষ্ণব-পূজা। হে শুভে! এই নয়টীকে ইজ্যা বলে। এই নব-কর্ম্মবিধানে ভগবদর্চ্চন ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বদা বিধেয়, জানিতে হইবে।]

শ্রীজীবপ্রভু অর্থপঞ্চক-ব্যাখ্যায় এরূপ লিখিয়াছেন—

অর্থপঞ্চকবিত্বঞ্চ উপাস্যঃ শ্রীভগবান্, তৎপরমং পদং, তদ্দ্রব্যং, তন্মন্ত্রো, জীবাত্মা চেতি পঞ্চতত্ত্বজ্ঞাতৃত্বম্। তচ্চ শ্রীহয়শীর্ষে বিবৃতং সংক্ষিপ্য লিখ্যতে। এক এবেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। পুণ্ডরীকবিশালাক্ষঃ কৃষ্ণচ্ছবিতমূর্দ্ধজঃ॥ বৈকুণ্ঠাধিপতির্দেব্যা লীলয়া চিৎস্বরূপয়া। স্বর্ণ-কান্ত্যা বিশালাক্ষ্যা স্বভাবাদ্ গাঢ়মাশ্রিতঃ॥ নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ পূর্ণো ব্যাপকঃ সর্ব্বকারণম্। বেদগুহ্যো গভীরাত্মা নানাশক্ত্যোদয়ো নব॥ ইত্যাদি।

তৎপরমংপদং। স্থানতত্ত্বমতো বক্ষ্যে প্রকৃতেঃ পরমব্যয়ম্। শুদ্ধসত্ত্ব-ময়ং সূর্য্যচন্দ্রকোটিসমপ্রভম্॥ চিন্তামণিময়ং সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণম্। আধারং সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বপ্রলয়বর্জ্জিতম্॥

তদ্দ্রব্যং। দ্রব্যতত্ত্বং শৃণু ব্রহ্মন্ প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ। সর্ব্বভোগপ্রদা যত্র পাদপাঃ কল্পপাদপাঃ॥ ভবন্তি তাদৃশাবল্ল্যস্তদ্ভবঞ্চাপি তাদৃশম্। গন্ধ-রূপং স্বাদুরূপং দ্রব্যং পুষ্পাদিকঞ্চ যৎ॥ হেয়াংশানামভাবাচ্চ রসরূপং ভবেদ্ধি তৎ। ত্বগ্‌বীজঞ্চৈব হেয়াংশং কঠিনাংশঞ্চ যদ্ভবেৎ॥ সর্ব্বং তদ্ভৌতিকং বিদ্ধি ন হ্যভূতময়ঞ্চ তৎ। রসস্য যোগতো ব্রহ্মন্ ভৌতিকং স্বাদুবদ্ভবেৎ॥ তস্মাৎ সাধ্যো রসো ব্রহ্মন্ রসঃ স্যাদ্‌ব্যাপকঃ পরঃ। রসবদ্ভৌতিকং দ্রব্যমত্র স্যাদ্রসরূপকমিতি।

তন্মন্ত্রঃ। বাচ্যত্বং বাচকত্বঞ্চ দেবতন্মন্ত্রয়োরিহ। অভেদেনোচ্যতে ব্রহ্মন্ তত্ত্ববিদ্ভির্বিচারিতঃ॥ ইত্যাদি।

জীবাত্মা। মরুৎসাগরসংযোগে তরঙ্গাৎ কণিকা যথা। জায়ন্তে তৎ-স্বরূপাশ্চ তদুপাধিসমাবৃতাঃ॥ আশ্লেষাদুভয়োস্তদ্বদাত্মানশ্চ সহস্রশঃ। সঞ্জাতাঃ সর্ব্বতো ব্রহ্মন্ মূর্ত্তামূর্ত্তস্বরূপতঃ॥ ইত্যাদ্যপি। কিন্তু শ্রীভগবদা-বির্ভাবাদিষু স্বস্বোপাসনাশাস্ত্রানুসারেণ অপরোঽপি বিশেষঃ কশ্চিজ্জ্ঞেয়ঃ।

(ভক্তিসন্দর্ভ—১৯৮ সংখ্যা-ধৃত পদ্মপুরাণ-বাক্য)

[উপাস্য শ্রীভগবান্, ভগবানের পরমপদ, তদীয় দ্রব্য, তদীয় মন্ত্র ও জীবাত্মা—এই পঞ্চতত্ত্ব যিনি অবগত আছেন, তিনিই অর্থ-পঞ্চক-জ্ঞাতা। এ বিষয় হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে কেবলমাত্র সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। কৃষ্ণই একমাত্র ঈশ্বর, তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, পদ্মপত্র-সদৃশ বিশালনয়নযুক্ত এবং কৃষ্ণবর্ণ-খচিত কেশপাশবিশিষ্ট। সেই বৈকুণ্ঠাধিপতি বিশালাক্ষী, স্বর্ণকান্তি, চিৎস্বরূপা লীলাদেবীকর্ত্তৃক

স্বভাবতঃই দৃঢ়রূপে আলিঙ্গিত রহিয়াছেন। তিনি নিত্য, সর্ব্বগত, পূর্ণ, ব্যাপক, সর্ব্বকারণ, বেদের নিগূঢ়তত্ত্ব, স্বরূপতঃ গুহ্য, নানাবিধ শক্তির আশ্রয় এবং নিত্য নবভাবযুক্ত। ইত্যাদি।

অনন্তর ভগবানের স্থানতত্ত্ব বলিব। উহা প্রকৃতির অতীত পদার্থ, অব্যয়, শুদ্ধসত্ত্বময় ও কোটিচন্দ্রসূর্য্যের প্রভাযুক্ত। ঐ স্থান চিন্তামণিময়, সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, সর্ব্বভূতাধার ও সর্ব্ববিধ প্রলয়-বর্জ্জিত।

হে ব্রহ্মন্! এইবার সংক্ষেপে দ্রব্যতত্ত্ব বর্ণন করিব, তাহা শ্রবণ করুন্। উক্ত স্থানে সর্ব্বভোগপ্রদ কল্পবৃক্ষ-সমূহই একমাত্র বৃক্ষ, তথায় লতাসমূহও তাদৃশ সর্ব্বভোগপ্রদ এবং তদুদ্ভূত ফল-পুষ্পাদিও তাদৃশ। আবার সে-স্থানে সুগন্ধি সুস্বাদু দ্রব্য, পুষ্পাদি যাহা কিছু অবস্থিত, তাহাতে কোন হেয়াংশ না থাকায় সকলই রসস্বরূপ। ত্বক্, বীজ এবং কঠিনাংশ যাহা কিছু, তাহাই হেয়াংশ, আর তাহা সকলই ভৌতিক; অতএব তাহা কখনও অভৌতিক হইতে পারে না। রস-সংযোগেই ভৌতিকবস্তু স্বাদুভাবযুক্ত হয়, অতএব হে ব্রহ্মন্! রসই পরমসাধ্য এবং ব্যাপক বস্তু। সাধারণতঃ ভৌতিক দ্রব্য রসযুক্ত, পরন্তু এ স্থানে চিন্ময়দ্রব্যসমূহ—সাক্ষাৎ রসস্বরূপ।

সম্প্রতি তদীয় মন্ত্র-তত্ত্ব বলা যাইতেছে,—হে ব্রহ্মন্! দেবতা ও তদীয় মন্ত্রের মধ্যে বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধ অবস্থিত। দেবতা—বাচ্য এবং মন্ত্র—তাহার বাচক। কিন্তু তত্ত্ববিদ্‌গণ বিচার-সহকারে মন্ত্র ও দেবতাকে অভিন্নরূপেই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ইত্যাদি।

এইরূপ জীবতত্ত্ব—হে ব্রহ্মন্! বায়ু ও সাগরের সংযোগে উৎপন্ন তরঙ্গ হইতে যেরূপ তৎস্বরূপ এবং তদীয় উপাধি-সমাবৃত সহস্র সহস্র কণিকার উৎপত্তি হয়, সেইরূপ উভয়ের আশ্লেষবশতঃ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তরূপে সহস্র সহস্র আত্মার প্রকাশ হইয়া থাকে। ইত্যাদি।

কিন্তু নিজ-নিজ উপাসনা-শাস্ত্রানুসারে শ্রীভগবদাবির্ভাবাদি-বিষয়ে এতদতিরিক্ত অপর কোন বিশেষভাবও জ্ঞাতব্য হইয়া থাকে।]

পাঞ্চরাত্রিক বিধানানুসারে মধ্যম বৈষ্ণবের মন্ত্রগ্রহণরূপ অনুষ্ঠানের পর তাঁহার ব্রাহ্মণতা লাভ-সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ২।৭ সংখ্যা-ধৃত তত্ত্বসাগর-বচন)

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্ ।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥
(ভাঃ ৭।১১।৩৫)

ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে ।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিশ্রেষ্ঠঃ স জ্ঞানী স চ পণ্ডিতঃ ॥
(পদ্মপুরাণ)

কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্ ।
(মঃ ভাঃ অঃ পঃ ১৬৩।৫০)

শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ ॥
(মঃ ভাঃ অঃ পঃ ১৬৩।২৬)

সুতরাং ইহজন্মেই পাঞ্চরাত্রিক অধিকারীর ব্রাহ্মণতা লাভে কেহই বাধা দিতে পারেন না। কাহার মতে পাঞ্চরাত্রিক মহাভাগবতত্ব জন্মান্তর-সাপেক্ষ ; পরন্তু শাস্ত্র-সমূহ, শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীমহাপ্রভু তাহা বলেন না।

(সঃ তোঃ ১৮।২ ; বৈশাখ ১৩২২ বঙ্গাব্দ ; এপ্রিল ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ)

বৈষ্ণব-স্মৃতি

প্রাকৃত অর্থী ও অপ্রাকৃত পরমার্থীর স্মৃতি-বিধান এক নহে—বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে হারিত-মত বৈষ্ণবের অপেক্ষাকৃত আদরণীয়—শ্রীল গোপাল ভট্টের হরিভক্তি-বিলাসের প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীর পরে রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব—বৈষ্ণব সমাজ।

ভারতীয় আর্য্যগণ যে বিশেষ শাস্ত্রের বিধান-মতে নিজ-ব্যবহারিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তাহাই সাধারণতঃ স্মৃতি-শাস্ত্র নামে পরিচিত। কর্ম্মফলবাদী যে-সকল বিধান পালন করিয়া ধর্ম্ম সংরক্ষিত হয় মনে করেন, জ্ঞানকুশল মুমুক্ষুগণ কর্ম্মফল-ভোগীর ন্যায় সেই সকল বিধান গ্রহণ করেন না। পরন্তু জ্ঞানজ রুচিক্রমে ফলভোগে উদাসীন হইয়া বৈরাগ্যপর বিষয়-সমূহকে পাপ-পুণ্যাতীত জ্ঞানী ব্যবহারিক বিধান মনে করেন। এজন্য ব্যবহারকুশল কর্ম্মিগণ আপনাদিগকে অর্থী ও বিজ্ঞানরত বিরাগবিশিষ্ট জ্ঞানি-সম্প্রদায় আপনাদিগকে পরমার্থী সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। আবার কর্ম্ম-জ্ঞানাতীত ভক্তগণ জ্ঞানীর ফলভোগকামনা লক্ষ্য করিয়া উভয়কে অর্থী জানিয়া কামনারহিত শান্ত বৈষ্ণবগণকে 'পরমার্থী' সংজ্ঞা প্রদান করেন। প্রাকৃত যে-কোন ফল উদ্দেশ করিয়া যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, এমন কি, মোক্ষ পর্য্যন্ত সকলগুলিই ফলান্তর্গত ; সুতরাং প্রাকৃত চেষ্টার অধীন স্বার্থান্ধতা-মাত্র। ভক্তের নিখিল চেষ্টাই কৃষ্ণের জন্য বিহিত হয়। এজন্য কর্ম্মী বা জ্ঞানীর প্রাকৃত নিজ-নিজ ফল-কামনা, ভক্তের না থাকায় ভক্তের চেষ্টা তদিতর কর্ম্মী বা জ্ঞানীর ন্যায় নহে। প্রাকৃত অর্থী যে স্মৃতি-বিধানের বশীভূত, অপ্রাকৃত পরমার্থীর তাহা উদ্দেশ্য নহে। এই কারণে আমরা বলিতে পারি যে, অভক্ত ও ভক্তগণের ব্যবহারিক বিধানে ভেদ আছে। ফলবাদী ও কামগন্ধহীন ভক্ত কখনই এক প্রকার বিধানে শ্রেণীবদ্ধ হইতে

পারেন না। **অভক্তের বিধান—তাঁহার নিজ-মঙ্গলের জন্য। ভক্তের বিধান—কৃষ্ণসেবার জন্য।** একের উদ্দেশ্য—নিজ-মায়িক অনুভূতির ফল-সাধন, অপরের উদ্দেশ্য—অপ্রাকৃত ভগবৎসেবা।

বিংশতি ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মধ্যে হারীত-মত অপরগুলি হইতে বৈষ্ণবের অপেক্ষাকৃত আদরের বস্তু। বিংশতি ধর্ম্ম-শাস্ত্র ব্যতীত পুরাণ-সমূহে কথিত বিধান-সমূহও বৈদিক প্রয়োগ-পদ্ধতির ন্যায় ব্যবহারকুশল স্মার্ত্তগণের আদরের বিষয়। বৈষ্ণবগণও বৈদিক প্রয়োগ-গ্রন্থ ও পুরাণ-সমূহে তাঁহাদের উপযোগী অনুষ্ঠান-সমূহ স্বীকার ও গ্রহণ করিয়া থাকেন। মধ্যযুগীয় ব্যবহারিক স্মার্ত্তগণ দেশ-বিদেশে কয়েকখানি স্মৃতি-নিবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের জন্য শাস্ত্র হইতে প্রমাণ-সমূহ গ্রহণ-পূর্ব্বক বৈষ্ণব-জীবনের জন্য বিধি-বিধান গ্রন্থাকারে লিখিয়াছেন।

বঙ্গদেশে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের জন্য বিশুদ্ধ শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর আদেশক্রমে সঙ্কলিত শ্রীসনাতন গোস্বামীর **শ্রীহরিভক্তি-বিলাস**-গ্রন্থ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী সম্পাদন করেন। **তাঁহার অন্যূন অর্দ্ধ শতাব্দী পরে** বন্দ্যঘাটীয় শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বঙ্গীয় ব্যবহার-কুশল স্মার্ত্তগণের পক্ষে প্রাকৃত ব্যবহার নির্ব্বাহের জন্য অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব নামে কতকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেন। উহাতে তিনি হরিভক্তিবিলাস হইতে অনেক স্থলে মতের পার্থক্য স্থাপন করিয়াছেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে নিজ-নিজ প্রদেশের ব্যবহার-উপযোগী স্মৃতি-নিবন্ধ রচিত হইয়াছে, দেখা যায়।

এক্ষণে অনেকের নিকট ইহা প্রশ্নের বিষয় হইতে পারে যে, যখন স্মৃতিলেখকগণের মূল অবলম্বন এক, তখন বিধান-বিষয়ক সিদ্ধান্তের পার্থক্য কেন হইল? তদুত্তরে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, বৈষ্ণব-স্মৃতি-লেখক ভগবানের নিত্য-সেবক এবং কর্ম্মফলবাদি-স্মৃতিলেখক স্বীয় ভোগ-

তাৎপর্য্যপর। ভগবদুপাসনায় কর্ম্মফলবাদীর নিত্যরুচি ও বিশ্বাস নাই, এজন্য তাঁহার নিকট হইতে নিরপেক্ষ বিধান পাওয়া দুর্ঘট।

হিন্দু-সমাজ ব্যবহারিক স্মার্ত্ত মহাশয়ের বিধান অনুগমন করিতে বাধ্য হইলেও তদন্তর্গত শুদ্ধবৈষ্ণবগণ কর্ম্মফলবাদীর স্মৃতি পালন করিতে বাধ্য নহেন। পরমার্থিগণের কৃষ্ণভজনের সংসারেও কোন কোন স্থলে স্মার্ত্তের বিধি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বৈষ্ণব-স্মৃতির অনুগমন করা ঘটে না। ইহা কেবল তাঁহাদের দুর্ব্বলতা ও মূঢ়তার ফল। পারমার্থিক গৃহস্থগণ যখন শিক্ষা-প্রভাবে নিজ-সৎশাস্ত্র ও নিজ-মর্য্যাদা উপলব্ধি করিবেন, তখন আর তাঁহাদিগকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হইবে না। **পরমার্থিগণ বৈষ্ণব-স্মৃতি-অনুসারে কৃষ্ণসংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন।** নিরীশ্বর স্মার্ত্তগণ তাঁহাদিগের প্রতি বল-প্রয়োগে কখনই ক্ষমবান হইবেন না।

বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহাদের আচার্য্যের যাথার্থ্য অনুসরণ করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিলে জগতে কোন বিশৃঙ্খলতা উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। ব্যবহারিক স্মার্ত্তগণ কখন কখন বিষ্ণুভক্তির প্রতি কটাক্ষ করিয়া নানাপ্রকার মূঢ়তার পরিচয় দেন; কিন্তু ঐ প্রকার সঙ্কীর্ণ বিচার কখনই তাঁহাদিগকে উদার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিবে না। বর্ত্তমান সময়ে কলিকাল প্রবৃত্ত হওয়ায় বৈষ্ণবগণের বিশুদ্ধ বিচারও তার্কিকের বৃথা বিতণ্ডার অন্তর্ভুক্ত হইতেছে। সকলই পরমার্থ-নিষ্ঠার শিথিলতা-জ্ঞাপক। প্রাকৃত-বলে যাহারা বলী, সেই অপ্রাকৃত-বিচার-রহিত স্মার্ত্তগণের আনুগত্য পরম মহান্ বৈষ্ণবগণের শোভনীয় নহে। তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে বৈষ্ণব-স্মৃতির অনুগমন করিবেন, আমাদের বিশেষ অনুরোধ।

(সঃ তোঃ ১৮।২ ; বৈশাখ ১৩২২ বঙ্গাব্দ ; এপ্রিল ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ)

শ্রীভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু

বিশিষ্টাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের মতে নারায়ণের বনমালার অবতার—দেবদেবী নাম্নী বেশ্যার কপটতায় প্রলুব্ধ—লক্ষ্মীদেবীর অনুরোধে শ্রীরঙ্গনাথের বিপ্রনারায়ণের (ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুর পূর্ব্বনাম) প্রতি কৃপা ও কর্ম্মবিপাক হইতে উদ্ধার—বিপ্রনারায়ণের বৈষ্ণব ও রঙ্গনাথের সেবায় জীবনযাপন—দেবদেবীরও মঙ্গল-লাভ।

২৮৮ কলিগতাব্দে দাক্ষিণাত্যে চোলরাজ্যান্তর্ভুক্ত মণ্ডনগুড়ি গ্রামে শোলীয় ব্রাহ্মণ-বংশে অগ্রহায়ণ মাসে এই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুর পূর্ব্ব নাম—বিপ্রনারায়ণ। বিপ্রনারায়ণ স্বভাবসিদ্ধ যোগী ছিলেন। পার্থিব সংসারবাসনা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হয় নাই। তিনি ব্রাহ্মণোচিত সংস্কার-সম্পন্ন হইয়া বেদ ও বেদাঙ্গসমূহে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস-মতে ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু **নারায়ণের বনমালার অবতার**। বৈজয়ন্তী নামক বনমালা নারায়ণের গলদেশ শোভা করে।

একদা বিপ্রনারায়ণ শ্রীরঙ্গমে উপনীত হইয়া শ্রীরঙ্গনাথ-দর্শনে পরমাকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সেবায় অবশিষ্ট জীবন উৎসর্গীকৃত করিবার মানস করেন। তুলসী ও পুষ্পাদি উৎপন্ন করিয়া উহা ভগবানে সমর্পণই তাঁহার একমাত্র সেবা ছিল। অহিংসা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সর্ব্বভূতে দয়া, ক্ষান্তি, ধ্যান, তপস্যা, জ্ঞান এবং সত্যরূপ অষ্ট প্রকার মানস-পুষ্পার্চ্চন-স্বরূপ আট প্রকার পুষ্পমালা দ্বারা তিনি বিষ্ণুর প্রীতিজন্য চেষ্টা করিতেন।

ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু এবম্প্রকারে শ্রীরঙ্গনাথের সেবাপরায়ণ হইয়া নিচুলাপুরী বা উরাইউর নামক রাজধানীর নিকটবর্ত্তী স্থানে পুষ্পকানন নির্ম্মাণ করিলেন। তিরুক্করম্বানুর নিবাসিনী অতুল্য রূপ-যৌবনসম্পন্না দেবদেবী

নাম্নী এক বারনারী তৎকালে চোলরাজ-প্রাসাদে যাতায়াত করিত। এক-দিন সেই স্ত্রীলোকটী নিজ-ভগিনীর সহিত প্রাসাদ হইতে প্রত্যাগমনকালে ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুর পুষ্পতুলসী-কানন সন্দর্শন-পূর্ব্বক বৃক্ষতলে উপবিষ্টা হইয়া শ্রান্তিদূর করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুকে কানন-মধ্যে বৃক্ষাদির সেবানিরত দেখিতে পাইল।

দেবদেবী তাহার ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"এই লোকটী কি পাগল? সে একাগ্রমনে কাননজ বৃক্ষাদির পরিচর্য্যায় এতাদৃশ ব্যস্ত যে, আমাদের আকর্ষণ ইঁহার নিকট এরূপ ক্ষুদ্র হইল কেন?" তদুত্তরে সে বলিল,—"ভগবদ্ভক্তের বাহ্যবস্তুর প্রতি স্বাভাবিক ঔদাসীন্য আছে।" তাহাদের পরস্পর এই ভক্তের সম্বন্ধে নানা কথা আলোচনা হইল। পরে ভগিনী কহিল, "তুমি যদি উহাকে স্বীয় রূপলাবণ্যে মোহিত করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে আমি ছয় মাস বিনা বেতনে তোমার পরিচর্য্যা করিব।" দেবদেবীও প্রতিজ্ঞা করিল যে, "উহাকে মোহিত করিতে না পারিলে আমি তোমার ঐরূপভাবে সেবা করিব।" এইরূপ কথোপকথনান্তে দেবদেবী ভগিনীর হস্তে অলঙ্কারাদি বেশভূষা নিজ-গৃহে পাঠাইয়া দিয়া সাধুর চরণে আসিয়া নানা দৈন্য-প্রণতি জ্ঞাপন করিল। সরলচিত্ত ভক্ত, কপটিনীর কথায় বিশ্বাস করিলেন। তাঁহার বৃক্ষাদির পরিচর্য্যা ও সকল বিষয়ে সাহায্যে প্রতিশ্রুত হওয়ায় তিনিও তাহার কথায় সম্মত হইলেন। কিছুদিন পরে একদিন প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় আর্দ্রবসনা সন্দর্শনে দয়াপরবশ হইয়া দেবদেবীকে গৃহে আহ্বান করিলেন। সেও সুযোগ বুঝিয়া ক্রমে ক্রমে নিজ মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিল। সরলচিত্ত বিপ্রনারায়ণ দিন দিন সাধুবল হারাইতে লাগিলেন। অবশেষে ঈশকৈঙ্কর্য্য ক্রমশঃ দেবদেবীর উদ্দেশ্যেই পরিণত হইল। দেবদেবীও সুযোগ পাইয়া এক্ষণে বর্ষান্তে স্বল্পার্থ দেখিয়া স্বগৃহে গমন করিল। বিপ্রনারায়ণও নিজ-দুর্ব্বলতাবশে

দেবদেবীর অনুগামী হইলেন। ক্রমে দেবদেবী বিপ্রনারায়ণকে হতাদর করিতে আরম্ভ করিল। একদা বিপ্রনারায়ণ দেবদেবীর গৃহদ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীরঙ্গনাথ লক্ষ্মীসহ সেই পথ দিয়া যাইতেছেন। লক্ষ্মী বিপ্রনারায়ণকে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, বিপ্রনারায়ণ তাঁহাদের পূর্ব্ব-পরিচিত দাস। কালবৈগুণ্যে এরূপ ভাবাপন্ন হইয়া শোচনীয় দশা লাভ করিয়াছেন। লক্ষ্মীদেবী শ্রীরঙ্গনাথকে বিপ্রনারায়ণের কথা জানাইলেন এবং নিজ-দাসকে উদ্ধার করিবার জন্য দয়ার্দ্রা হইয়া অনুরোধ করিলেন। শ্রীরঙ্গনাথ হাস্যমুখে লক্ষ্মীর অভিলাষ-পূরণে প্রতিশ্রুত হইলেন।

ভক্তবৎসল ভগবান্ রঙ্গনাথ নিজ-ব্যবহার্য্য একটী স্বর্ণপাত্র লইয়া দেবদেবীর দ্বারদেশে ভৃত্যবেশে দণ্ডায়মান। কিয়ৎক্ষণ পরে পদাঘাত দ্বারা দেবদেবীর দ্বারোদ্ঘাটনে চেষ্টা করিলে দেবদেবী বাহির হইয়া তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিল। রঙ্গনাথ কহিলেন,—"আমি আমার প্রভু বিপ্রনারায়ণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তোমাকে এই স্বর্ণপাত্রটী দিবার জন্য আসিয়াছি। অনতিদূরেই তোমার জন্য বিপ্রনারায়ণ অপেক্ষা করিতেছেন।" স্বর্ণপাত্র পাইয়া বারনারী আগ্রহ-সহকারে বিপ্রনারায়ণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সমাদরে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেল। শ্রীরঙ্গনাথদেবও অদর্শন হইলেন। প্রাতঃকালে রঙ্গনাথের পূজকগণ স্বর্ণপাত্র না পাইয়া অধ্যক্ষ মহাশয়কে জ্ঞাপন করিল। নিচুলাপুরাধিপতিও এ কথা জানিতে পারিলেন। দেবদেবীর জনৈক দাসী মন্দিরাধ্যক্ষের নিকট বিপ্রনারায়ণ কর্ত্তৃক ঐপ্রকার স্বর্ণপাত্র প্রদানের কথা গল্পচ্ছলে বলায় রাজাদেশবশে তাহারা উভয়েই রাজদ্বারে নীত হইলেন। রাজা দেবদেবীর অর্থদণ্ড করিলেন এবং বিপ্রনারায়ণের নিকট দেবদেবীর কথিত ঘটনাবলী অমিল হওয়ায় তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন।

লক্ষ্মী ভক্তের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া রঙ্গনাথকে পুনরায় করুণাপরবশ

হইবার প্রার্থনা করিলেন। রঙ্গনাথ রাজাকে স্বপ্ন দিলেন। রাজা প্রাতে উঠিয়া বহুসমাদরে বিপ্রনারায়ণকে উন্মুক্ত করিলেন এবং দেবদেবীর অর্থদণ্ড প্রত্যর্পণ করিলেন।

বিপ্রনারায়ণ স্বীয় প্রাক্তন কর্ম্মবিপাক এবং পরমকারুণিক প্রভু রঙ্গনাথের দয়া উপলব্ধি করিয়া আপনাকে বিশেষরূপে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তিনি অপরাধ হইতে মুক্ত হইবার জন্য ভগবদ্ভক্তের পাদোদক গ্রহণ এবং পদধূলি দ্বারা স্বীয় শিরোদেশ পবিত্র করিলেন। তদবধি নিজ-অভিলাষ-মতে তাঁহার নাম ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু বা তামিল ভাষায় তোণ্ডীরড়িপ্পড়ি নাম প্রচার করিলেন। তিনি সাধারণ লোকের ন্যায় বহু তীর্থস্থান ভ্রমণের সঙ্কল্প মনোমধ্যে স্থান দিলেন না। কেবল শ্রীরঙ্গনাথের সেবায় জীবন অতিবাহিত করিলেন। তিনি তিরুমলই নামক শ্রীরঙ্গরাজের স্তব-গ্রন্থ রচনা করেন। দেবদেবীও এই ঘটনায় বিশেষ শিক্ষা লাভ করিলেন। তাঁহাতেও সাধুত্ব দেখা দিল। তিনি নিজবিত্তাদি সমস্তই শ্রীরঙ্গনাথে অর্পণ করিয়া সেবা-কার্য্যে ব্রতী হইলেন।

ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু 'তিরুমলই' নামক গ্রন্থ ব্যতীত আর একখানি তত্ত্ব-গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম—'তিরুপপল্লিয়েড়ুচ্চি' অর্থাৎ পরমাত্মার জাগরণ। উভয় গ্রন্থই তামিল-কবিতাপূর্ণ। তিরুমলই অর্থাৎ ধন্য মালিকা। কথিত আছে, ১০৫ বৎসর বয়সে তিনি বৈকুণ্ঠগামী হন।

তিরুমঙ্গই নামক দাতা ভক্ত যে-কালে শ্রীরঙ্গনাথের চতুর্থ প্রাকার নির্ম্মাণ করেন, তখন তিনি ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুর তুলসী-কানন রক্ষা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি তিরুমঙ্গইকে বিশেষ আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করেন। ইহা 'গুরু-পরম্পরাই' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

(সঃ তোঃ ১৮।৩ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ বঙ্গাব্দ ; মে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ)

শ্রীকুলশেখর

শেররাজবংশে আবির্ভূত—বিশিষ্টাদ্বৈত-মতে কৌস্তুভমুনির অবতার—ভগবৎসেবায় তন্ময়তা—শ্রীরামচন্দ্রে অপূর্ব্বভক্তি—বৈষ্ণব-বিরোধী মন্ত্রিবর্গের কুচক্রান্ত—দুঃসঙ্গ-ত্যাগের অপূর্ব্ব আদর্শ—শ্রীরঙ্গনাথ-মন্দিরের সেবা—তামিল-ভাষা ও সংস্কৃত-ভাষায় গ্রন্থ-প্রচার—মুকুন্দমালার রচয়িতা—কুলশেখরের অভ্যুদয়কাল-বিচার।

কল্যব্দ ২৭ বর্ষে কুলশেখর আল্‌বর্‌ পরাভব বৎসরে পুনর্বসু নক্ষত্রে কল্লিভূমিতে **শেররাজ-বংশে** জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা দৃঢ়ব্রত বহুকাল অপুত্রক থাকিয়া বহুতপস্যা-ফলে কুলশেখরকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীনারায়ণের **কৌস্তুভমণির অবতার** বলিয়া কুলশেখর শ্রীবৈষ্ণবগণের নিকট পরিচিত। কল্লিনগর, মলয়ালম বা মালাবর প্রদেশের অন্তর্গত। শেররাজ বা কেররাজগণ কেরলদেশে বহুকাল হইতে রাজ্য করিয়া আসিতেছেন। প্রাচীন কেরলদেশ বর্ত্তমান সময়ে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যান্তর্গত হইয়াছে। কুলশেখর কেবল যে কেরলাধিপতি ছিলেন, এরূপ নয়; তাঁহার উপাধি হইতে জানা যায় যে, তিনি কেরল, পাণ্ড্য ও চোল-রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে অতি প্রাচীনকাল হইতে ঐ তিনটী রাজ্যই অতিপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ক্ষত্রিয়-রাজন্যোচিত সকল গুণে বিভূষিত হইয়া কুলশেখর নিকটস্থ রাজগণের উপর নিজ-প্রভুত্ব-স্থাপনে বিশেষ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন। পার্থিব-রাজবলে সমধিক বলী হইয়া অবশেষে তিনি **মানব-বলের ক্ষুদ্রতা, ক্ষণভঙ্গুরতা ও অনিত্যতা** উপলব্ধি করিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই সর্ব্বোত্তম বল-লাভ সিদ্ধান্ত করিলেন। সত্ত্বগুণের প্রাবল্যে কুলশেখর শ্রীনারায়ণের দাস্যই জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া

নির্দ্দেশ করিলেন। শ্রীরামায়ণ, অষ্টাদশ পুরাণ ও প্রাচীন শাস্ত্র-সমূহ আলোচনা-পূর্ব্বক সংস্কৃত-ভাষায় তাঁহার অপরিসীম পাণ্ডিত্য হইল। ভগবানের জন্য ক্রমশঃই হৃদয় মহাব্যাকুল হওয়ায় শ্রীরঙ্গ, শ্রীব্যেঙ্কট প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ভগবৎক্ষেত্রসমূহ দর্শনে অভিলাষ হইল। ভক্তোচিত চেষ্টা-সমূহ ক্রমশঃই তাঁহাতে সুব্যক্ত হইতে দেখা গেল। **শ্রীরামায়ণ পাঠ শ্রবণ করিতে করিতে তিনি অনেক সময় রাবণকে দণ্ড দিবার সঙ্কল্পে সৈন্যাদি সংগ্রহ-পূর্ব্বক সমুদ্রকূলে গমন করিতেন।** পার্থিব জ্ঞান-বিরহিত হইয়া রামচন্দ্রের সাহায্যদ্বারা সেবাভিলাষী হইতেন।

তাঁহার মন্ত্রী ও পরিষৎবর্গ নিজ-প্রভুর উন্মত্তোচিত ব্যবহার-সন্দর্শনে ভীত ও সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। রাজকার্য্যের বিশৃঙ্খল হইতে লাগিল দেখিয়া রাজনীতিদক্ষ পার্ষদনিচয় রাজা কুলশেখরের নিকট ভক্তগণের সম্মিলন বন্ধ করিবার প্রয়াস করিলেন। নানা ছলে ভক্তগণের উপর রাজার যাহাতে প্রীতির অভাব হয়, তদ্বিষয়ে যত্নের কোন ত্রুটী করিলেন না। কুলশেখর শ্রীরামচন্দ্রের অর্চ্চামূর্ত্তির পূজা করিতেন এবং অর্চ্চা-বিভূষণ-কল্পে বহুমূল্য অলঙ্কারাদি প্রদান করিয়াছিলেন। এই সকল বিষয় বৈষ্ণবগণের উপরে রক্ষা করিবার ভার থাকিত। মন্ত্রীবর্গের কুচক্রের ফলে ঐ দেবালঙ্কার হইতে একটী হার অপহৃত হইল। তাহারা রাজ-সমক্ষে এই অপহরণ-কার্য্য বৈষ্ণবদিগের অনুষ্ঠিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস করিল। কুলশেখর তাহাদিগের নিকট ভক্তবল দেখাইবার অভিপ্রায়ে কতকগুলি তীব্র গরল-বিশিষ্ট ভুজঙ্গ আনয়নের আদেশ করিলেন। সর্প-সমূহ আনীত হইলে তিনি স্বয়ং নিজ-হস্ত সর্প-বিবরান্তর্গত করিয়া মন্ত্রীবর্গকে বলিলেন যে, "যদি মদীয় বন্ধু ভগবদ্ভক্তগণের দ্বারা এই পাপকার্য্য সাধিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই আমার হস্ত এই

ফণীবৃন্দ কর্ত্তৃক দষ্ট হইবে, নতুবা ইহারা আমার হিংসা করিবে না।” রাজহস্ত দষ্ট হইল না দেখিয়া মন্ত্রীসমূহ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কুলশেখরের পাদপদ্মে পতিত হইয়া নিজ-দোষ স্বীকার করিলেন। তদবধি কুলশেখর মনে মনে করিলেন,—

বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাস বৈশসম্॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৫১ শ্লোক-ধৃত-কাত্যায়ন-সংহিতা-বাক্য)

[প্রদীপ্ত অগ্নিশিখাবিশিষ্ট পিঞ্জরে অবস্থান করিতে হয়, সেও বরং ভাল, তথাপি যেন কৃষ্ণচিন্তাবিমুখ জনের সহবাসরূপ বিপদ উপস্থিত না হয়।]

বিষয়ী জনসঙ্গ হইতে অব্যাহতি পাওয়া ভজনোন্মুখ ব্যক্তিমাত্রের অবশ্যই কর্ত্তব্য। এরূপ স্থির করিয়া কুলশেখর পুত্র দৃঢ়ব্রতকে রাজ্যভার প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং শ্রীরঙ্গনাথের পদাশ্রিত হইলেন। শ্রীরঙ্গে বাসকালে তিনি শ্রীরঙ্গনাথ-মন্দিরের তৃতীয় প্রাকারের চতুষ্পার্শ্বস্থ বর্ত্ম ও কতিপয় গৃহমণ্ডপাদি নির্ম্মাণ করেন। অদ্যাবধিও শ্রীরঙ্গম্ নগরের পথসমূহের প্রাচীন নাম অনুসন্ধান করিলে শ্রীকুলশেখরের পথ বলিয়া জানপদগণ * নির্দ্দেশ করিয়া দিবে।

শ্রীকুলশেখর তামিল-ভাষায় ‘পেরুমাল তিরুমলি’ নামক গ্রন্থ এবং সংস্কৃত ভাষায় **“মুকুন্দমালা-স্তোত্র”** নামক একখানি প্রাঞ্জল ভক্ত্যুদ্দীপক ভাব-গ্রন্থ রচনা করেন। মুকুন্দমালার রচয়িতা বলিয়া কুলশেখর আর্য্যাবর্ত্তে সকল বৈষ্ণবের নিকট বিশেষ পরিচিত। ঐ গ্রন্থের সুবহুল প্রচার হইয়াছে।

---

* জানপদগণ—দেশস্থ ব্যক্তিগণ।

কুলশেখরের কাল-সম্বন্ধে আধুনিক পণ্ডিতগণ বহু গবেষণাদ্বারা স্থির করেন যে, শকাব্দের দশম শতাব্দীতে কুলশেখর বর্ত্তমান ছিলেন। যামুনাচার্য্যের শ্রীরঙ্গে বাসকালে তাঁহারাও নিজ-নিজ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া শ্রীরঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, কুলশেখর নিজ-কন্যার বিবাহ শ্রীরঙ্গনাথের সহিত গোদাদেবীর উদ্বাহের অনুকরণে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ কুলশেখর যামুনের কিছু পূর্ব্বে শ্রীরঙ্গে আগমন করেন এবং তৎপূর্ব্বে বিষ্ণুচিত্ত ও গোদা প্রভৃতি দিব্যসূরি-সমূহ রঙ্গনাথের আশ্রয়ে ছিলেন।

[সঃ তোঃ ১৮।৩, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ বঙ্গাব্দ ; মে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ]

শ্রীগৌরাঙ্গ

স্বয়ংরূপ গোবিন্দই গৌরাঙ্গ—তিনি একমাত্র রূপানুগ-গণের নিকটই পূর্ণ নিজস্ব স্বরূপে প্রকাশিত—তিনি মাধুর্য্যরসবিগ্রহের প্রদাতা ঔদার্য্যবিগ্রহ—চতুর্ব্বর্গ-প্রদায়িনী দয়া তাঁহার দয়ার নিকট ফল্গু ও তুচ্ছ—শ্রীরূপানুগ-গণের আনুগত্য ব্যতীত শ্রীগৌরসুন্দরের মহিমা, কৃপা ও শুদ্ধভক্তির বিচার বুঝা অসম্ভব—ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অনুসৃত রূপানুগ-পদ্ধতির সিদ্ধান্ত অনুসরনই প্রকৃত সাধুসঙ্গ ও বঞ্চক-দলের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার একমাত্র উপায়।

পরমেশ্বর-তত্ত্বের মূলবস্তু অনাদি-সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দই শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীগৌরাঙ্গকে কখন প্রকৃতি স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি অপ্রাকৃত স্বয়ং কৃষ্ণ। প্রকৃতি-স্পৃষ্ট বস্তু কালক্ষুব্ধ, আধার-সাপেক্ষ ও সীমাবদ্ধ। শ্রীগৌর—নিত্য, শক্তিমান্ ও বৈকুণ্ঠ। পাঠক! আপনারা **গৌরকে মায়াসহ মিশাইবেন না। যেখানে মায়া, তথায় গৌর নাই।**

শ্রীরূপানুগ-গণের একমাত্র পরমারাধ্য বস্তু গৌরসুন্দর। অভক্তিমার্গাশ্রিত অন্যের হস্তে রূপান্তরিত বা চিত্রিত হইলে কিংবা কেহ মায়া মিশাইয়া বিকারী প্রতিপন্ন করিলে **তাদৃশ অভক্তের কল্পনার আনুগত্যকে বিজাতীয় জ্ঞানে শুদ্ধভক্তগণ ত্যাগ করেন।** শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট-লীলায় এরূপ একটী ঘটনা শ্রীচরিতামৃতের অন্ত্যলীলা ৫ম পরিচ্ছেদে কথিত আছে। এক বঙ্গদেশীয় বিপ্র স্বীয় পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় গৌরভক্তগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা-লাভের বাসনায় যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই চেষ্টা শ্রীপাদ দামোদর-স্বরূপ কিরূপে বিফল করেন, নিম্নোক্ত পংক্তি কএকটি সেই কথার প্রমাণ করিবে—

বঙ্গদেশী এক বিপ্র প্রভুর চরিতে।
নাটক করি' লঞা আইলা শুনাইতে॥
সবেই প্রশংসে নাটক 'পরম উত্তম'।
স্বরূপের ঠাঞি আচার্য্য কৈল নিবেদন॥

স্বরূপ কহে,—"তুমি 'গোপ' পরম-উদার।
যে-সে শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজে তোমার॥
'যদ্বা-তদ্বা' কবির বাক্যে হয় 'রসাভাস'।
সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥

'রস', 'রসাভাস' যার নাহিক বিচার।
ভক্তিসিদ্ধান্ত-সিন্ধু নাহি পায় পার॥
গ্রাম্য-কবির কবিত্ব শুনিতে হয় 'দুঃখ'।
বিদগ্ধ-আত্মীয়-বাক্য শুনিতে হয় 'সুখ'॥

রূপ বৈছে দুই নাটক কৈরাছে আরম্ভে।
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধে॥"
কবি কহে,—"জগন্নাথ—সুন্দর শরীর।
চৈতন্য-গোসাঞি—শরীরী মহাধীর॥

শুনিয়া সবার হৈল আনন্দিত মন।
দুঃখ পাঞা স্বরূপ কহে সক্রোধ-বচন॥
"আরে মূর্খ, আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ!
দুই ত' ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস!!
দুই-ঠাঞি অপরাধে পাইবি দুর্গতি।
অতত্ত্বজ্ঞ 'তত্ত্ব' বর্ণে, তার এই গতি!"
শুনিয়া কবির হৈল লজ্জা, ভয়, বিস্ময়।
হংস-মধ্যে বক যেন কিছু নাহি কয়॥

"যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥

চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্যকর সঙ্গ।
তবে জানিবা সিদ্ধান্তসমুদ্র-তরঙ্গ ॥

সেই কবি সর্ব্বত্যাগী রহিলা নীলাচলে।
গৌরভক্তগণ-কৃপা কে কহিতে পারে ॥

(চৈঃ চঃ অ ৫ম পঃ)

গৌর-ভক্তসমাজে এই পূর্ব্ববঙ্গবাসী কবির ন্যায় গৌরভক্ত সাজিয়া অভক্তগণ অনেকে কালে কালে উদ্ভূত হন, আবার তাহাদের অন্যায়াচরণ 'গৌরভক্তি' নহে জানাইবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যশুদ্ধভক্ত নিজ-জন প্রেরণ করেন। সেই শুদ্ধভক্তিস্বরূপ হইতে বিপথগামী না হইয়া যিনি উহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন, তিনিই শ্রীমহাপ্রভুর দয়া লাভ করেন।

শ্রীগৌর-দর্শনে স্তুতি করিয়া শ্রীরূপ-প্রভু সবিনয়ে যুগ্মকরে সদৈন্যে বলিলেন,—"গৌরকান্তিধারী কৃষ্ণচৈতন্য-নামক কৃষ্ণ, তোমাকে নমস্কার। গৌরাঙ্গ মহাবদান্য এবং কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা।" এই স্তবে গৌরাঙ্গ কি বস্তু ও তাঁহার সহিত জীবের কি প্রয়োজন এবং প্রয়োজন-সিদ্ধির উপায় কি, এই গৌরবস্তু-বিষয়ক সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বত্রয় বর্ণন করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং কৃষ্ণ; কিন্তু কৃষ্ণের ন্যায় অঙ্গকান্তিবিশিষ্ট নহেন। তিনি গৌরবিট্। তাঁহার নাম—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য।

(চৈঃ চঃ আঃ ৩।৩৪)

কৃষ্ণ এই দুই বর্ণ সদা যা'র মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে তিঁহো বর্ণেন নিজ-সুখে ॥

(ঐ ৩।৫৩)

দেহ-কান্ত্যে হয় তিঁহো অকৃষ্ণ বরণ।
অকৃষ্ণ বরণে কহে পীত বরণ ॥

(ঐ ৩।৫৬)

পাঠক ! শ্রীগৌরাঙ্গের নাম ও রূপ জানিলেন। এক্ষণে তাঁহার গুণ শ্রবণ করুন। তিনি—মহাবদান্য। মাধুর্য্যরসবিগ্রহ কৃষ্ণ হইলেও তিনি মাধুর্য্যরস-বিগ্রহের প্রদাতা হইয়া দয়াগুণধর ; পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া সুদুর্লভ কৃষ্ণ-মধুরিমা জগৎকে দিয়াছেন। লোকে প্রাকৃত, হেয়, খণ্ডিত, কালক্ষুব্ধ, আগমপায়ী বস্তু প্রদান করে ; গৌরহরি তাদৃশ মায়িক বস্তুর দাতা নহেন, তিনি উপাদেয় নিত্য-কৃষ্ণ-প্রেম-প্রদাতা।

চৈতন্য চন্দ্রের দয়া * করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥
(চৈঃ চঃ আ ৮।১৫)

অন্যান্য দাতৃবর্গের দান-সমূহে কার্পণ্য আছে, দয়ানিধি, গোরার দানে তাদৃশ কুণ্ঠতা নাই। এরূপ গুণধর পুরুষটীর দাতৃত্ব-শক্তির তুলনা চতুর্দ্দশ ভুবনে বা বৈকুণ্ঠে পাইবেন না। শ্রীদামোদর-স্বরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন,—অপরের দয়ায় মন্দ উদয় করায়, কিন্তু গৌরহরির দয়া অমন্দোদয়া-কৃপা অর্থাৎ কৃষ্ণে প্রেমভক্তি উদয় করায়। **ফল্গু চতুর্ব্বর্গ-প্রদায়িনী দয়া গৌর-কৃপার সহিত তুলনা হয় না।** যিনি কৃষ্ণভক্তি-স্বরূপা গৌর-দয়া ছাড়িয়া নিজ-বিপাক-ক্রমে ভ্রমময়-মার্গে বিচরণ করেন, তিনি ভক্তি-বিমুখ জীব। সুকোমলা ভক্তির অভাবে তাঁহার হৃদয় কঠিন অশ্মসারময়। অধনে 'ধন'-জ্ঞানে উহার প্রতি যত্ন করিয়া যিনি গৌর-সেবা-বিমুখ, সেই ভাগ্যহীন আত্মবঞ্চক কখনই প্রেমরত্ন-লাভে কৃতকার্য্য হন না।

শ্রীগৌরের নাম—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য', গৌরের রূপ—'শ্রীগৌরাঙ্গ', গৌরের গুণ—'মহা-বদান্য'। এখন গৌর-লীলার কথা শুনুন্, তিনি কৃষ্ণপ্রেম-

---

* পাঠান্তর—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদয়া।

প্রদাতা। স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়া নিজেই আপনাকে আস্বাদন করিবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণভক্ত। বদান্যতা-গুণে কৃষ্ণভক্তির প্রচারক। সেব্য-বস্তু হইলেও সেবক লইয়া কৃষ্ণভক্তি-প্রচারই তাঁহার লীলা। প্রাকৃত-বস্তুমাত্রে নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়া এই চারিটীতে পরস্পর ভেদ আছে, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর অপ্রাকৃত ও অদ্বয়জ্ঞান শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়া তাঁহাতে ঐ চারিটী অভিন্ন-ভাবে অবস্থিত। অন্যের **মায়িক ধারণার আধিক্য তাঁহাকে বাড়াইতে বা কমাইতে পারে না।** তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলার কেহই পরিবর্দ্ধন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিতে সমর্থ নহে। **শ্রীরূপানুগ হইলেই শ্রীগৌরসুন্দরের মহিমা জীবের সুপ্ত-হৃদয়ে প্রকটিত হইবে।** কৃষ্ণচৈতন্য-নাম—সম্বন্ধ, গৌর-কৃপা কৃষ্ণ-ভক্তি—অভিধেয় ও গৌর-দেয় কৃষ্ণপ্রেম—প্রয়োজন। ভগবদ্রূপ-বিমুখ হইলে জীব নির্ব্বিশেষ-মায়াবাদ বা মায়াশক্তির অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টাকে জাগ্রত করিয়া গৌর-বিমুখ হইবেন। শ্রীরূপানুগ-পথ ত্যাগ করায় বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, বিষয়ী, দরবেশ, সাঁই, রসিক, কিশোরী-ভজা, সহজিয়া, জাতি-বৈষ্ণব, জাতি-গোঁসাঞি, সাহিত্যিক, নাগরী প্রভৃতি অসংখ্য মতবাদ বিষয়ের অন্তরালে উদিত হইয়া ভক্তির প্রতিকূল আচরণ করিতেছে। তাই বলি, শুদ্ধভক্ত পাঠক! শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তি-প্রচারের সর্ব্বপ্রধান সহায় শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর গ্রন্থ পাঠ করুন, সকল মঙ্গল হইবে। **শ্রীরূপের অতিক্রম করিয়া যাহা কিছুই করিতে যাইবেন, সকলই আপনার অমঙ্গল সাধন করিবে।** সাধনভক্তির মূল-বস্তু—শ্রদ্ধা, ভাবভক্তির মূল-বস্তু—রতি, প্রেমভক্তির মূল-বস্তু—রস; ভক্তির ত্রিবিধ অবস্থান লক্ষ্য করিতে ভুলিবেন না। শ্রীগৌর উপদিষ্ট শ্রীরূপের কথিত ভক্তিরস বুঝিতে ইচ্ছা থাকিলে শুদ্ধ-ভক্তিময় জীবন গঠন করুন। **শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুসৃত**

শ্রীরূপানুগ-পদ্ধতির সহিত অপর ব্যক্তিগণের মতবাদের পার্থক্য বুঝিবার চেষ্টারূপ সাধুসঙ্গ করুন, নিশ্চয়ই আপনি শুদ্ধভক্তিমার্গে প্রবিষ্ট হইবেন।

শ্রীরূপানুগ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জগতে যেরূপ আচার ও প্রচার করিয়াছেন, তাহা আশ্রয় করিলে কখনই কোন বঞ্চক-দলে প্রবেশ করিয়া তাহাদের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য ভক্তির নামে অন্য কোন বস্তু শিখিতে হইবে না। অপ্রাকৃত প্রেমময় শ্রীগৌর-বস্তুকে মায়িক-বুদ্ধির গঠিত কোন দ্রব্য মনে করিতে হইবে না।

(সঃ তোঃ ১৮।৪ ; আষাঢ় ১৩২২ বঙ্গাব্দ ; জুন ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ)

অভক্তিমার্গ

কৃষ্ণসেবাবিহীন পথ—কৃষ্ণভক্তির স্বরূপোপলব্ধির সহিত তাহাকে জীবের একমাত্র বৃত্তি বলিয়া অনুভবকারীই ভক্ত—কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি—'অনুশীলন'-শব্দের অর্থ—কৃষ্ণস্বরূপ—গৌরস্বরূপ—কৃষ্ণের নিজস্ব-স্বরূপ—বিস্মৃতস্বরূপ ভোগী-জীবের কৃষ্ণকে 'কর্ম্মফলদাতা', 'যজ্ঞেশ্বর', 'গো-বিপ্রহিতকারী' মাত্র বিচার—ভক্তির আলোচনার অভাবে কৃষ্ণ-বিষয়ে মনোধর্ম্মপর বিচার—কৃষ্ণের-অনুকূল ও প্রতিকূল অনুশীলন—অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনে অন্যাভিলাষিতার একান্ত অভাব—নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানের আবরণের অভাব—ভক্তিসিদ্ধান্ত—ভুক্তি ও মুক্তি-পিশাচিনী—শুদ্ধা ভক্তি বণিগ্‌বৃত্তি নহে—ভক্তিতে কর্ম্মের আবরণ নাই—শিথিলতার আবরণ, ধন-শিষ্যাদি-দ্বার, বিবেকাদি-জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি ভক্তির জন্মস্থান নহে।

যে পথে কৃষ্ণসেবার কথা নাই, তাহাই 'অভক্তি মার্গ' বলিয়া পরিচিত। কৃষ্ণের উত্তমা সেবায় কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুর অভিলাষ, কর্ম্মের আবরণ, জ্ঞানের আবরণ ও শিথিলতার আবরণ নাই। তাহাতে কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন আছে। অনেকে ভক্ত হইবার অভিলাষ পোষণ করিয়াও অভক্তিমার্গের আশ্রয় করেন। যাঁহারা কৃষ্ণভক্তির স্বরূপ জানিয়া উহাই জীবের একমাত্র বৃত্তি বুঝিয়াছেন, তাঁহারা ভক্তিপথের পথিক। যাঁহারা নিজের প্রতিভা বা অনভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া ভক্তির সংজ্ঞা নিজেই দিয়াছেন, তাঁহাদের হঠকারিতায় অনেক সময় ভক্তির স্বরূপের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কেহ কেহ **আপনাকে 'ভক্ত' মনে করিয়া নিজের কল্পিত বৃত্তিকেই 'ভক্তি' বলিয়া প্রচার** করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর কলিহত দুর্ব্বল জীবের মঙ্গলের জন্য ভক্তির যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাই শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়াছেন।

সচেতা * সামাজিকগণ আপনাদিগকে ভক্তাভিধানে ভূষিত করিতে হইলে ভক্তির প্রকৃত স্বরূপ অনুসন্ধান করিবেন। ভক্তাগ্রণী শ্রীপাদ শ্রীরূপ শ্রীমহাপ্রভুর নিকট শুনিলেন যে, **কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। 'অনুশীলন' শব্দে 'অনুক্ষণ সেবা' বুঝায়। অনু-শব্দে পশ্চাৎ পশ্চাৎ অর্থাৎ ব্যবধান-রহিত। শীল ধাতুর অর্থ একান্ত প্রবৃত্ত হওয়া।** প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যাত্মক কায়মনোবাক্য-সম্বন্ধীয় তত্তচ্চেষ্টারূপ এবং প্রীতিবিষয়াত্মক মন-সম্বন্ধীয় তত্তদ্ভাবরূপ কৃষ্ণের অনুশীলন-দ্বয়।

'কৃষ্ণ' বলিলে পরমেশ্বর, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, অনাদি, সর্ব্বাদি ও সকল কারণের কারণকে নির্দ্দেশ করা হয়। ইঁহা হইতেই সবিশেষ-তত্ত্ব বলদেব ও শ্রীনারায়ণের প্রকাশ। গোলোকে মাধুর্য্যের পরমাশ্রয় ব্রজেন্দ্রনন্দন, মাধুর্য্যদাতা ঔদার্য্যের পরমাশ্রয় শ্রীগৌরহরি স্বীয় প্রকাশ-মূর্ত্তি নিত্যানন্দ-রামের দ্বারা সবিশেষ ঐশ্বর্য্য-বিগ্রহের প্রকাশ করিয়া শ্রীবাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ব্যূহ-চতুষ্টয় বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল প্রকটিত করিয়াছেন। সেই অদ্বয়তত্ত্ববস্তু হইতে ভগবানের মুখ্য নিত্য-অবতারসমূহ প্রকটিত হইয়াছেন। ভগবানের পুরুষাবতার, নৈমিত্তিকাবতার, গুণাবতার প্রভৃতি বিষ্ণুতত্ত্ব জীবকে ভগবান্ ও তদিতর বস্তুর পার্থক্য উপলব্ধি করাইতেছেন। মায়াধীশ বিষ্ণু মায়াবশ জীবকে বিশুদ্ধভাবে স্বীয় অনুশীলন করাইয়া বিষ্ণু ব্যতীত অন্য প্রতীতিরূপ মায়ার কবল হইতে উদ্ধার করেন।

জীব যে কৃপা-রজ্জু অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণপ্রেম-সেবা লাভ করিতেছেন, উহাই ভক্তি। ভক্তি উদিত হইলে জীব ভক্ত-সংজ্ঞা লাভ করেন। ভক্ত ভক্তিদ্বারা ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের ভজন করিয়া

---

* সচেতা—বুদ্ধিমান্।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ লাভ করেন। ভক্তের ভক্তিবৃত্তি সুপ্ত হইলে নিজ-বৃত্তির অভাবে অভক্তির কোন এক প্রকারের বৃত্তি গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বৃত্তি ভজনশূন্য হইয়া লক্ষ্য তত্ত্ববস্তুকে 'পরমাত্মা', কখনও বা 'নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম' বলিয়া সংজ্ঞা দেন ; সুতরাং যোগিগণের কথিত পরমাত্মা ও জ্ঞানিগণের কথিত ব্রহ্ম কৃষ্ণের আংশিক এবং ভেদাভেদপ্রকাশ-বিশেষ। কৃষ্ণেতর চিন্তা প্রবল হইলে জীব ভক্তিবৃত্তি হইতে চ্যুত হইয়া ভগবদ্দর্শন করিতে পারেন না। তখন কখন বা সহস্রারে পরমাত্মা, কখন বা ঈশ্বরকে অজ্ঞানের প্রকাশক পঞ্চদেবতা, কখন বা অজ্ঞান-সমষ্টির উৎকৃষ্টোপাধি বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রভৃতি ভক্তিবিরোধিনী চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করেন। **কৃষ্ণ-বিস্মৃত জীব ভোগতাৎপর্য্যপর হইয়া কৃষ্ণকে জড়ের কর্ম্মফলদাতা, যজ্ঞের ঈশ্বর, গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী প্রভৃতি ঈশ্বরত্বে বহুমানন করেন।** আবার কোন সময় স্বীয় বিভুত্বে ও প্রভুত্বে ব্যস্ত হইয়া যথেচ্ছাচার ভোগ-পর জীবন-যাপনের সহায়ক হরিত্বে (?) বিশ্বাস করেন। কিন্তু 'কৃষ্ণ' বলিলে ভক্ত ব্যতীত অন্যের যাবতীয় লক্ষ্যবস্তু এস্থলে গৃহীত হয় নাই, জানিতে হইবে। ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা না করিয়া যাঁহারা 'কৃষ্ণ'-শব্দে কৃষ্ণকে না বুঝিয়া নিজের কল্পিত অর্থে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের লক্ষ্যবস্তু কৃষ্ণকে নিজ-কল্পনায় কলঙ্কিত করেন মাত্র ; বস্তুতঃ নিজে বা অপরকে বুঝিতে বা বুঝাইতে পারেন না। সেই সকল **বঞ্চক** ও **বঞ্চিতগণের** প্রতি আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই।

কৃষ্ণের অনুশীলন **অনুকূল** ও **প্রতিকূল** উভয় ভাবেই হইতে পারে। জরাসন্ধ, কংস, দন্তবক্র, শিশুপাল, পূতনা, অঘ, বক প্রভৃতি অসুরগণ, নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানিগণ প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করেন। প্রতিকূল-ভাবে সেবা-বিপর্য্যয় ঘটে বলিয়া উহা 'ভক্তি' নহে। অনুকূল বলিলে

কৃষ্ণের উদ্দেশে রোচমানা প্রবৃত্তি বুঝায়। আনুকূল্য ঘটিলে সর্ব্বক্ষণ ব্যবধান-রহিত সর্ব্বতোভাবে প্রবৃত্ত হইয়া ভজন সিদ্ধ হয়।

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনে অন্যাভিলাষিতা আদৌ থাকিবে না। কৃষ্ণের নিজ-সেবা ও সেবা-জন্য ভগবানের নিজের লভ্য ফল ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশে ভক্ত সেবা করিবেন না। **ভক্তের নিজ-ফলবাঞ্ছা কিছু থাকিলে উহা ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গান্তর্ভুক্তা হৈতুকী বৃত্তি হইয়া যাইবে।** উহাই কৃষ্ণসুখের উদ্দেশ ব্যতীত 'অন্যাভিলাষ'-শব্দবাচ্য। যথেচ্ছাচারী, কুকর্ম্মকারী বা অজ্ঞান-সেবী কুজ্ঞানিগণ কৃষ্ণসুখ ছাড়িয়া নিজ-নিজ কল্পিত প্রার্থনা অন্তরে পোষণ করিয়া আনুকূল্য-সহকারে কৃষ্ণানুশীলন করিলেও ভক্ত হইতে পারেন না। যাঁহাদের চিত্তে প্রতিষ্ঠাশা আছে, যাঁহারা ইন্দ্রিয়তর্পণাশা-সমন্বিত, যাঁহারা পার্থিব বা মোক্ষ-সম্বন্ধীয় পরোপকারে বা নিজোপকারে ব্যগ্র, পাণ্ডিত্য-প্রতিভা-বিস্তারশীল, যাঁহারা রোগ-শান্তির জন্য উদ্‌গ্রীব, যাঁহারা উত্তম-আচার্য্য-বংশ বা বর্ণগত সম্মান-লাভে তৎপর, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-নিষিদ্ধাচার-কুটীনাটী-জীবহিংসা প্রভৃতি ঐহিক বা স্বর্গসুখভোগরত, বেষ বা আশ্রমের মাহাত্ম্য-লোলুপ, মুমুক্ষু, সিদ্ধিকামী প্রভৃতি অবান্তর উদ্দেশকের ন্যায় কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন করেন, তাঁহাদের কৃষ্ণানুষ্ঠান কপটতাযুক্ত। সুতরাং কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হইয়া অন্যাভিলাষযুক্ত ভগবদনুশীলনও 'অভক্তি'-পথে দেখা যায়।

জ্ঞানের আবরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। এ স্থলে 'জ্ঞান'-শব্দে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানকে বুঝিতে হইবে। ভজনীয় একমাত্র বস্তুই কৃষ্ণ। কৃষ্ণ-বিষয়ক পরেশানুভূতি অর্থাৎ ভজনীয় বস্তুর স্বরূপ-জ্ঞান ভক্তিসহ যুগপৎ প্রয়োজনীয়। শ্রীমদ্ভাগবতের চরম শ্লোকে লিখিয়াছেন যে, ভক্ত-বৈষ্ণব-গণের প্রিয় নির্ম্মল পুরাণশাস্ত্র শ্রীভাগবতে একমাত্র পারমহংস্য অমল-

জ্ঞানই বিশিষ্টরূপে গীত হইয়াছে এবং এই শাস্ত্রেই জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি একত্র আবির্ভূত হইয়া জীবের কর্ম্মভোগফল নিরস্ত করিয়াছে; সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ, উত্তমরূপে পঠন ও নানাবিধ জ্ঞানাদি মতবাদের অকর্ম্মণ্যতা উপলব্ধি করিবার জন্য বিচার করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তে উপনীত হইলে জীব ভক্তি অবলম্বন করিয়াই অন্যাভিলাষ, জ্ঞান, কর্ম্ম ও শিথিলতার হস্ত হইতে আপনাকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ১১৭ সংখ্যায় লিখিয়াছেন—

'সিদ্ধান্ত' বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥

ভক্তির প্রারম্ভেই শ্রদ্ধার উল্লেখ। প্রথম সাধুসঙ্গে শাস্ত্র-শ্রবণদ্বারা 'শ্রদ্ধা' অর্থাৎ শাস্ত্রার্থ-বিশ্বাস। কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-জ্ঞান হয় নাই, অথচ অভিধেয়-ভক্তি (মায়ায়) অগ্রসর হইয়াছে, এরূপ কখনও হয় না। "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।" কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য ও ভগবদ্-বিষয়ক-জ্ঞান ভক্তির সহিত সমকালেই উদিত হন। ভক্তি ব্যতীত উহাদের উদয়ের সম্ভাবনা নাই। তবে যাঁহারা মায়িক-জ্ঞান-সাহায্যে জ্ঞানী হইবার জন্য নিষ্ফল মিথ্যা চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সেই প্রকার চেষ্টা ভক্তির অঙ্গ নহে। বদ্ধজীবাভিমানে জ্ঞানীর চেষ্টার মধ্যে সর্ব্বতোভাবে মুমুক্ষুর ধর্ম্ম-কৈতব অন্তর্নিহিত আছে। হৈতুক জ্ঞান কখনই শুদ্ধভক্তির পরিবার হইতে সমর্থ হয় না। ভক্তের অন্তরে **পিশাচিনী-মুক্তি** বর্ত্তমান থাকিলে তাঁহাকে কৃষ্ণভক্তি হইতে নিশ্চয়ই বিপথগামী করিবে। শুদ্ধভক্তিকে তাঁহার **বণিগ্‌বৃত্তির অন্যতম** মনে করিয়া আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন ছাড়িয়া তাঁহাকে অন্যাভিলাষী বা অহংগ্রহোপাসক করাইবে। ঐপ্রকার বৃথা তর্ক দ্বারা তত্ত্ব-বস্তুকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ করাইবে। এজন্য ভক্তিবিরোধী জ্ঞানী, আত্মবঞ্চনাক্রমে কেবলা

অহৈতুকী প্রেমলক্ষণা ভক্তিকে অজ্ঞান-মিশ্রিত, অন্ধাখ্য, প্রাকৃত বলিয়া জানিয়া নিজের মূঢ়তা প্রকাশ করেন। বাস্তবিক জ্ঞানীর কল্প-বৈরাগ্যে ভক্তের ভক্তি নির্ভেদজ্ঞানে আবৃত না হয়। ভগবান্ কৃষ্ণই অদ্বয়জ্ঞান। তদিতর জ্ঞানে মায়াশক্তির সুপ্ত, গৌণ বা জাগ্রত মুখ্য ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং জ্ঞানের আবরণের অন্তর্ভুক্ত হইলে ভক্তি, অভক্তি নামেরই সার্থকতা সাধন করিবে। শুদ্ধা ভক্তি উদিত হইলে তাহাতে অপ্রাকৃত **জ্ঞান সহায়** ও **দাসরূপে** বর্ত্তমান থাকে। যে জ্ঞানের কৃষ্ণভক্তির উপর কর্তৃত্ব, সে-জ্ঞান কৃষ্ণেতর দ্বৈত-জ্ঞান। জ্ঞানীর অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত মায়িক-নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান। কৃষ্ণ ব্যতীত জ্ঞানাবরণে অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন সম্ভাবনা নাই।

কর্ম্মের আবরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। স্মৃতি-কথিত নিত্য নৈমিত্তিকাদি ফলপ্রসূ কর্ম্ম জীবের ভক্ত্যাবরক। কৃষ্ণের জীবাবরণাত্মিকা মায়াশক্তির একটী বিক্রম—কর্ম্ম। কর্ম্মফলবাদী নিজ-কর্ম্মবিপাকে পড়িয়া মনে করেন যে, সৎকর্ম্ম-প্রভাবে ভক্তি উৎপন্ন হইতে পারে। ভজনীয় পরিচর্য্যাদি কর্ম্মাবরণ নহে। তাদৃশ পরিচর্য্যাই ভজনীয় কৃষ্ণ-বস্তুর অনুশীলন। যাহাতে জীবের ফলভোগ সংশ্লিষ্ট, উহাই কর্ম্ম। আর যে অনুষ্ঠানের ফল জীবের প্রাপ্য-কর্ম্মফল-ভোগ নহে, ভগবানের নিজের, উহা ভক্ত্যনুষ্ঠান। **ভুক্তি-পিশাচিনী** ভক্তের অন্তরে স্থান পাইলে তাঁহাকে কৃষ্ণভক্তি হইতে নিশ্চয়ই বিপথগামী করিবে। পঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে যে, হে দেবর্ষে। হরিকে উদ্দেশ করিয়া শাস্ত্রীয় যাবতীয় অনুষ্ঠান বৈধী ভক্তি বলিয়া কথিত হয়। তদ্দ্বারা প্রেমভক্তি লভ্য হয়। শ্রীচরিতামৃত মধ্যলীলা ২২শ পরিচ্ছেদ ১৪১ সংখ্যা—

জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।
অহিংসা-যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্তসঙ্গ॥

ঠাকুর বিল্বমঙ্গলও বলিয়াছেন—

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাৎ
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সমরপ্রতীক্ষাঃ॥

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত—১০৭ শ্লোক)

[হে ভগবন্! তোমাতে যদি আমাদের ভক্তি স্থিরতরা থাকে, তাহা হইলে তোমার কিশোরমূর্ত্তি স্বতঃই আমাদের হৃদয়ে উদিত হন। তখন স্বয়ং মুক্তিই কৃতাঞ্জলিপুটে আমাদিগের সেবা করিতে থাকিবে। আর ভুক্তি ধর্ম্মার্থ-কামের ফলসমূহ আদেশকাল প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে।]

শিথিলতার আবরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। ধন দ্বারা বা শিষ্য দ্বারা উত্তমা ভক্তি উৎপন্ন হয় না। বিবেকাদি হইতে ভক্তি হয় না, পরন্তু ভক্তিমান্ জনে বিবেকাদি লক্ষিত হয়। কৃষ্ণ ছাড়া জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই দুইটী চিত্ত-কাঠিন্যের হেতু, তজ্জন্য সুকোমলা ভক্তির উপযোগী নহে। ভক্তির অবিরোধী জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কিছু উপযোগিতা থাকিলেও তাহারা ভক্ত্যঙ্গে গৃহীত হয় নাই।

ভক্তি থাকিলে কর্ম্ম ও জ্ঞানানুষ্ঠানরূপ তপস্যার আবশ্যকতা নাই, ভক্তি না থাকিলেও কর্ম্ম ও জ্ঞান-তপস্যার আবশ্যকতা নাই, হৃদয়ে ও অনুষ্ঠানে ভক্তি থাকিলে কর্ম্ম ও জ্ঞান-তপস্যার প্রয়োজন নাই, আবার হৃদয়ে ও অনুষ্ঠানে ভক্তি না থাকিলেও কর্ম্ম ও জ্ঞান-তপস্যার আবশ্যকতা নাই। জীবের পরম আবশ্যকীয় ভক্তি থাকিলে, অবান্তর মার্গদ্বয় না থাকিলে কোন ক্ষতি নাই, আবার মূল-বৃত্তি ভক্তি না থাকিলে ঐ জ্ঞান ও কর্ম্মজ অনুষ্ঠান-দ্বারা ভক্তি হইতে পারে না, ইহাই পঞ্চরাত্রে সুস্পষ্টভাবে

বলিয়াছেন। সুতরাং অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও শৈথিল্য ভক্তির প্রতিবন্ধক-মার্গ-সমূহই অভক্তিমার্গ।

বিচক্ষণ 'সজ্জনতোষণী'র পাঠক আপনারা, অভক্তি জীবের শ্রেয়ঃ নহে জানিয়া অভক্তি-মার্গে উদাসীন থাকিবেন। অভক্তি-পথের আদর না করিয়া উদাসীন হইলে কেহ অভক্তিমার্গের প্রতি আপনাদের শ্রদ্ধা নাই বলিয়া নিন্দা করিতে পারিবে না এবং ভক্তকে ও অভক্তের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হও এবং যাবতীয় অভক্তকে শ্রদ্ধা না করিলে ভক্তি হইবে না বলিয়া বল প্রকাশ করিতে পারিবে না। **অভক্তগণকে অবজ্ঞা করিবেন না, কিন্তু তাঁহাদিগকে প্রেমময় ভক্তও বলিবেন না।** তাঁহাদের মায়াবাদীর বা যোগমার্গীয় সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ পদ্ধতিকে ভক্ত্যন্তর্গত বলিবেন না। অভক্তি কখনও ভক্তির সমজাতীয় নহে।

(সঃ তোঃ ১৮।৪ ; আষাঢ় ১৩২২ বঙ্গাব্দ ; জুন ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ)

শ্রীবিষ্ণুচিত্ত

প্রাচীন দিব্যসূরির অন্যতম—গরুড়ের অবতার—গোদাদেবীকে কন্যারূপে পালন—রাজা বল্লভদেবকে একটি শ্লোকে উপদেশ প্রদান—বল্লভদেব কর্ত্তৃক বৈদান্তিক সাধু-পণ্ডিতগণের সম্মিলনী আহ্বান—বটপত্রশায়ী বিষ্ণুর আদেশে বিষ্ণুচিত্তের পণ্ডিত-সভায় গমন-পূর্ব্বক উপদেশ-কীর্ত্তন-মুখে ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন—বিষ্ণুচিত্তকে হস্তি-পৃষ্ঠে স্থাপন-পূর্ব্বক পণ্ডিতগণের নগর-পরিক্রমা।

ভট্টনাথ (নামান্তর) তামিল পেরি আল্‌বর্। বিষ্ণুচিত্ত আলবর্ দশ জন প্রাচীন দিবস্থরির মধ্যে অন্যতম। তিনি **"গরুড়ের অবতার"** বলিয়া খ্যাত। ইনি দক্ষিণ-মথুরার নিকটে শ্রীবিল্লিপুত্তুরে ব্রাহ্মণ-কুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ৪৬ কলি-গতাব্দ-বর্ষে জ্যৈষ্ঠ মাসে স্বাতী নক্ষত্রে ইঁহার জন্ম প্রসিদ্ধি। এই মহাত্মা ৫১ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে গোদাদেবীকে কন্যারূপে পালনাধিকার প্রাপ্ত হন। ইনি বেয়ার জাতীয় পবিত্র 'বংশ'-বংশ-সম্ভূত। আল্‌বরের পিতার নাম মুকুন্দ এবং মাতার নাম পদ্মাদেবী। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার শ্রীনারায়ণে স্বাভাবিক ভক্তি-প্রবৃত্তি ছিল। সেবা-প্রবৃত্তিক্রমে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যহ পুষ্প সংগ্রহ করিয়া দিতেন। শ্রীবিল্লিপুত্তুর গ্রামে বটশায়ী ভগবানের পুষ্প-সেবাব্রত-গ্রহণে জীবন অতিবাহিত করিতেন।

এই সময়ে দক্ষিণ-মথুরা-প্রদেশে কুড়াল ভূমিতে পাণ্ড্যরাজবংশোদ্ভব বল্লভদেব নামক এক নরপতি ছিলেন। একদা রাত্রিকালে তিনি অপরিচিতবেশে মথুরা-নগরে ভ্রমণ করিতে করিতে একটী ব্রাহ্মণ-তনয়কে পথিমধ্যে নিদ্রিত অবস্থায় দেখিতে পাইয়া তাহাকে জাগরণ করাইয়া

পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—"আমি উত্তর দেশ হইতে গঙ্গাস্নান করিয়া দেশে যাইতেছি।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি যদি কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে তদ্বিষয় সদুপদেশ প্রদান করুন্।" ব্রাহ্মণ এই শ্লোকটী তদুত্তরে রাজাকে কহিলেন—

বর্ষার্থমষ্টৌ প্রযতেত মাসান্ নিশার্থমর্দ্ধং দিবসং যতেত।
বার্দ্ধক্যহেতোর্বয়সা নবেন পরত্রহেতোরিহ জন্মনা চ॥

গৃহে চারিমাস সুখে থাকিবার তরে।
পরিশ্রম করি আমি অষ্টমাস ধ'রে॥
রজনী সুখেতে আমি বঞ্চিবার লাগি।
অর্দ্ধকাল দিবাভাগ পরিশ্রমভাগী॥
বৃদ্ধকালে বিনাশ্রমে সুখবাস-আশে।
যুবাকালে করি শ্রম বিবিধ প্রয়াসে॥
এই সব হ'তে ভাই লহ এই সার।
পরত্র কল্যাণ-তরে জীবন তোমার॥

এই হৃদয়স্পর্শী বাক্যাবলী শুনিয়া অবধি বল্লভদেব চিন্তামগ্ন হইয়া শিল্পনন্দী নামক মন্ত্রীর পরামর্শ-গ্রহণে অচিরেই বৈদান্তিক সাধু কোবিদ-* গণের সম্মিলনে প্রয়াসী হইলেন। সমস্ত রাজ্য হইতে পণ্ডিত-সমূহ আহূত হইলেন। বিষ্ণুচিত্ত দার্শনিক পণ্ডিত নহেন, তিনি সেবাপর ভগবদ্ভক্ত; সুতরাং পণ্ডিতকুলরাজ। বটপত্রশায়ী ভগবান্ তাঁহাকে বল্লভদেবের সভায় যাইবার জন্য ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন; কিন্তু দিব্যসূরি মহাশয় নিজের কৃতিত্বের সম্যক্ অভাব-সন্দর্শনে রাজাহূত পণ্ডিত-সভায় গমনে পরাঙ্মুখ হইলেন। বটপত্রশায়ী তাহাতে অভিমত না দিয়া পাণ্ডিত্যের সকল ভার

---

* কোবিদ—পণ্ডিত

নিজেই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ; কিন্তু ভক্ত সাধুর অবশ্যই যাইতে হইবে। আদেশ-লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া বিষ্ণুচিত্ত রাজসভায় প্রবেশ করিতেছেন। উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার ন্যায় শাস্ত্রার্থানভিজ্ঞ, অবৈদান্তিক মালাকারে পণ্ডিত-যোগ্য সম্মান দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইলেন। রাজা ও মন্ত্রী মহাশয় গৃহদ্বার হইতে সাধুকে প্রণত্যাদি আহ্বান-সহকারে সভামণ্ডপে লইয়া গেলেন। ভগবান্ ভক্তের সহায় হইয়া আশ্চর্য্য উপদেশ-কথা তাঁহার মুখে প্রকাশ করাইলেন। পরিষদগণ বাক্য শুনিয়া বিস্মিত। শ্রোতৃবর্গ রাজা প্রভৃতি সকলেই সাধুর ভূয়সী প্রশংসাবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পুরস্কারার্থ তাঁহারা বিষ্ণুচিত্তকে সুভূষিত গজোপরি চড়াইয়া পণ্ডিতগণের সম্মিলনে নগরে বাহির হইলেন। রাজা তাঁহাকে ব্রাহ্মণপুঙ্গব বা "ভট্টর পিরাণ" উপাধি-মণ্ডিত করিলেন। বিষ্ণুচিত্ত তিরুপ্পলাণ্ডু নামক স্তবপাঠে জনসাধাররণকে যোগ দিতে আহ্বান করিলেন। ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য সকলে বিষ্ণুচিত্তের সর্ব্বজ্ঞতা ও বেদরহস্যজ্ঞতার প্রশংসা গান করিতে লাগিলেন।

বিষ্ণুচিত্ত রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার প্রদত্ত দ্রব্যাদি-সহ বহু সম্মানিত হইয়া বিল্লিপুত্তুরে প্রত্যাগত হইলেন। উপায়নপুঞ্জ বটশায়ী ভগবানের সমক্ষে সংরক্ষণ-পূর্ব্বক সমস্তই তাঁহাকে বরণ করিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় মালিকাসেবাদ্বারা জীবনাতিপাত করিতে লাগিলেন। ঐহিক গৌরব ও পার্থিব অহঙ্কার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সাহসী হইল না। কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া সিদ্ধ-পরিচয়ে অপ্রাকৃত সম্বন্ধ লাভ করিয়া জীবনাবধি অহরহঃ কৃষ্ণ-সেবানন্দে যাপন করিতে লাগিলেন। গোদা-কন্যার চরিত্রে ইঁহার নিজাংশ সেই প্রবন্ধে পাঠ্য। অনুকার বা মানস-সিদ্ধ-পরিচয়ে গোপ-সখা হইয়া কৃষ্ণলীলাপ্রবিষ্ট-জনের ন্যায় ব্যবহার-সমূহ তাঁহাতে দেখা গিয়াছিল। তিনি "তিরুমঢ়ি" নামক কৃষ্ণলীলার তামিল-কবিতামালা রচনা করেন। (সঃ তোঃ ১৮।৪ ; আষাঢ় ১৩২২ বঙ্গাব্দ ; জুন ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ)

প্রতিকূল মতবাদ

ভক্তি কি নীরবে ও নির্জ্জনে অনুশীলনীয় ?—মহাভাগবতের অধিকার—মধ্যমাধিকার—ভক্তির ত্রিবিধ অবস্থা—আত্মম্ভরিতা—কৃত্রিম-সাধন-সমূহ—কর্ম্মফলাধীন জীবের পক্ষে নীরব ও নির্জ্জনাবস্থায় অবস্থান অসম্ভব—সভা-সমিতির সদ্ব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার—ইষ্টগোষ্ঠী—নীরবতা ও নির্জ্জনতা প্রাকৃত-ধর্ম্ম—সাধুসঙ্গ-ত্যাগকে নিঃসঙ্গ ও নির্জ্জনাবস্থা মনে করিলে মায়িক প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠাকুণ্ডে নিমজ্জন অবশ্যম্ভাবী—অপ্রাকৃত শ্রবণ-কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির প্রতিকূলভাব-পোষণে আত্মবিনাশ।

এক মাননীয় পত্র-লেখক লিখিয়াছেন, "আমার মতে ভক্তির অনুশীলন কেবল নীরবে এবং নির্জ্জনে সম্পাদিত হইতে পারে। তদুদ্দেশ্যে কোনরূপ সভা-সমিতি বা আন্দোলন ভক্তির বিরোধী বলিয়া আমার মনে হয়; কারণ, উহাদ্বারা প্রচার বা প্রতিষ্ঠা আসিতে পারে।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জীবকে অমানী হইতে উপদেশ দিয়াছেন এবং জগতের সকলকে মাননীয় জানিয়া সম্মান দিতে বলিয়াছেন। **জীব-মাত্রকে সম্মান দিবার একমাত্র মহাভাগবতগণেরই অধিকার।** তদনুগত অধিকারে আমরা দেখিতে পাই, কৃষ্ণে—প্রেম, হরিজনে—মিত্রতা, অনভিজ্ঞ-জনে—অনুগ্রহ ও বিদ্বেষীর উপেক্ষাই ভাগবত-জীবনে আদর্শ। জীব যে অধিকারে থাকিয়া কৃষ্ণানুশীলন করেন, সেই অধিকারে নিষ্ঠাই তাঁহার অনুকূল বিষয়। অধিকার-বিপর্য্যয় ঘটিলে তাহাই দোষ বলিয়া পরিণত হয়। যাঁহারা নিরপেক্ষভাবে ভক্তির স্বরূপ আলোচনা করিবার অবকাশ পান নাই, তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা মহা-বদান্যবর শ্রীগৌরসুন্দর নিজ-মুখে সেই সকল কথা প্রচার করিয়াছেন এবং স্ব-শিক্ষিত অপ্রাকৃত-শক্তিসম্পন্ন শ্রীরূপাদি আচার্য্যবর্গ দ্বারা জগতে প্রচার

করাইয়াছেন। সেই সকল অবিতর্কিত সিদ্ধান্ত-জ্ঞানের অভাবে আমরা অনেক সময় নিজ-আত্মম্ভরিতার বশবর্ত্তী হইয়া নিজ-কল্পিত সাপেক্ষ-বিচার-সমূহ ব্যক্ত করিয়া অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিই। আবার তাদৃশ বিচারের অনৈপুণ্য সন্দর্শন করিবার সৌভাগ্য উদয় হইলে নিরপেক্ষ হইতে পারি। ভক্তির প্রতিকূল সিদ্ধান্তগুলির অসম্পূর্ণতা ও অনুপযোগিতা প্রদর্শন করিলে কেহ যেন নির্দ্দয় হইয়া মনে না করেন যে, কোন মাননীয় ব্যক্তির বিচার-দোষ দেখাইতে গেলে তাঁহার মানের খর্ব্ব করা হইবে এবং নিজ-প্রতিষ্ঠা-দ্বারা মধ্যম ভাগবতাধিকারকে বিপন্ন করা হইবে। মধ্যম ভাগবতাধিকারে অনভিজ্ঞ-জনে উপেক্ষার বিধান নাই; পরন্তু জীবের ভক্তিবাধক অজ্ঞান-সমূহের অপসারণ-কৃত্য নিশ্চয়ভাবে আছে।

শ্রীগৌরসুন্দরের মহামূল্য শ্রীমুখ-বাক্য হইতে আমরা জানি যে, কৃষ্ণ ব্যতীত অপর মায়িক অভিলাষ বর্জ্জিত হইয়া নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞানাদির আবরণ, নিত্য-নৈমিত্তিকাদি জীবের কর্ম্মফল-প্রসূ ভোগাবরণ ও শৈথিল্যাদির আবরণ উন্মুক্ত হইয়া অনুকূলভাবে কৃষ্ণের অনুশীলনকে শুদ্ধ অহৈতুকী উত্তমা ভক্তি বলে। কৃষ্ণপ্রেম-লাভরূপ প্রয়োজন-সিদ্ধির অভিধেয় নিরপেক্ষ; জীবের একমাত্র পরম পুরুষার্থ ভক্তিই চতুর্বর্গাতীত পঞ্চম পুরুষার্থ। সেই ভক্তির অবস্থা ত্রিবিধ। সাধনাবস্থা, ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা। সাধনাবস্থার প্রথম মুখে কৃষ্ণ-বৈমুখ্যরূপ অনর্থসমূহ জীবকে ভক্তিনিষ্ঠ হইতে বাধা দেয়। অনর্থগুলি অন্যাভিলাষ, ফলভোগময় কর্ম্মাবরণ, ফলত্যাগময় জ্ঞানাবরণ, কৃষ্ণসেবায় ঔদাসীন্যরূপ শৈথিল্যাবরণ বলিয়া শ্রেণীত হইয়াছে। জীব অনর্থের হস্তে পড়িয়া প্রলাপগ্রস্ত রোগীর ন্যায় কতপ্রকার রোগ-মুক্তির কল্পনা-সমূহ নিজ-চিকিৎসার জন্য উদ্ভাবনা করে; কিন্তু তাহাতে রোগোপশম হওয়া দূরে যাক, উত্তরোত্তর রোগোপাধি বৃদ্ধি হইতে থাকে। সেজন্য আত্মম্ভরিতা ছাড়িয়া নিষ্কিঞ্চন সাধুর

আনুগত্য হইতেই কৃষ্ণানুশীলনের ব্যবস্থা গৌরহরির প্রকাশিত পারলৌকিক রহস্য। সাধুসঙ্গ করিলে অসাধুসঙ্গের আকর্ষণ জীবকে পরাভূত করিতে পারে না। কেবলাদ্বৈত-পন্থীর নির্ভেদব্রহ্মজ্ঞান, যথেচ্ছাচারীর অথবা পুণ্যময় কর্ম্মীর ইহামুত্র ফলভোগ বা শৈথিল্য জীবের অনর্থ। ঐ অনর্থগুলি সাধুসঙ্গ-প্রভাবে অপসারিত হয়। তাদৃশ **অনর্থের মূলসমূহ উদরে পূর্ণ রাখিয়া নির্গমন-পন্থা রোধ করত জীবের নীরব ও নির্জ্জন হইবার সামর্থ্য নাই।** নীরব বা নির্জ্জনের অভিনয় দেখাইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে ভক্তির অবান্তর ফল রব-রাহিত্য বা জন-রাহিত্য সম্ভবপর নহে। কৃত্রিম সাধন-সমূহের অকর্ম্মণ্যতা জগতে সভ্যতা বিস্তারের আদিম কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ইতিহাসে জাজ্বল্য প্রতিপন্ন আছে; সুতরাং তাদৃশ বঞ্চনশীল মার্গ ভক্তি-পথে স্বীকৃত হয় নাই। অজ্ঞানের গরিমা, ভীমভট্টাদি কর্ম্মিগণের আড়ম্বর-ফলে বৈরাগ্যের প্রতিভা হৃদয়ে পোষণ করিয়া কিরূপে ভক্তিবিরোধী জীব রব-রহিত মূকধর্ম্ম এবং জন-রহিত নির্জ্জন কারাবাস স্বীকার করিয়া কৃষ্ণভক্তি হইল মনে করিবে? **নীরব ও নির্জ্জন অবস্থা কর্ম্মফলাধীন জীবের আকাশকুসুম বা শশবিষাণের ন্যায় অসম্ভব।** জীবে কৃষ্ণভক্তির প্রকাশ হইলেই ভাগবতাধিকারে প্রাকৃত-জনসঙ্গ ও প্রাকৃত-উপদেশক বা বিচারকগণের বাদ-সঙ্গ আপনা হইতে পরিত্যক্ত হইয়া দুঃসঙ্গমুক্ত ভক্ত হরিজন-গোষ্ঠীতে কৃষ্ণালাপ-পর হইতে পারিবেন। ভক্তগণ প্রাকৃত নিঃসঙ্গ বা প্রাকৃত মূকধর্ম্মকে ভক্তির বিরোধী জানেন। তাদৃশ নীরব ও নির্জ্জন ধর্ম্মদ্বয় কখনই ভক্তির অনুকূল হইতে পারে না; কেন না, উভয় ধর্ম্মই অসৎ অর্থাৎ নিত্যকাল স্থায়ী নহে। যাহা কালক্ষুব্ধ, তাহা আবার বৈকুণ্ঠ কিরূপে হইবে? সাধুসঙ্গ, নিঃসঙ্গ অপেক্ষা ভক্তের উপাদেয়। সাধুসঙ্গ হইতেই দুঃসঙ্গের হেয়ত্ব ও বাদের মূঢ়তা বিদূরিত হয়। নির্ব্বিশেষবাদী হঠ-

কারিতার আশ্রয়ে যে-সকল মতবাদ প্রচার করেন, তাহা ভক্তগণের সম্বন্ধে আদৌ প্রযুক্ত হইতে পারে না। "ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ" শ্লোক, এবং "আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ" এতৎপ্রসঙ্গে ধীরভাবে অনুশীলনীয়।

জগতে সভা-সমিতির যদি কোন ফল থাকে, তাহা হইলে হরিভক্তির প্রচার ও প্রতিষ্ঠা উদ্দেশেই হওয়া উচিত। সভা-সমিতি যদি হরিভক্তির উদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে তাদৃশ সভা-সমিতির কোন আবশ্যকতা নাই। কতিপয় সেকেলে ফলকামী কর্ম্মিগণ মনে করেন যে, সভা-সমিতি পূর্ব্বকালে ছিল না। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের পাঠক! 'ইষ্টগোষ্ঠী'র কথা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠক! ভাগবত-শ্রবণ-সভার কথা আপনাদের অবিদিত নাই। শ্রবণ ও কীর্ত্তনই সাধনের পরম পরাকাষ্ঠা বলিয়া শ্রীগৌরহরি ও শ্রীমদ্ভাগবতগণ নিরন্তর জগৎকে উপদেশ দিতেছেন; কিন্তু এত কথা শুনিবার পরও মাননীয় লেখক মহাশয় নিজের বিচারফলে নির্ব্বিশেষবাদী বিষয়-মদান্ধ তার্কিকগণের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন দেখিয়া আমরা দুঃখিত। পঞ্চরাত্র বলেন—

সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৮ শ্লোক-ধৃত পঞ্চরাত্রবাক্যম্)

[হে দেবর্ষে! হরিকে উদ্দেশ করিয়া শাস্ত্রে যে ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে, সাধুগণ তাহাকেই বৈধী ভক্তি বলেন, এই বৈধী ভক্তি যাজন করিতে করিতে প্রেমভক্তি লাভ হয়।]

মূক ও জড় হইলেই যে কেবল ভক্তি হয়, এ কথা কোন বিজ্ঞ লোকে বলেন না। **নীরবতা ও নির্জ্জনতা উভয়ই প্রাকৃত ধর্ম্ম।** ভক্তি

অপ্রাকৃত বস্তু, সুতরাং প্রাকৃত রবত্যাগ বা প্রাকৃত রবযুক্ত হওয়া উভয়ই ভক্তির প্রতিকূল ; প্রাকৃত জনসঙ্গ বা প্রাকৃত জনরাহিত্য উভয়ই ভক্তির প্রতিকূল। তজ্জন্য পরমোচ্চৈঃস্বরে অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন কর। "আমি জ্ঞানী বিচারক" এতাদৃশ নিজভোগপর অব্যক্ত বাগ্বৈগরূপ বিষয়কথা ছাড়িয়া মৌন হও, ইহাই সকল বিচারের শেষ কথা গৌরহরি গান করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা সপ্তম পরিচ্ছেদ ১২৮ -১৩০ সংখ্যায় ভগবদুক্তি—

যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ ॥
কভু না বাধিবে তোমায় বিষয়-তরঙ্গ।
এই মত যার ঘরে করে প্রভু ভিক্ষা।
সেই ঐছে কহে, তারে করায় এই শিক্ষা ॥

শ্রীজীব গোস্বামিপাদ নীরব অনুশীলনের প্রতিপক্ষে কীর্ত্তন-বিষয়ে লিখিয়াছেন,—

নামকীর্ত্তনঞ্চেদং উচ্চৈরেব প্রশস্তং। নামান্যনন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্নিত্যাদৌ। অত্র যথোপদিষ্টং কলিযুগপাবনাবতারেণ শ্রীভগবতা। তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিরিতি। যদ্যস্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যাভক্তিসংযোগেনৈবেত্যুক্তং।

(ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকা)

[এই নামকীর্ত্তন উচ্চৈঃস্বরেই প্রশস্ত। "আমি লজ্জা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীঅনন্তদেবের নাম-সমূহ উচ্চারণ করিতে করিতে ও লীলা-চেষ্টাসমূহ স্মরণ করিতে করিতে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলাম" ইত্যাদি শ্লোকে ইহাই কথিত হইয়াছে। কলিযুগপাবনাবতার ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরও এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন,—"যিনি তৃণ অপেক্ষাও নীচ, বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণু এবং স্বয়ং অমানী ও অপরে সম্মান-

প্রদানকারী, তিনিই সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরির কীর্ত্তন করিতে পারেন।" যদ্যপি কলিকালে অপর আটটী ভক্ত্যঙ্গও অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, তথাপি সে-সকল কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির সংযোগেই সাধন করিতে হইবে।]

হরিকথা-কীর্ত্তন যেখানে নাই, হরিকথার প্রচার যেখানে নাই সেই খানেই ধ্যানাদি কৃত্রিম-বিষয়-কথা প্রবল। হরিজনের সঙ্গ যেখানে নাই, সেখানেই মায়াগ্রস্ত আবদ্ধ জীবের সঙ্গময় সভা-সমিতি। যেখানে কীর্ত্তন নাই, শ্রবণ নাই, পক্ষান্তরে ফল্গু বৈরাগ্যের কথা বঞ্চিত-সমাজকে বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছে সেখানে অপ্রাকৃত যুক্তবৈরাগ্য নাই। ফল্গুবৈরাগ্য প্রাকৃত-বিষয়, সুতরাং উহা জীবের কোন মঙ্গল আনয়ন করিতে সমর্থ নহে। ফল্গুবৈরাগ্যের বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণানুশীলনকে প্রাকৃত বিষয়ান্তর্গত মনে করিলে যে অপরাধ হয়, বিষয়কে এবং কৃষ্ণকে সমজ্ঞান করিলে যে বিষপূর্ণ মায়াবাদ আশ্রয় করা হয়, তাহা সাধুসঙ্গ ব্যতীত কিরূপে জীবের উপলব্ধি হইবে? ভক্ত, সাধুসঙ্গ ত্যাগ করিয়া কল্পিত বিচাররূপ অসাধু ভাবসমূহ হৃদয়ে পোষণ করিয়া নিঃসঙ্গ ও নীরব মনে করিলে কি মায়িক প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের সেবা হইতে রক্ষা পাইবেন? মায়ার প্রচার বা মায়াবাদ-প্রচারের ফলে ভক্তি-প্রচার ও ভক্তি-প্রতিষ্ঠা উন্মূলিত করিবার অসদ্বাসনা কি প্রচার বা প্রতিষ্ঠার হেয়ত্বের চরম সীমা নহে? **ভক্ত-ভগবানে ভক্তিযোগে অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈত নিত্য ভাবময়।** নিত্য ভক্তি বিমুখ হইয়া অভক্তির আদর্শ নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞান, নিত্য নৈমিত্তিক ভোগ্য কর্ম্মবাদ ও সেবাশৈথিল্যবাদকে বহুমানন করিয়া ভগবদ্বিরোধী আত্মম্ভরিতা বৃত্তিরূপ অবৈধ-সাধন করিলে জীবের কিরূপে শ্রেয়ঃ লাভ হইবে? জীব যদি অনাত্মবিবেক-বলে বিরূপ-বুদ্ধিতে আপনাকে মুমুক্ষু, বুভুক্ষু বা উদাসীন মনে করিয়া নিজ-মায়িক প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের উৎকট তাড়নার বশবর্ত্তী হইয়া **অপ্রাকৃত-শ্রবণ-কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির প্রতিকূল** ভাব হৃদয়ে

ভ্রমক্রমে পোষণ করেন এবং ভক্তগণে প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠা থাকিতে পারে, এরূপ ভ্রান্ত ধারণা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আত্মঘাতী জানিয়া ভক্ত নীরব হইবেন। এস্থলে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দে হিংসা করি।
ভকতিবিনোদ, না সম্ভাষে তারে,
থাকে সদা মৌন ধরি ॥

(কল্যাণকল্পতরু—৬৮ পৃঃ)

(সঃ তোঃ ১৮।৪ ; আষাঢ় ১৩২২ বঙ্গাব্দ ; জুন ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ)

তোষণীর কথা

সজ্জন-শব্দে ভগবদ্ভক্ত—সজ্জনতোষণী রূপানুগ-স্বরূপিণী—ভক্তিপথের বিচার-প্রধান ও রুচিপ্রধান দুইটি মুখ—শ্রীরূপানুগ-ভক্তিমার্গের আচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামী—সন্দর্ভের সিদ্ধান্ত শ্রীচরিতামৃতে গুম্ফিত—শ্রীরূপানুগ-গণের মূলগুরু শ্রীশ্রীজীব ও শ্রীরঘুনাথ—রুচি-প্রধান-মার্গের আচার্য্য শ্রীরঘুনাথ—প্রাকৃত-সহজিয়াগণের শ্রীজীবকে শ্রীরূপ-বিরোধী বিচার করিয়া তচ্চরণে অপরাধ—ভক্তিসিদ্ধান্তের অনুকূলা রুচিই জাতরুচি—কল্যাণ-কল্পতরুতে ভক্তিবিনোদের উপদেশ।

অশেষ-ক্লেশবিশ্লেষি-পরেশাবেশ-সাধিনী।
জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জন-তোষণী॥

(শ্রীভক্তিবিনোদ-কৃত সজ্জনতোষণী বন্দনা)

যিনি সজ্জনবৃন্দের সন্তোষ-বিধানার্থ সজ্জনতোষণীর আবির্ভাব করাইয়াছেন, তাঁহাকে নমস্কার।

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।৫৩)

মহাবদান্য, কৃষ্ণপ্রেমদাতা, কৃষ্ণস্বরূপ, কৃষ্ণচৈতন্যনামা গৌরাঙ্গরূপধারী প্রভু তোমাকে নমস্কার।

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥

(শ্রীল প্রভুপাদ-কৃত ভক্তিবিনোদ-স্তুতি)

'সজ্জন' বলিলে অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও শৈথিল্যবাদী নিজ-নিজ বিচারানুকূলে সংজ্ঞা কল্পনা করিবেন সত্য; কিন্তু তাহাতে সম্পূর্ণতার অভাব

থাকিবে। 'সজ্জন'-শব্দে ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণকেই বুঝায় অর্থাৎ যে বস্তু নিত্য-সেব্য-সেবক-ভাবরূপ অনুভূতিযুক্ত হইয়া আনন্দময় ভক্তিধর্ম্মে নিত্য-অবস্থিত এবং যে-বস্তুতে কুণ্ঠতা-জনিত অবস্থান্তর লক্ষিত হয় না, তাহাই সদ্বস্তু। সজ্জন-বস্তু বৈকুণ্ঠ বলিয়া তাঁহার প্রতি মায়ার কোন অধিকার নাই।

'সজ্জনতোষণী' মহাপ্রভুর নিজ-বস্তু ; সুতরাং প্রপঞ্চে প্রকটিত হওয়ার জন্যই ইনি প্রাকৃত-বিষয়বাহিনী পত্রিকা নহেন। বিষয়ীগণ বিষয়-জ্ঞানে এই অপ্রাকৃত-সন্দেশ-দূতীকে আবাহন করিবেন না। ইঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপের পরিচয় পাইলেই তাঁহাদের নিজ নিজ নির্ম্মল শুদ্ধ স্বরূপকে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ রসময় ভগবানের নিত্য উপাদানের অন্যতম বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

সজ্জনতোষণী রূপানুগ-স্বরূপিণী। প্রাকৃত-বিচারে সজ্জন বলিয়া অভিহিত সম্প্রদায়ের অপ্রাকৃত কল্যাণ লাভ হইলে তাঁহারাও তোষণীর শুদ্ধ, নিরপেক্ষ, শিবদ, নির্ম্মৎসর, প্রোজ্ঝিত-কৈতব সাধুগণের পরম ধর্ম্ম লক্ষ্য করিতে পারিবেন। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য—এই গুণষট্‌কের সহিত সজ্জনগণের কোন আবশ্যক নাই ; সুতরাং তোষণী কখনই এই গুলির সঙ্গ করেন না বা কাহাকেও এই জাতীয় সঙ্গ প্রদান করেন না।

ভগবানকে লাভ করিতে হইলে ভক্তি-পথই সর্ব্বতোভাবে প্রশস্ত। **ভক্তিপথের** প্রারম্ভে **দুইটী মুখ** দেখিতে পাওয়া যায়। একটী **বিচার-প্রধান** ও অপরটী **রুচি-প্রধান**। **উভয়েরই উদ্দেশ্য এক**। যাঁহাদের অপ্রাকৃত-বস্তুতে প্রথম-মুখে রুচি দেখা যায় না, তাঁহাদের এই ভক্তি-মার্গে প্রবেশ লাভ করিতে হইলে বাধাগুলি অতিক্রম করিতে হয়। সেই বাধা-গুলির নাম—অবিচার বা সম্বন্ধ-জ্ঞানাভাব। সম্বন্ধ-জ্ঞান নিসর্গতঃ কোন মহাপুরুষে লক্ষিত হইলে তিনি নিজ-রুচিক্রমে ভজনীয় কৃষ্ণ-অনুশীলন

জানিয়া অপরকে বিচার-প্রধান মার্গের পথও দেখাইয়া দিতে পারেন। যিনি স্বয়ং নিত্যসিদ্ধ, ভগবৎপার্ষদ, মহাপ্রেম-ময় হইয়া জীবের কল্যাণ-বিধানের জন্য শ্রীরূপানুগ-ভক্তিমার্গের আচার্য্যস্বরূপ শ্রীজীব গোস্বামী নামে গৌর-সংসারে উদিত হইয়াছিলেন, তাঁহার শ্রীচরণকমলে অপরাধ-বৃত্তি যেন কোন শ্রীরূপানুগ-মার্গের পথিককে স্পর্শ না করে। **শ্রীজীব গোস্বামীর অপার করুণা-বলেই আজ শ্রীমহাপ্রভু-প্রচারিত কৃষ্ণপ্রেম-স্বরূপ শ্রীরূপানুগ-ভক্তি-ধর্ম্ম জগতে সকল জীবের অনন্ত কল্যাণ প্রদান করিতেছেন।** শ্রীজীব-প্রভু বাঙ্গালা ভাষায় কোন গ্রন্থ লেখেন নাই। তাঁহার সন্দর্ভ-নামক গ্রন্থ হইতেই রূপানুগ পূজ্যপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচরিতামৃত-গ্রন্থে কতিপয় সিদ্ধান্ত উদ্ধার করিয়া ভক্তিধর্ম্মে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। **শ্রীরূপানুগ-গণের মূল গুরু শ্রীপাদ শ্রীজীব ও শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুদ্বয়। রুচি-প্রধান-মার্গের আচার্য্যস্বরূপ** হইয়া **প্রভু রঘুনাথ** দাস গোস্বামী ভজন-মার্গের সুগম-পথে সুকৃত জীবগণকে আকর্ষণ করিয়াছেন। আবার ভাগ্যহীন কতিপয় জীব, দাস গোস্বামীর আনুগত্য বুঝিতে অক্ষম হইয়া রূপানুগ-আচার্য্য শ্রীজীবের প্রতি অযথা আক্রমণ করিতেও ত্রুটী করেন না। সজ্জনতোষণী বলেন, **যে-স্থলে আচার্য্যের প্রতি গৌরবের হ্রাস দেখিতে পাওয়া যায়, সে-স্থলে প্রকৃত-প্রস্তাবে রুচি-প্রধান-মার্গজীবী তাদৃশ পথিকও বিপথগামী।** রুচিপ্রধানমার্গে অবস্থিত মনে করিয়া কোন অর্ব্বাচীন, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের প্রতি শ্রীজীবপাদের ব্যবহার লইয়া আচার্য্য-পাদের অনুষ্ঠান শ্রীরূপের অনুমোদিত নহে জানাইয়া গুর্ব্বপরাধে অপরাধী হইয়া পড়েন। অজাতরুচিগণের মঙ্গলের জন্য কৃপাময় রসিকশেখর অপ্রাকৃত শ্রীজীবপাদ ঐ বৈধ-মার্গীয় ব্যবহার দ্বারা সম্প্রদায়-বৈভব

সংরক্ষণ করিয়াছেন এবং নিজ-গুরুদেবের অপ্রাকৃত মহত্ত্বের অধিষ্ঠানে কাহারও সন্দেহোৎপত্তি না হয়, তাহার নিরাকরণ করিয়াছেন। রূপানুগ শুদ্ধ অন্তরঙ্গ ভক্তগণ কেহই প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের মত শ্রীজীব-প্রভুকে গুরু ব্যতীত অন্য বৈধ ভক্ত বা মর্ত্ত্য-বুদ্ধি করেন না। রাগানুগ-গণও বলেন, আচার্য্য-গুরুর দোষ দেখিতে নাই, তাঁহাকে অবমাননা করিতে নাই।

রুচি-প্রধানমার্গেও শাস্ত্রার্থ বিশ্বাস, গুরুপাদাশ্রয়, ভজন-ক্রিয়া প্রভৃতি ক্রম-পদ্ধতি অনাদৃত হয় নাই। আবার যেখানে ক্রম-পদ্ধতির অনাদর, সেখানে যে রুচিপ্রধানমার্গে গমনশীল পথিকের আত্মম্ভরিতা, তাহা তাঁহাকে ভক্তি-পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া পথভ্রান্তি উৎপন্ন করাইয়াছে। বর্ত্তমান-কালে অনেক স্থলে দেখা যায় যে, অনেকে আপনাদিগকে জাতরুচি অভিমান করিয়া শ্রীজীব-প্রভুর গুরুত্বে শৈথিল্য-ভাব প্রদর্শন করেন। কেহ বা স্বকীয় পারকীয়াদি বিচার উত্থাপন করিয়া শ্রীজীবপাদের চরণে অপরাধী পর্য্যন্ত হন। সজ্জনতোষণী তাদৃশ গুর্ব্ববমাননা করিবার প্রশ্রয় দেন না। যে-স্থলে বৈষ্ণবাভিমানীর জাতরতি-ধর্ম্ম প্রকৃত-প্রস্তাবে হয় নাই, সে-স্থলে রূপানুগ-ক্রমধর্ম্মের বিপর্য্যয় অবশ্যই পরিলক্ষিত হইবে। ভক্তি, জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃত বস্তু শুনিয়াই অনেক অভক্ত-সম্প্রদায়ে অনর্থক বৃথা বিতণ্ডা আসিয়া তাঁহাদিগকে ভক্তিধর্ম্মে প্রবেশ করিতে বাধা দেয়, আবার ঐ কথার ব্যাখ্যা প্রাকৃত-সহজিয়াগণ যেরূপ করেন, তাহাতে অভক্ত-সম্প্রদায়-গণ ভক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করা দূরে যাক্, সিদ্ধান্ত-বিরোধি-প্রাকৃত-সহজিয়া গুলিকে মানব-সমাজের অত্যন্ত নিম্ন স্তরে পাপী মূঢ় জানিয়া আসন প্রদান করেন। **শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত অনাদর করিবার উপদেশই যে জাতরুচিগণের বৃত্তি, তাহা কখনই নহে। সিদ্ধান্তের অনুকূলেই তাঁহাদের রুচি, তজ্জন্যই তাঁহারা জাতরুচি।**

সিদ্ধান্ত-বিরোধি-রুচি কখনই কৃষ্ণপ্রেমরস প্রাপ্তির সহায় হয় না। শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের "তদশ্মসারং" (ভাঃ ২।৩।২৪) শ্লোকের টীকা পাঠ করিয়াও প্রাকৃত-সহজিয়ারা নিজ-নিজ প্রাকৃত-চতুরতায় নিজ-নিজ মূঢ়তা উপলব্ধি করিতে পারে না দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই। শ্রীপাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

মহাজন-পথে দোষ, দেখিয়া তোমার রোষ, পথ প্রতি ছাড় অনুরাগ।
ফোটা-দীক্ষা মালা ধরি, ধূর্ত্ত করে সুচাতুরী, তাই তাহে তোমার বিরাগ॥
কি আর বলিব তোরে মন।

মুখে বল প্রেম প্রেম, বস্তুতঃ ত্যজিয়া হেম, শূন্যগ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন॥
অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত, লম্প ঝম্প অকস্মাৎ, মূর্চ্ছা প্রায় থাকহ পড়িয়া।
এ লোক বঞ্চিতে রঙ্গ, প্রচারিয়া অসৎ সঙ্গ, কামিনী কাঞ্চন লভ গিয়া॥
প্রেমের সাধন ভক্তি, তাতে নৈল আসুরক্তি, শুদ্ধপ্রেম কেমনে মিলিবে।
দশ অপরাধ ত্যজি, নিরন্তর নাম ভজি, কৃপা হ'লে সুপ্রেম পাইবে॥
না মানিলে সুভজন, সাধুসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন, না করিলে নির্জ্জনে স্মরণ।
না উঠিয়া বৃক্ষোপরি, টানাটানি ফল ধরি, দুষ্ট ফল করিলে অর্জ্জন॥
তুমিত বরিলে কাম, মিথ্যা তাহে প্রেম নাম, অরোপিলে কিসে শুভ হয়।
কামে প্রেমে দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই, তবু কাম প্রেম নাহি হয়॥
কেন মন কামেরে নাচাও প্রেমপ্রায়।

চর্ম্মমাংসময় কাম, জড়-সুখ অবিরাম, জড় বিষয়েতে সদা ধায়॥
শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গে, ভজনের ক্রিয়া রঙ্গে, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি উদয়॥
আসক্তি হইতে ভাব, তাহে প্রেম প্রাদুর্ভাব, এই ক্রমে প্রেম উপজয়॥
নাটকাভিনয় প্রায়, সকপট প্রেম ভাব, তাহে মাত্র ইন্দ্রিয় সন্তোষ।
ইন্দ্রিয়-তোষণ ছার, সদা কর পরিহার, ছাড় ভাই অপরাধ দোষ॥

(কল্যাণকল্পতরু—২৪-২৭ পৃষ্ঠা)

(সঃ তোঃ ১৮।৫ ; শ্রাবণ ১৩২২ বঙ্গাব্দ ; জুলাই ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ)

শ্রীগুরু-স্বরূপ

নির্ভেদ-জ্ঞানিগণের মতে বস্তুমাত্রই ব্রহ্ম হওয়ায় গুরুও ব্রহ্ম—অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে বস্তু-মাত্রই যুগপৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ও ব্রহ্মেই অবস্থিত—গুরুতত্ত্ব ভগবৎপ্রকাশ হওয়ায় ভগবানের প্রিয়তম দাস—গুরুদেব কৃষ্ণের ভক্ত হওয়ায় কৃষ্ণ হইতে বড়—কৃষ্ণের সহিত গুরুর সমজ্ঞান গুরুর খর্ব্বতা-সাধক—গুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি অপরাধ—গুরু বা শিব কৃষ্ণের প্রিয়তম, তৎসম্বন্ধে শ্রীজীবগোস্বামী ও ভাগবতের প্রমাণ—শ্রীল রঘুনাথ, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ, ঠাকুর নরোত্তম, চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনের সিদ্ধান্ত—কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই গুরু—ত্রিবিধ গুরুদেব সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সম্বিৎশক্তিমূলে নিত্যবিরাজমান—ধ্যানচন্দ্রের গুরুপূজা-পদ্ধতি।

শাস্ত্রসকল তিন ভাগে বিভক্ত। কর্ম্ম-বিচার, জ্ঞান-বিচার ও ভক্তি-বিচারে শাস্ত্রার্থ ভিন্নভাবে গৃহীত হয়। যাঁহারা অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য জীবাদির স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান বা অনুভূতি স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুর অবস্থিতি নাই। এই নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞানিগণ বস্তুমাত্রকেই 'ব্রহ্ম' বলিয়া জানেন। তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম হইতে গুরু পৃথক্ নহেন। ইঁহারা উপাসনা বা ভক্তিমার্গ স্বীকার করেন না। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তিমার্গ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতে তত্ত্ব **অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈত** অর্থাৎ **যাবতীয় বস্তু যুগপৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং ব্রহ্মেই অবস্থিত। ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু নাই, কিন্তু শক্তিগত পার্থক্যে একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন শক্তির পরিচয়ে পৃথক্ ধর্ম্মবিশিষ্ট।** মায়াবাদী জ্ঞানিগণ তত্ত্ব-বিষয়ে যে ধারণা করেন, তাহাকে নির্ব্বিশেষ জ্ঞান বলে। **শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকাশিত তত্ত্বজ্ঞান সবিশেষ।**

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এক বস্তু হইয়া **ছয়টি** ভিন্ন তত্ত্বে প্রকাশমান—(১) গুরুতত্ত্ব, (২) শ্রীবাসাদি ভক্ততত্ত্ব, (৩) অংশাবতার অদ্বৈত-তত্ত্ব, (৪) স্বরূপ-প্রকাশ নিত্যানন্দ-তত্ত্ব, (৫) গদাধরাদি নিজ-শক্তি-তত্ত্ব, (৬) স্বয়ং ভগবান্-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এই **ছয় তত্ত্বই** একমাত্র **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য**। তাহা হইলে **গুরুতত্ত্বও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য**। অচিন্ত্যভেদাভেদ স্বীকৃত হইলে **ছয় তত্ত্বই ভগবান্; কিন্তু পরস্পর পৃথক্**। শ্রীবাসাদি ভক্ত, শ্রীগদাধরাদি শক্তি, অদ্বৈত অংশাবতার, নিত্যানন্দ প্রকাশস্বরূপ এবং গুরুদেব এই পঞ্চতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সহিত **অভেদ হইলেও** এই **পাঁচ তত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য হইতে পৃথক্ দাসতত্ত্ব**। শ্রীগুরুদেব চৈতন্যদেবের দাস হইলেও ভগবানের প্রকাশস্বরূপ ভগবান্ই গুরুদেব। গুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রকাশ হইলেও তিনি কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়তম দাস। শ্রীগুরুদেব মর্ত্ত্য নহেন, অনিত্য নহেন, তিনি কৃষ্ণ হইতে দাসরূপে ভিন্ন হইলেও কৃষ্ণের অভিন্ন প্রিয় বস্তু। **তিনি ভক্ত, সুতরাং কৃষ্ণ হইতে বড়। কৃষ্ণের সহিত সমান মনে করিলে তাঁহার খর্ব্বতা করা হয়।**

কৃষ্ণ-সাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য্য আস্বাদন।
কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্ত-পদ।
ভক্ত অভিমান মূল শ্রীবলরামে।
সেই ভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে॥
নানা ভক্তভাবে করেন স্বমাধুর্য্য পান।
আপনাকে করেন তাঁর দাস অভিমান॥
সেই অভিমানে সুখে আপনা পাসরে।
কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দ-সিন্ধু।
কোটী ব্রহ্মসুখ নহে তার একবিন্দু॥

মুঞি যে চৈতন্যদাস, আর নিত্যানন্দ।
দাসভাব-সম নহে অন্যত্র আনন্দ॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য-ঈশ্বর।
অতএব আর সব,—তাঁর কিঙ্কর॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

এই সকল পন্থ কৃষ্ণ এবং গুরুদেব-সম্বন্ধেও আলোচ্য। ভক্ত, কৃষ্ণ এবং শ্রীগুরুদেব কেবল অভিন্ন হইলে ভক্তিমার্গের অস্তিত্ব থাকে না, উহা নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞানমার্গ হইয়া যায়। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু গুরুদেবকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করেন নাই; কিন্তু ভগবদ্‌বুদ্ধি করিলেও তাঁহাকে ভগবানের সেবক ভক্ত জানিয়াছেন। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তগণ সকলেই গুরুদেবকে ভগবদ্‌দৃষ্টি করিয়া থাকেন, কেহই প্রাকৃত-দৃষ্টি করেন না। কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ গুরু ও ভগবানে অভেদ-দৃষ্টি করিলেও গুরুদেবকে কৃষ্ণের প্রিয়তম জানেন।

শ্রীরূপানুগ আচার্য্যপ্রবর শ্রীজীবগোস্বামী অজাতরুচি বৈধমার্গীয় ভক্তগণের মঙ্গলের জন্য ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা-সহ অভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে"। অর্থাৎ শুদ্ধভক্তগণ শ্রীগুরুর এবং শ্রীশিবের সহিত ভগবানের অভেদ-দৃষ্টি-ব্যাপারকে ভগবানের প্রিয়তমত্ব বলিয়া মনে করেন। প্রমাণস্বরূপ আমাদিগের আচার্য্য শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত (৪।৩০।৩৮) হইতে গুরুদেবকে ভগবানের প্রিয়তম জানিবার পরিষ্কার প্রমাণ দিয়াছেন, তাহা এই—

বয়ন্তু সাক্ষাদ্‌ভগবন্ ভবস্য প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন।
সুদুশ্চিকিৎস্যস্য ভবস্য মৃত্যোর্ভিষক্‌তমং ত্বাদ্যঃ গতিং গতাস্ম॥

তব যঃ প্রিয়ঃ সখা তস্য ভবস্য। অত্যন্তমচিকিৎসস্য ভবস্য জন্মনো মৃত্যোশ্চ ভিষক্‌তমং সদ্বৈদ্যং ত্বাং গতিং প্রাপ্তা ইত্যেষা। শ্রীশিবো হ্যেষাং বক্তৃণাং গুরুঃ। শ্রীপ্রচেতসঃ শ্রীমদষ্টভুজং পুরুষম্॥

প্রাচীনবর্হি-তনয় প্রচেতোগণ শ্রীশিবের শিষ্য। প্রচেতোগণ রুদ্র-গীত-দ্বারা ভগবান্ অষ্টভুজকে আবির্ভাব করাইয়া যে স্তব করেন, তাহার মধ্যে এই শ্লোকটি দৃষ্ট হয়। প্রচেতোগণ বলিলেন,—"হে ভগবন্, আমরা আপনার প্রিয় সখা শিবের অল্পকাল সঙ্গ-প্রভাবে অত্যন্ত দুঃশ্চিকিৎস্য জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারের ভিষক্-শ্রেষ্ঠ আত্যগতি তোমাকে লাভ করিয়াছি।" এই শ্লোকে প্রচেতোগণ তাঁহাদের গুরু শিবকে ভগবান্ কৃষ্ণের প্রিয় সখা বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

আচার্য্যবর শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীরূপানুগ-জনের রাগানুগ-মার্গীয় প্রধান আচার্য্য। তিনি বলেন,—

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ প্রচুরপরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥

(শ্রীল দাসগোস্বামিকৃত মনঃশিক্ষা ২য় শ্লোক)

অর্থাৎ হে মন, তুমি বেদাদিষ্ট ধর্ম্ম-সমূহ বা বেদ-নিষিদ্ধ অধর্ম্মাদি কিছুই করিও না। ব্রজে রাধাকৃষ্ণের প্রচুর-পরিচর্য্যা এখানেই সাধন কর। শচীনন্দনকে ব্রজেন্দ্রনন্দন জানিবে; গুরুদেবকে কৃষ্ণপ্রিয়তম জানিয়া সর্ব্বদা স্মরণ করিবে।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৪)

—এস্থলে শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্য না হইলেও চৈতন্যদেবের প্রকাশ। শুদ্ধভক্ত জগতের গুরু চৈতন্যদেবের প্রকাশ, নিত্যানন্দ-প্রভু বিষ্ণু-তত্ত্বের মূলবস্তু হইলেও দশদেহ ধারণ করিয়া কৃষ্ণসেবা করেন।

শ্রীপাদ ঠাকুর নরোত্তম প্রার্থনার মধ্যে লিখিয়াছেন,—

সুবর্ণের ঝারি করি', রাধাকুণ্ডের জল পূরি',
দুঁহাকার অগ্রেতে রাখিব।
গুরুরূপা সখী বামে, ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-ঠামে,
চামরের বাতাস করিব॥
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়।
সে-সম্বন্ধ নাহি যাঁ'র, বৃথা জন্ম গেল তা'র,
সেই পশু বড় দুরাচার॥

শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥
(গুর্ব্বষ্টক ৭ম শ্লোক)

অর্থাৎ যদিও সকল শাস্ত্রে গুরুদেব ভগবান্ বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং তাহাই বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক জানিতে হইবে, তথাপি শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ হইলেও ভগবানের প্রিয়, কৃষ্ণের প্রকাশ-স্বরূপ, তাঁহাকে আমি বন্দনা করি।

শ্রীগৌর-পার্ষদ বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীগোপালগুরু, তচ্ছিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী শুদ্ধভক্তের পরমাদৃত স্বীয় পদ্ধতি-গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "শ্রীমহাপ্রভুশেষনির্ম্মাল্যেন শ্রীবাসাদিপার্ষদান্ পূজয়েৎ। তথৈব তদ্ভক্তান্ শ্রীগুর্ব্বাদীন্ ভক্তিতঃ।" অর্থাৎ শ্রীগৌর-নির্ম্মাল্যদ্বারা শ্রীবাসাদি পার্ষদ ভক্তগণের পূজা করিবে। সেই প্রকার গৌর-প্রসাদ-দ্বারা শ্রীগুরুদেব-প্রমুখ ভক্তগণের ভক্তি-সহকারে পূজা করিবে।

শ্রীপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'হরিনাম চিন্তামণি'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

গুরুকে সামান্য জীব না জানিবে কভু।
গুরু কৃষ্ণ-শক্তি, কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ, নিত্য-প্রভু॥

গুরুকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে করা মায়াবাদীর মত, শুদ্ধ-বৈষ্ণবের মত নহে। সাধক ভক্তগণ এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবেন। মায়াবাদ সূচাক্ষরে সাধন-মধ্যে প্রবেশ করিলে সমস্ত সাধন দূষিত করিবে।

এ সম্বন্ধে পত্রান্তরে ১৩১০ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ এখানে উদ্ধৃত হইল—

"শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত শ্রীবৈষ্ণব-সন্দর্ভ-নামধেয় মাসিক পত্রের দ্বিতীয় সংখ্যা আমরা পাইয়াছি। এই পত্র-সম্বন্ধে কোন স্থলে বিজ্ঞাপনে লিখিত হইয়াছে—ইহা পূর্ব্বাচার্য্য গোস্বামিগণের অপ্রকাশিত অভিনব মাসিক সন্দর্ভ। তত্রস্থ অদৃষ্টচর নবীন মত একটি আমাদের অদ্যকার আলোচ্য-বিষয়। কতিপয় শুদ্ধ-বৈষ্ণব ব্যথিত হইয়া আমাদিগকে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে শ্রীগুরুনিষ্ঠা (১) প্রবন্ধের চরম মীমাংসা পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন। তাহা বাস্তবিকই পূর্ব্বাচার্য্য গোস্বামিগণ জানিতেন না। তাহা এই—"সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ শচীনন্দন কি শিখাইলেন? শিখাইলেন —শ্রীগুরুই ঈশ্বর পরম স্বতন্ত্র বস্তু।"

কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের আশ্বাস-বাণী নিষ্ফল হইল দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। ভক্তিবিরোধী মন্ত্রজীবিগণের বাগাড়ম্বরে পরমার্থ-ভ্রষ্ট হইয়া অনেকে বঞ্চিত হন, ইহা চিন্তা করিলেও আমাদের দুঃখ হয়। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য শিখাইয়াছেন,—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়॥
(চৈঃ চঃ মঃ ৮।১২৭)

সুতরাং বস্তুতঃ ঈশ্বর না হইয়াও, ঈশদাসগণ কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ হইলে গুরু হন, জানা গেল।

পারমার্থিক-শাস্ত্রে লিখিত আছে,—**শ্রীগুরু তিন** প্রকার—**শ্রবণ-গুরু, ভজন-শিক্ষা-গুরু** এবং **মন্ত্র-গুরু**। বর্ত্ম-প্রদর্শক-গুরু বা শ্রবণ-গুরু অনেকস্থলে ভজন-শিক্ষা-গুরু একই ব্যক্তি হন। **শিক্ষা-গুরু অনেক হইলেও আগম-মন্ত্র-শাস্ত্র-কুশল গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে হয়।** মন্ত্রগুরু যদি অবৈষ্ণব হন, তাহা হইলে তাঁহার স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে ত্যাগ-পূর্ব্বক ভগবদ্ভক্ত-গুরুর চরণাশ্রয় কর্ত্তব্য। শ্রীগুরুদেবকে অভীষ্ট দেবতার ন্যায় ভক্তি করিবে। **তত্ত্ববাদিগণ মায়াবাদিগণের ন্যায় চিদ্বস্তুতে বিশেষ নাই স্বীকার করেন না।** শ্রীশ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—

"তস্মিংশ্চিন্মাত্রেঽপি বস্তুনি যা বিশেষাঃ স্বরূপভূতশক্তিসিদ্ধা ভগবত্তাদিরূপা বর্ত্তন্তে তাংস্তে বিবেক্তুং ন ক্ষমন্তে, যথা রজনীখণ্ডিনি জ্যোতিষি জ্যোতির্ম্মাত্রত্বেঽপি যে মণ্ডলান্তর্ব্বহিশ্চ দিব্যবিমানাদিপরস্পরপৃথগ্ভূতরশ্মিপরমাণুরূপাবিশেষাস্তাংশ্চর্ম্মচক্ষুষা। ন ক্ষমন্তে ইত্যন্বয়স্তদ্বৎ। পূর্ব্ববচ্চ যদি মহৎকৃপা-বিশেষেণ দিব্যদৃষ্টিতা ভবতি, তদা বিশেষোপলব্ধিশ্চ ভবেৎ।" (ভক্তিসন্দর্ভ—২১৫ সংখ্যা)

শ্রীগুরুদেবকে মায়াবাদ-বুদ্ধিতে দর্শন করিলে ঈশ্বর বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়োজন হয়, কিন্তু বাস্তবিক (গুরু-কৃপা) মহৎকৃপা-বিশেষ-দ্বারা দিব্যদৃষ্টি লাভ হইলে ঈশ্বর-বস্তুতে বিশেষ-ধর্ম্ম উপলব্ধি হয়। তখন "বন্দে গুরূন্" প্রভৃতি শ্লোকদ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আনুগত্যাভিলাষে রুচি হয়।

কৃষ্ণ, গুরুদ্বয়, ভক্তাবতার, প্রকাশ।
শক্তি,—এই ছয়রূপে করেন বিলাস॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১।৩২)

—এই মহদ্বাক্য হইতে জানা যায় যে, শক্তিগত-ভেদ নিত্য। তাহা ভাষা-বিকাশ-কৌশলে চাপিয়া রাখিলে চলিবে না। শ্রীকবিরাজ গোস্বামি-প্রভু গুরুতত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার মানসে লিখিয়াছেন,—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৪)

সুতরাং মূঢ় এবং নিপুণ—উভয় পাঠকই সহজে বুঝিতে পারেন যে, বস্তুতঃ শ্রীগুরু ঈশ্বর নহেন, কিন্তু শ্রীভগবদ্-দাস। তাঁহার সহিত প্রাকৃত-ব্যবহার করিলে কৃষ্ণ-প্রসাদ কোন-কালেই লাভ হইবে না। অপ্রাকৃত নিত্যরূপে গুরুদেবকে সর্ব্বদা চিন্ময়-বুদ্ধি করিবে। গুরুকে দুর্নৈতিক, অর্থলোভী, ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছাবান্ যোষিৎসঙ্গী, কৃষ্ণাভক্ত, কপটী, জীব-হিংসাপর, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাসেবী, মন্ত্রজীবী অবৈষ্ণব বলিয়া জানিতে পারিলে তাহার আশ্রয়ে কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে না। সেই অযোগ্য কপটীকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করতঃ কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্, অমর্ত্ত্য, অপ্রাকৃত গুর্ব্বাশ্রয় অবশ্য কর্ত্তব্য। চতুর্দ্দশ-ভুবন-বন্দ্য শ্রীভগবৎপার্ষদ্বর আচার্য্য শ্রীমৎ প্রভু রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণানুগ বর্ত্তমান এবং ভাবী মহামহোদয় বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য। তিনি স্বরূপ-দামোদর এবং শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভুদ্বয়ের অনুগমনে যে গুরুদেবের তত্ত্ব 'মনঃশিক্ষা'-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে কাল্পনিক গগনভেদী চীৎকার কখনও সুফল উৎপাদন করিবে না। শ্রীগুরুদেব মুকুন্দের প্রেষ্ঠ, পরমপ্রিয়; সুতরাং মুকুন্দ নহেন। শ্রীল প্রভু নরোত্তম-দাস তদীয় প্রার্থনায় "নিতাই-পদ-কমল" প্রভৃতি গীতে গুরুতত্ত্ব-সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া শিখাইয়াছেন, তাহাতে তাত্ত্বিক-বৈষ্ণব-মাত্রেই বুঝিতে পারেন যে, **গুরুদেব সন্ধিনী, হ্লাদিনী বা সম্বিদ্‌শক্তি-মূলে নিত্য-বিরাজমান; কেবল সম্বিৎ-শক্তি-পরিচয় তাঁহার স্কন্ধে চাপাইতে গেলে মায়া-বাদী বা বাউল-সহজিয়া-মত হইয়া যাইবে।** যতীন্দ্র শ্রীমৎ ধ্যানচন্দ্র গোস্বামি-পাদ বিশুদ্ধ মহানুভব বৈষ্ণবগণের ব্যবহার হইতে তদীয়

পদ্ধতিতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে এই গ্রন্থের বিশেষ আদর আছে।

"শ্রীমহাপ্রভু-শেষনির্ম্মাল্যেন শ্রীবাসাদিপার্ষদান্ পূজয়েৎ। তথৈব তদ্ভক্তান্ শ্রীগুর্ব্বাদীন্ ভক্তিতঃ।"

এই সকল আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে, স্বার্থান্ধ হইয়া শ্রীগুরু-সম্বন্ধে নবীন মত প্রচার করিলে একটি উপ-সম্প্রদায়ের নির্জ্জীব-ভিত্তি স্থাপন হইবে মাত্র। এই প্রকার উপ-সম্প্রদায়ের অভাব নাই। অবশেষে শ্রীগুরুদেব এই স্বার্থান্ধগণকে নিজ-স্বরূপ প্রদর্শন করুন,—এই আমাদের প্রার্থনা।

(সঃ তোঃ ১৮।৫ ; শ্রাবণ ১৩২২ বঙ্গাব্দ ; জুলাই ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ)

প্রবন্ধাবলীর শ্লোক ও পয়ার সূচী

প্রথম খণ্ড—পূর্ব্বার্দ্ধ

শ্লোক ও পয়ার	পৃষ্ঠা	শ্লোক ও পয়ার	পৃষ্ঠা
অন্যাভিলাষিতাশূন্যং	৬৫	যস্ত নারায়ণং	৪
অবন্ধ্যা কিল	৩৭	যুবতীং রূপসম্পন্নাং	৪
চতুর্দ্দশীব্রতরতা	৪	শান্তোদান্তো	৪
ন বয়ং কবয়স্তু	৩৪	শ্রুতিন্যায়পেতং	৪৬
নমো নমো যামুনায়	৫০	স্বধর্ম্মো নিরতো	৪
পরং ব্রহ্মেবাজ্ঞং	৪৬	(বাঙ্গালা পদ্য)	
ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ	৬৫	অন্তর নিষ্ঠা কর	৫৯
ভুক্তিমুক্তি-স্পৃহা	৬৫	যেই মূঢ় কহে	৪

প্রবন্ধাবলীর স্থান-পাত্রাদির সূচী

প্রথম খণ্ড—পূর্ব্বার্দ্ধ

স্থান ও পাত্রাদি	পৃষ্ঠা	স্থান ও পাত্রাদি	পৃষ্ঠা
অক্রিয়াযাতি	৩৫	অলবন্দারু ঋষি	৪৫
অগ্র	২	অশির্বাখ্য	২৮
অগ্রদাস	২	অহোবল-নৃসিংহ	২০
অচ্যুত	২৫	ঈশর ভট্ট	৩৪, ৩৭, ৩৮
অথর্ব্ববার্থ	২৮	ঋগ্‌বেদার্থ	২৮
অনন্তপুর	৪৪	কব্‌হাম্‌ক্রয়ার	১২ক
অনন্তাচার্য্য	১৯	কর্ত্তাভজা	৬৮
অযোধ্যা	২০	কাঞ্চীনগর	৪৮
অর্থ-পঞ্চক	২৮	কাঞ্চীপূর্ণ	৪২, ৪৮

স্থান ও পাত্রাদি	পৃষ্ঠা
কারিমার	২৬
কারিসার	২১, ২২
কীল	২
কৃষ্ণচৈতন্য	১১
কৃষ্ণদাস	১
কৃষ্ণদাস কবিরাজ	২
কেরল দেশ	২৫
কেশবচন্দ্র	১৩
খৃষ্টান-শাস্ত্র	১৫
গীতা	৪১
গীতা সংগ্রহ	৪৫
গুহদেব	৪৬
গোকুলাভরণ	২৬
গোবর্দ্ধন	২০
গোষ্ঠীপূর্ণ	২৩, ৩৩
ঘটিকাচল	২০
চক্রপাণি	২৫
চন্দ্র দত্ত	৩
চার্ব্বাক	৬৬
চিরঞ্জীব শর্ম্মা	৭৮
চৈতন্যচরিতামৃত	২, ৪
চোলরাজ	৩৪
জগদীশ্বর গুপ্ত	৭৮
জগন্নাথ	১২ক
টঙ্কাচার্য্য	৪৬
তত্ত্বত্রয়	২২

স্থান ও পাত্রাদি	পৃষ্ঠা
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৭১
তয়োপর্ব্বত	২১
তান্ত্রিক	৬৮
তাম্রপর্ণী	২১
তারাকুমার	৩
ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল	৭৮
থিওসফি	৬৮
দীনেশচন্দ্র সেন	৭৮
দেবারিনাথ	৪৪
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৩
দ্রমিড়াচার্য্য	৪৬
দ্রাবিড় আম্নায়	২৭, ৪৯
দ্বারবিন	৬৬
ধর্ম্ম-ধনু	২৫
নাথনায়িকা	২৬
নাথমুনি	১৯, ৩২
নাভাজী	১, ২
নাভাদাস	৬
নিম্বার্ক	১৭
পদ্মাক্ষ	২৩
পরাঙ্কুশ	৩২, ৪১
পল্লিবাসী পত্রিকা	৫৮
পাণ্ড্যদেশ	২৫
পুণ্ডরীক	৩২
পুণ্ডরীকাক্ষ	৪২
পুরোকানগর	২২

স্থান ও পাত্রাদি	পৃষ্ঠা
পূর্ণাচার্য্য	৪৮
প্রপন্নামৃত	১৯
ফুৎকার	২৫
বরদরাজ	৪৮
বর-রঙ্গ	৩৮, ৪৩
বিট্টল দেব	২০
বিভূতি নাথেন্দ্র	২৫
বিষ্ণুখণ্ড	৩
বিষ্ণুচিত্ত	২৪
বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা	৫৮
বিষ্ণুস্বামী	৩২
বীরনারায়ণপুর	২০, ২৩
বৃন্দাবন	২০
বৃন্দাবনদাস ঠাকুর	৭৮
বৃহচ্চরণ	৪১
বেঙ্কটাচল	২০
বেদান্ত-সূত্র	১৭
বেদার্থ-সংগ্রহ	৪৬
বৈখা	৪৪
বৈষ্ণব-খণ্ড	৩
বৌধায়ন	৪৫
ব্রহ্মবাদী	৬৭
ভক্তমাল	১
ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা	১৫
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু	৬৪
ভারুচি	৪৬
ভাস্কর ভট্ট	৪৬
মধুর কবি	২১, ৩২
মধুসূদন	২০
মধ্বমুনি	৩২
মধ্বাচার্য্য	১৭
ময়ূর নগর	২০
মহাপূর্ণ	৪১
মহাপ্রভু	৫
মহাবলীপুর	২১
মহাভাষ্য ভট্ট	৩৪
মহীসার	৪২
মানসিংহ	২
মায়াতীর্থ	২০
মারণের্ণবি	৪২
মালাধর	৪১
যজুর্ব্বেদার্থ	২৮
যাদবপ্রকাশ	৪৮
যাদবাচার্য্য	৪৮
যামুনমুনি	২৩, ৩৪
যোগীন্দ্র	২৪
রঙ্গনগর	৪১
রঙ্গনাথ	৪১
রঙ্গনায়িকা	৩৩
রহস্যত্রয়	২২
রাজগোপাল দেব	১৯
রামমিশ্র	২৩, ৩২, ৪১

স্থান ও পাত্রাদি	পৃষ্ঠা
রামানুজাচার্য্য	১৭, ২৫, ৩২, ৪৮
লক্ষ্মণ মহাজন	৩
শক্তিখণ্ড	৩
শঙ্করারণ্য	৪৬
শঠকোপ	২১, ২৪
শঠারি	২৬
শিবখণ্ড	৩
শৈলপূর্ণাচার্য্য	৪১
শোদৃপূর্ণ	৩৮
শ্রীকৃষ্ণ	১২খ
শ্রীচৈতন্যদেব	১২খ
শ্রীজীবগোস্বামী	৭৮
শ্রীনাথ	৩৩
শ্রীবৃত্তাখ্য	২৮
শ্রীভাষ্য	৫০
শ্রীসম্প্রদায়	৪৫
সজ্জনতোষণী	১৫
সপ্তশীর্ষ-বিশিষ্ট দেবতা	১২ক
সহস্র-গীতি	২২
সামার্থ	২৮
সিদ্ধিত্রয়	৪৫
সুমতি	২৫
স্তোত্ররত্ন	৪৫
হাক্‌সলি	৬৬

শব্দ-সূচী

শব্দ	পৃষ্ঠা
অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ	১৭
অজ্ঞাত-বাসনা	৫১
অদ্বৈতবাদাশ্রিত	১২খ
অনুশিষ্য	২
অন্তঃশরীর	৫৪
অন্যাভিলাষ	৫১
অপরাধ	৭৮
অপসম্প্রদায়	৭৮
অভিলাষ-সেবক	৫২
অভিলাষিতা-যুক্ত	৫৩
অভিলাষিতা-শূন্য	৫৩
অলর্কশাক	৩৮
অসম্প্রদায়িক	৩০, ৩১
আচার্য্যবর শ্রীমদ্‌রূপগোস্বামী	৬৪
আত্মসিদ্ধি	৪৫
আধুনিক বাদ	৬০
আবরণশূন্য-স্বরূপ	৭৪
আধুনিক বাদী	৬১
ঈশকৈঙ্কর্য্য	৪১
উচ্ছলিত ভাব	৫৮

শব্দ	পৃষ্ঠা
উচ্ছ্বাস	১২খ
উপধর্ম্ম	৭০
উপসম্প্রদায়	৭৮
উপায়	৬২
উপেয়	৬২
কংস-সভা	১২খ
কর্ম্মসিদ্ধান্ত	২৫
কাঁঠালের আম-সত্ত্ব	১৫
কাকতালিয়-ন্যায়	৬৯
কৃত্রিম ভক্তি	১৫
কৃপা-পরতন্ত্র	২৪
কেবল-দ্বৈতবাদ	১৭
কেবলাদ্বৈতবাদ	১৭
কেবলাদ্বৈত-সত্তা	৪৬
খদ্যোত-ময়ুখ	৬৯
গৌর-বিমুখতা	৫
চিদ্‌বিলাস	৭৪
চিন্ময়মূর্ত্তি	৭৬
জৈবধর্ম্ম	৩২
জ্ঞানবাদী	৬১, ৬৩, ৬৬
জ্ঞানমল	৬৫
জ্ঞানানুশীলন	৬৭
দ্বিহৃদয় বাক্য	৬৭
দ্বৈতাদ্বৈতবাদ	১৭
নদীয়ানাগরী ভাব	৫৮
নবগোরা	৬৮
নবগৌরাঙ্গবাদী	৫৯
নবযুগীয়	৬৮
নব্য ব্রহ্মবাদ	১৩
নব্য-সম্প্রদায়	১৫
নারীপূজা	৭৬
নিরুদ্‌যোগ-বৃত্তি	১০
নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ	১৪
পঞ্চ সংস্কার	৪২, ৪৯
পরব্রহ্ম-গ্রাসিতা-শক্তি	৪৭
পুরাণ-রত্ন	৫০
প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধমত	২৫
প্রতিকূলানুশীলন	৫৭
প্রবুদ্ধ	৫২
প্রাকৃত জীব	২৬
প্রাক্তন-বাসনা	৫১
প্রেমকণা	৬৫
প্রেমচিন্তামণি	৬৩
প্রেমবৃত্তি	৭৩
প্রেমস্বরূপ	৭৪
বঞ্চনা	৫৩
বঞ্চিত-বিশ্বাস	৫৪
বাউলিয়া	৬৮, ৭৮
বিপ্রলম্ভ-রস	৫৯
বিশিষ্টতা লোপ	৪৭
বিশিষ্টাদ্বৈত-মত	৪৫
বিশিষ্টাদ্বৈতার্থ	১৭

শব্দ	পৃষ্ঠা
বিশুদ্ধ বৈষ্ণব	৭৮
বিশেষবাদী	৪৬
বৈদিক নামধারী	৬৮
বৈষ্ণব-আচার্য্য	৩২
বৈষ্ণব-সংস্কার	৪২
ব্রহ্মবাদ	১৩
ব্রহ্মবিজ্ঞান	১৩
ব্রহ্মবিরোধী	৬৯
ব্রহ্মভক্তি	১৫
ব্রাহ্ম	৬৮
ভবিষ্যদাচার্য্য	২৩
ভাবুকদল	৫৯
ভেদাভেদ	৪৭
মহাবিষ্ণু-সিদ্ধান্ত	৪২
মায়াবরণ	৭৬
মায়াবাদ	২৫
মায়াবাদবিষ	৬৮
মায়িক জ্ঞান	৭৪
মায়াবাদী	১২খ
মায়িক প্রেম	৭৪
যাত্রাদল	৬৭
যোগীরাট্	২০
লুতাকীট	৭১,৭২,৭৭
লৌকিক বাক্য	৩৭
শঙ্কর বাদ	১৪
শ্রীধর্ম্ম	৬০
শ্রীভগবচ্চরণ-প্রপত্তি	৭৯
সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ	৭৪, ৭৫
সৎ-সাম্প্রদায়িকতা	৩১
সনাতন জৈবধর্ম্ম	৬৮
সনাতন-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম	২৪
সন্ধিনী	৭৩
সবিশেষ-বাদ	১৪
সম্প্রদায়	৩০
সম্বিদ্	৭৩
সম্বিদ্‌সিদ্ধি	৪৫
সম্ভোগ-রস	৫৯
সিদ্ধান্ত-রক্ষা	৪২
সুবিধাবাদি-সম্প্রদায়	৬৮
সোনার পাথর বাটি	১৫
স্ত্রীবেষীদল	৫৯
স্বপ্রকাশ-সিদ্ধি	৪৫
স্ববিলাস	৭৫
হ্লাদিনী	৭৩

প্রবন্ধাবলীর স্থান-পাত্রাদির সূচী

প্রথম খণ্ড—উত্তরার্দ্ধ

স্থান ও পাত্রাদি	পৃষ্ঠা
অক্ষোভ্যতীর্থ	১২, ১৩, ১৬, ২২, ২৩
অচ্যুতপ্রেক্ষ	৬
অদমার মঠস্বামী	১০
অনন্তেশ্বর	৩, ৪
অর্থপঞ্চক	৩০
আলূবর	২০
আদিত্য পুরাণ	৮
ঈশাবাস্য-টীকা	২৩
ঈশ্বরপুরী	২৪
উড়ুপী	৩
উদ্ধবাচার্য্য	১২
উপদেশ-রত্নমালা	২০
উপাধি-খণ্ডন-টীকা	২৩
ঋগ্‌ভাষ্য-টীকা	২৩
ওয়াডি	২২
কথালক্ষণ-টীকা	২৩
কবীন্দ্রতীর্থ	২৩
কর্ম্মনির্ণয়-টীকা	২৩
কলিকাতা	২
কাশারগড়	২, ৩, ৪
কাসারমুনি	২১
কিলহর্ণ	১২
কুণ্ডাপুর	২
কুলশেখর	২১, ৪৫
কূর্ম্মাচল	১২
কৃষ্ণচন্দ্র	৯
কৃষ্ণজন্মখণ্ড	৮
কৃষ্ণস্বামী আয়ার	১১
কৃষ্ণা (নদী)	১২
কোন্‌কান্	২
কৌমার-পঞ্চরাত্র	৩১
ক্যানারা	২
ক্যানারিজ	২
খোশালপুর	২
গদাতীর্থ	৩
গুরু-পরম্পরা	৪৪
গুরুপরম্পরা-প্রভাব	২০
গোদাদেবী	২১, ৬৩
গোপালগুরু	৮২
গোপীনাথ রাও	১১
চক্রবর্ত্তী ঠাকুর	৮২
চতুষ্কবি	২১
চন্দ্রগিরি	৩
চন্দ্রমৌলেশ্বর	৩

স্থান ও পাত্রাদি	পৃষ্ঠা
চিকাকোল	১২
ছলারি-নৃসিংহাচার্য্য	১২
ছলারি-স্মৃতি	১১
জয়তীর্থ	১৩, ২২, ২৩
জয়তীর্থ-বিজয়	২৪
জয়ধর্ম্ম	২৪
জ্ঞানসিন্ধু	২৪
তত্ত্বদ্যোত-টীকা	২৩
তত্ত্বনির্ণয়-টীকা	২৩
তত্ত্ববিবেক-টীকা	২৩
তত্ত্ব-সংখ্যান-টীকা	২৩
তাৎপর্য্য-নির্ণয়-গ্রন্থ	১৪
তিরুমলই	৪৪
তুলুবদেশ	৬
তেলেগু	২
দক্ষিণ-মথুরা	৬৩
দণ্ডতীর্থ	৩
দয়ানিধি	২৪
দাক্ষিণাত্য	২
দিব্যসূরি চরিতম্	২০
দেবদেবী	৪২
ধনুস্তীর্থ	৩
ধোণ্ডরঘুনাথ পন্থ	২২
ধ্যানচন্দ্র গোস্বামী	৮২, ৮৫
ধ্যানচন্দ্র-পদ্ধতি	৮৫

স্থান ও পাত্রাদি	পৃষ্ঠা
নবেজ্যাকর্ম্ম	৩৪
নরহরি তীর্থ	১২, ১৩, ১৫, ২৩
ন্যায়কল্পতরু-প্রমাণ-লক্ষণ-টীকা	২৩
ন্যায়দীপিকা-টীকা	২৩
ন্যায়-বিবরণ-টীকা	২৩
পঞ্চতত্ত্ব	৩১
পদ্মনাভাচার্য্য	১০, ২৩
পদ্মাদেবী	৬৩
পদ্যমালা	২৩
পয়স্বিনী	৩
পরশুতীর্থ	৩
পশ্চিমাচল	২
পাজকাক্ষেত্র	৩
পাণ্ডেরপুর	২২
পুত্তূর	২
পুরুষোত্তম	২৪
পূর্ণপ্রজ্ঞ	১২
পূর্ব্বাচল	২
প্রপন্নামৃতম্	২০
প্রবন্ধসার	২০
প্রভু রঘুনাথদাস গোস্বামী	৮৫
প্রমেয়দীপিকা-টীকা	২৩
প্রসাদরাঘব-যন্ত্র	১০
বক্রেশ্বর পণ্ডিত	৮২
বল্লভদেব	৬৩

স্থান ও পাত্রাদি	পৃষ্ঠা
বাইক্ষেত্র	১২
বাগীশ তীর্থ	২৩
বাণতীর্থ	৩
বাদাবলী	২২
বায়ুপুরাণ	১০
বার্হস্পত্য বর্ষ	১০, ১৫
বালাচার্য্য	১২
বাশিষ্ঠ-পঞ্চরাত্র	৩১
বাসুদেব	৬
বিজয়নগর-রাজ	১২
বিদ্যানিধি	২৩, ২৪
বিদ্যাধিরাজ	২৩
বিদ্যাধীশ	২৩
বিদ্যারণ্য ভারতী	১২, ১৩, ১৬
বিন্ধ্যগিরি	২
বিপ্রনারায়ণ	৪১
বিমানগিরি	৩
বিলম্বী বর্ষ	১০
বিল্বিপুত্তুর	৬৩
বিষ্ণুচিত্ত	২১, ৬৩
বিষ্ণুপুরী	২৪
বুকানন (ডক্টর)	১১
বেদনিধি	২৩
বেদবিদ্যা	৬
বেদব্যাস	২৩
বেদান্তদেশিক	১৩
বৈভব-প্রকাশিকা গ্রন্থ	১৩
বৈষ্ণব-সন্দর্ভ	৮৩
ব্যাসতীর্থ	২৪
ব্রহ্মণ্য	২৪
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ	৮
ব্রাহ্ম-পঞ্চরাত্র	৩১
ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু	২১, ৪১
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	১৭, ৫৩, ৮২
ভক্তিসার	২১
ভাণ্ডারকার	১১
ভীম	৯
ভীমরাও	১০
ভূতযোগী	২১
ভ্রান্তযোগী	২১
মঙ্গলাবেড়	২২
মণ্ডনগুড়ি	৪১
মধুর কবি	২১
মধেজী ভট্ট	৬
মধ্বগেহ	৫
মধ্বাচার্য্য	৪
মরুদ্দেব	৯
মলায়লম্	২
মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়	১০, ১১
মহারাষ্ট্র	২

স্থান ও পাত্রাদি	পৃষ্ঠা	স্থান ও পাত্রাদি	পৃষ্ঠা
মহীশূর	৩	মিথ্যাত্বানুমান-খণ্ডন-টীকা	২৩
মাধবতীর্থ	২৩	মুকুন্দ	৬৩
মাধবেন্দ্রপুরী	২৪	মুকুন্দমালাস্তোত্র	৪৭
মাধ্বভাষ্য	২৩	মুনিবাহ	২১
মায়াবাদ-খণ্ডন-টীকা	২৩	ম্যাঙ্গোলোর	৩
মালখেড়্ গেট-ষ্টেশন	২২	ম্যালেবার	১১

উত্তরার্দ্ধ

শব্দ-সূচী

শব্দ	পৃষ্ঠা	শব্দ	পৃষ্ঠা
অকিঞ্চন	২৯	অভীষ্ট দেবতা	৮৩
অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈত	৭৮	অমর্ত্ত্য	৮৫
অচিন্ত্যভেদাভেদ	৭৯	অর্চ্চা-বিগ্রহ	১৮
অদ্বৈত-পন্থী	৬	অর্থান্তর-যোগ্যতা	১৪
অধিষ্ঠান	৭	অহং ব্রহ্মোপাসনা	৬
অনিত্য-দেহ	৮	আগম-মন্ত্র-শাস্ত্র-কুশল	৮৩
অনুকার	৬৫	আচার্য্য	৮৫
অনুকূল	৫৭	আচার্য্যপাদ	৯
অনুশীলন	৫৬	অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈত	৭১
অন্যাভিলাষিতা	৫৮	আত্ম-বঞ্চনা	৫৯
অপ্রাকৃত	৯, ৮৫	আত্মম্ভরিতা	৭১
অপ্রাকৃত নিত্যরূপ	৮৫	আনুগত্য	৪৯
অপ্রাকৃত পরমার্থী	৩৮	আনুগত্যাভিলাষ	৮৪
অপ্রাকৃতানুভূতি	১৯	ইচ্ছাশক্তি	২৬
অবৈষ্ণব-মত-নিরসন	৬	ইতিবৃত্ত-গ্রন্থ	১

শব্দ	পৃষ্ঠা
ইষ্টগোষ্ঠী	৬৯
ঈশ্বর	৩০
উত্তম-বৈষ্ণব (অর্চ্চনপর)	৩২
উপায়	৩০
কনিষ্ঠ বৈষ্ণব (অর্চ্চনপর)	৩১
কপটী	৮৫
কর্ম্মফল	৭
কর্ম্মফল-নিগড়	৮
কর্ম্মবীর	১৯
কর্ম্মযোগ্য শরীর	৭
কর্ম্মহীন	২৯
কুণ্ঠা বৃত্তি	৮
কৃষ্ণচৈতন্যচরণানুগ	৮৫
কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ	৮৩, ৮৫
কৃষ্ণপ্রিয়তম	৮১
কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ	৮২
কৃষ্ণলীলা-প্রবিষ্ট	৬৫
কৃষ্ণশক্তি	৮২
কৃষ্ণ-সংসার-যাত্রা	৪০
কৃষ্ণানুশীলন	৫৬
কৃষ্ণাভক্ত	৮৫
কেবলা	৫৯
কেবলাদ্বৈতপন্থী	৬৮
গুরুদেব	৮৫
গুরুনিষ্ঠা	৮৩
গুর্ব্বাশ্রয়	৮৫

শব্দ	পৃষ্ঠা
গোপীচন্দন	৭
গোপীমৃত্তিকা	৭
গৌর-নির্ম্মাল্য	৮২
গৌরভক্তি	৫৯
চতুর্দ্দশ-ভুবন-বন্দ্য	৮৫
চিন্ময়-বিগ্রহ	৮
জাতরুচি	৭৬
জীব	৩০
জীবহিংসাপর	৮৫
তত্ত্বজ্ঞান	৭৮
তত্ত্ববাদী	৮
তত্ত্ববিদ	৩৬
তীর্থ-স্বামী	১২
থিওসফিষ্ট	২৯
দশদেহ	৮১
দিব্যদৃষ্টি	৪৮
দিব্যযোগী	২০
দিব্যসূরি	২০
নিত্যপার্ষদ-তনুর অবতার	৭
নিত্যবিগ্রহ	৮
নিত্যবিষ্ণুদাস	৭
নিত্যযোগী	২০
নিত্যস্বনাম	৮
নিত্যস্বরূপ	৭
নির্ব্বিশেষজ্ঞান	৭৮
নির্ব্বিশেষবাদ	৮

শব্দ	পৃষ্ঠা
নির্ব্বিশেষবাদী	৮
নির্ভেদজ্ঞান	৬০
নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান	৬০
নৈষ্ঠিক	৫
পঞ্চজ্ঞান	৩০
পঞ্চদেবোপাসক	২৯
পঞ্চরাত্র	৩০
পাঞ্চরাত্রিক	৭, ২৯
পাঞ্চরাত্রিকধর্ম্ম	৭
পাঞ্চরাত্রিক-সম্প্রদায়	৬
পরম স্বতন্ত্র বস্তু	৮৩
পরমারাধ্য	৮৫
পরমার্থভ্রষ্ট	৮৩
পরমার্থী	৩৮
পরেশানুভূতি	৫৮
পারমহংস্য	৫৮
পুরুষার্থ	৩০
পুরুষার্থ-জ্ঞান	৩০
পূর্ব্বাচার্য্য	৮৩
প্রকাশ	৮১
প্রকাশ-স্বরূপ	৮২
প্রাকৃতঅর্থী	৩৮
প্রাকৃতধর্ম্ম	৬৯
প্রাকৃত-ব্যবহার	৮৪
প্রাকৃত-সহজিয়া	৭৭
প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়	৭৬

শব্দ	পৃষ্ঠা
প্রাণনাথ	৯
প্রতিকূল	৫৭
প্রতিষ্ঠা	৪৯
প্রমাণ-পদ্ধতি	২২
প্রেমলক্ষণা	৬০
প্রোজ্‌ঝিতকৈতব	৭৪
ফলবাদী	৩৮
বঞ্চক	৫৭
বঞ্চিত	৫৭
বণিগ্‌বৃত্তি	৫৯
বাউল	৮৫
বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধ	৩৬
বিরোধি-স্বরূপ	৩০
বিশিষ্টাদ্বৈতালোক	৬
বিশুদ্ধ-মহানুভব-বৈষ্ণব	৮৫
বেদনিষিদ্ধ	৮১
বেদাদিষ্ট	৮১
বৈকুণ্ঠধারক	৯
বৈখানস	২৯
বৈষ্ণব-বিরোধী	৮
বৈষ্ণবাচার্য্য	৬
ভক্ত	২৯
ভক্তিবিরোধী	৮৩
ভক্তিসিদ্ধান্ত	৫৯
ভগবৎপার্ষদবর	৮৫
ভজনশিক্ষাগুরু	৮৩

শব্দ	পৃষ্ঠা
ভাগবত	২৯
ভাগবতগণ	৭
ভাগবত-সম্প্রদায়	৬
ভাবমার্গ	২৯
ভাষা-বিকাশ-কৌশল	৮৪
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছাবান্	৮৫
ভেদাভেদ-প্রকাশ	৫৭
মণিপ্রবাল ভাষা	২০
মন্ত্রগুরু	৮৩
মন্ত্রজীবী	৮৩, ৮৫
মর্ত্ত্যজীবলোক	৭
মধ্যম বৈষ্ণব (অর্চ্চনপর)	৩২
মহৎকৃপা	৮৪
মহদ্বাক্য	৮৪
মহামহোদয়	৮৫
মাধুর্য্যরস-বিগ্রহ	৫২
মাধ্বগণ	৭
মানসসিদ্ধ-পরিচয়	৬৫
মায়াজাত	৮
মায়াবাদ	৮৩
মায়াবাদী	৭৮, ৮৫
মিথ্যাত্ব	১৩
যোষিৎসঙ্গ	৮৫
রাগানুগা-মার্গীয় প্রধানাচার্য্য	৮১
রামানুজীয়	৭
রুচিপ্রধানমার্গ	৭৫
রুচিপ্রধানমার্গজীবী	৭৫
রূপানুগ	৪৯
রূপানুগাচার্য্য	৭৫
রূপানুগ-পদ্ধতি	৫৪
রূপানুগ-ভক্তিধর্ম্ম	৭৫
লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাসেবী	৮৫
লৌকিকতনু	৭
শক্তিগতভেদ	৮৪
শঙ্খ-চক্রাদিমুদ্রাধারণ-বিধি	৭
শিক্ষাগুরু	৮৩
শিথিলতা	৬১
শুদ্ধজ্ঞান	৩০
শুদ্ধবৈষ্ণব-জগৎ	১৭
শুদ্ধভক্তি	২৯
শৈথিল্যবাদী	৭৩
শৈবধর্ম্মাবলম্বী	৩
শ্রবণগুরু	৮৩
শ্রীঅঙ্গ	৮
ষড়রিপুর চাঞ্চল্য	৮
সন্ধিনী	৮৫
সমসাময়িক	১৬
সম্প্রদায়ের বৈভব	৭
সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বত্রয়	৫১
সম্বিদ্	৮৫
সম্বিদ্‌শক্তি	৮৫
সহজিয়া-মত	৮৫

শব্দ	পৃষ্ঠা	শব্দ	পৃষ্ঠা
সাত্বত	২৯	রূপগোস্বামী	৮৫
সাপেক্ষতা	১৫	লক্ষ্মীপতি	২৪
সিদ্ধান্ত-বিরোধি-রুচি	৭৭	শকবর্ষ	১০
সিদ্ধিকাল	৭	শঠারি	২১
সেবা-শৈথিল্যবাদ	৭১	শতাপরাধ-স্তোত্র	২৩
সোহংবাদ	৮	শিববেল্লী	৪
স্বক্রিয়া	৮	শিবাল্লী	৪
স্বগুণ	৮	শৃঙ্গগিরিমঠ	১২
স্বর্গ-নিরয়	৮	শৈবপঞ্চরাত্র	৩১
স্বরূপ	৮	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	২৪
স্বরূপজ্ঞান	৩০	শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য	২৩
স্মৃতিরক্ষণ-কার্য্য	১৮	শ্রীরঙ্গনাথ	৪১
স্মৃতি-সমিতি	১৭	শ্রীরঙ্গপত্তন	২২
হ্লাদিনী	৮৫	ষট্‌প্রশ্নভাষ্য-টীকা	২৩
রঘূত্তম	২৩	সৎকথা	১০
রঘুনাথ	২৩	সত্যকাম	২৪
রঘুনাথ দাস গোস্বামী	৮১	সত্যধর্ম্ম	২৩
রঘুনাথ ভীমাবাই	২২	সত্যধীর	২৪
রঘুনাথ রাও	২২	সত্যনাথ	২৩
রঘুবর্য্য	২৩	সত্যনিধি	২৩
রজতপীঠপুর	৩, ৪	সত্যপরাক্রম	২৪
রাজেন্দ্র	২৪	সত্যপরায়ণ	২৪
রামচন্দ্র	৯, ২৩	সত্যপূর্ণ	২৩
রামানুজাচার্য্য	৬, ২১	সত্যপ্রিয়	২৩
রামায়ণ	৪৬	সত্যবর	২৩
রুক্মাবাই	২২	সত্যবিজয়	২৩

শব্দ	পৃষ্ঠা	শব্দ	পৃষ্ঠা
সত্যবীর	২৪	সহ্যপর্ব্বত	২
সত্যবোধ	২৩	সহ্যাদ্রি	৩
সত্যব্রত	২৩	সাত্ত্বিক-পঞ্চরাত্র	৩১
সত্যসঙ্কল্প	২৩	সিদ্ধপার্ষদ	২০
সত্যসঞ্জুষ্ট	২৩	সুধা	২৩
সত্যসন্ধ	২৩	স্মৃত্যর্থসাগর	১১, ১৫
সত্যাভিনব	২৩	স্বরূপ-দামোদর	[illegible]
সত্যেষ্ট	২৪	হরিনাম চিন্তামণি	৮২
সরোযোগী	২১	হরিভক্তিবিলাস	৩৯
সর্ব্বমূল-গ্রন্থ	১২	হিমালয়	২

প্রবন্ধাবলীর শ্লোক ও পয়ার-সূচী

প্রথম খণ্ড—উত্তরার্দ্ধ

শ্লোক	পৃষ্ঠা	শ্লোক	পৃষ্ঠা
অবদাতান্বয়ঃ শুদ্ধঃ	৩২	চতুঃসহস্রে ত্রিশতোত্তরে	১০
অর্চ্চনং মন্ত্রপঠনং	৩৪	তদীয়ারাধনঞ্চেজ্যা	৩৪
অর্থপঞ্চকবিত্তঞ্চ......কশ্চিজ্ জ্ঞেয়ঃ	৩৪, ৩৫	তব যঃ......পুরুষম্	৮০
অশেষক্লেশবিশ্লেষি	৭৩	তস্মিংশ্চিন্মাত্রেঽপি......ভবেৎ	৮৪
অসিনা তত্ত্বমসিনা	১৩	তাপঃ পুণ্ড্রং	৩২
উৎসন্নাম্নায়ং......স্মৃত্যর্থসাগরে	১২	তাপাদিপঞ্চসংস্কারী	৩২
কর্লৌ-প্রবৃত্তে	১১	দেবতোপাসকঃ শান্তো	৩৩
কারণানি দ্বিজত্বস্য	৩৭	ধীমাননুদ্ধতমতিঃ	৩২
কাষার ভূত	২০	ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং	৮১
গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো	৩৩	ন বর্ণনীয়ং	৯
গোদাবতীন্দ্রমিশ্রাভ্যাং	২০	নমো ভক্তিবিনোদায়	৫৩

শ্লোক	পৃষ্ঠা
নমো মহাবদান্যায়	৭৩
নামকীর্ত্তনকেদং......উক্তং	৭০
নিরাকর্ত্তুং মুখ্যবায়ুঃ	১১
প্রায়সো রাক্ষসাঃ	১৩
বয়ন্তু সাক্ষাদ্ভগবন্	৮০
বরং হুতবহজ্বালা	৪৭
[illegible]যতেত	৬৪
বৈকুণ্ঠং পরমং ধাম	৯
ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বকালজ্ঞঃ	৩৩
ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা	৩৭
ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা	৬১
মহাকুলপ্রসূতোঽপি	৩৩
মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠো	৩৩
যথা কাঞ্চনতাং যাতি	৩৭
যস্য যল্লক্ষণং	৩৭
রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং	৩০
শঙ্খচক্রাদ্যূর্দ্ধপুণ্ড্র	৩১
শচীসূনুং	৮১
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং	৩৭
শ্রীমহাপ্রভু......ভক্তিতঃ	৮৬
সাক্ষাদ্ধরিত্বেন	৮২
স্বরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে	৬৯

(পয়ার-সূচী)

পয়ার	পৃষ্ঠা
অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত	৭৭
আরে মূর্খ	৫০
আসক্তি হইতে ভাব	৭৭
এই শুদ্ধভক্তি	২৯
এই সব হতে	৬৪
কবি কহে	৫০
কভু না বাধিবে	৭০
কি আর বলিব	৭৭
কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী	৮৩
কৃষ্ণ এই দুই বর্ণ	৫১
কৃষ্ণ গুরুদ্বয়	৮৪
কৃষ্ণদাস-অভিমানে	৭৯
কৃষ্ণ-সাম্যে	৭৯
গুরুকে সামান্য জীব	৮৩
গুরুরূপা সখী বামে	৮২
গৃহে চারিমাস	৬৪
গ্রাম্য-কবির কবিত্ব	৫০
চর্ম্মমাংসময় কাম	৭৭
চৈতন্যচন্দ্রের দয়া	৫২
চৈতন্যের ভক্তগণের	৫১
জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি	৬০
তুমিত' বরিলে কাম	৭৭
দুই ঠাঁই অপরাধে	৫০
দেহকান্ত্যে হয়	৫১
নাটকাভিনয়	৭৭
নানা ভক্তভাবে	৭৯
না মানিলে সুভজন	৭৭
প্রেমের সাধন	৭৭
ফোটা-দীক্ষা-মালা	৭৭

পয়ার	পৃষ্ঠা
বঙ্গদেশী এক বিপ্র	৫০
বৈষ্ণব-চরিত্র	৭২
বৃদ্ধকালে বিনাশ্রমে	৬৪
ভকতিবিনোদ, না সম্ভাষে	৭২
ভক্ত অভিমান	৭৯
মহাজন-পথে দোষ	৭৭
মুখে বল প্রেম	৭৭
মুঞি যে চৈতন্যদাস	৮০
যদ্বা-তদ্বা কবির	৫০
যদ্যপি আমার গুরু	৮১, ৮৫
যারে দেখ,	৭০
যাহ, ভাগবত পড়	৫০
'রস' 'রসাভাস'	৫০
রূপ যৈছে দুই নাটক	৫০
শুনিয়া কবির	৫০
শুনিয়া সবার	৫০
শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে	৫১
সবেই প্রশংসে	৫০
'সিদ্ধান্ত' বলিয়া	৫৯
সুবর্ণের ঝারি করি	৮২
সেই অভিমানে	৭৯
সেই কবি সর্ব্বত্যাগী	৫১
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ	৮০
সে-সম্বন্ধ নাহি যাঁর	৮২
স্বরূপ কহে	৫০
হেন নিতাই বিনে ভাই	৮২

নমস্তে গৌরবাণীশ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে ।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে ॥

প্রথম খণ্ড

—উত্তরার্দ্ধ

যাহাতে অপ্রাকৃতচিত্ত সাধুদিগের একমাত্র সন্তোষলাভ ঘটে, যাহাতে প্রাকৃতচিত্ত কৃষ্ণোন্মুখগণের নিঃশ্রেয়স লাভ ঘটে, সেই শুদ্ধভক্তিকে কৃষ্ণেতর বিষয়াসক্ত মিছাভক্তগণ নিজ নিজ বিষয়ের নিন্দা বলিয়া জানিয়া ব্যথিত হইয়া ভগবানের চরণে অপরাধ করেন। শুদ্ধভক্তগণের প্রদত্ত কল্যাণমালাকে নিজ ক্ষুদ্র বিষয়সমূহের সর্ব্বনাশের হেতু বুঝিয়া সন্ত্রস্ত হন। শুদ্ধহরিকথা-প্রচার বন্ধ করিয়া প্রাকৃত-শব্দতাৎপর্য্যপর হইয়া অপ্রাকৃত বিষয় হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হন!

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী